শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মহানুভাব

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর কৃতা

সারার্থ বর্ষিণী টীকা সমেতা।

শ্রীযুত পণ্ডিতবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামিনা সংশোধিতা

শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত

রসিক রঞ্জন নামা বঙ্গানুবাদ সহিতা।

প্রেষ্ঠমর্জ্জুন মুদ্দিশ্য ত্রাতুমর্ব্বাকৃতনং জনং।
কারুণ্যাদবদৎ কৃষ্ণঃ শুদ্ধ ভক্তি সমন্বিতাং ॥
গীতাং সকল বেদার্থ সারাংশেনোপবৃংহিতাং।
সারার্থ বর্ষিণী তস্যা টীকা যা প্রভু সম্মতা ॥
শ্রীবিশ্বনাথ রচিতা তামালোচ্য প্রযত্নতঃ।
বঙ্গানুবাদ মেবেদং কৃতং রসিক রঞ্জনং ॥

বৈষ্ণব ডিপাজিটারী বা ভক্তি গ্রন্থালয়ার্থে

১৮২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগানস্থ,

“শ্রীশ্রীচৈতন্য যন্ত্রে”

আর, পী, দত্ত এণ্ড ব্রাদার্শ দ্বারা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০।

উপহারঃ।

—:০:—

রাকাপতি বংশজ রাজকুলপ্রবর বৈষ্ণবগণাগ্রগণ্য স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিদ্বন্মণ্ডল পরিপালক শ্রীকরকমলেষু।

ভো ভূপ! ত্রিপুরাধীশ! ভক্তিশাস্ত্রৈকপালক!
গীতানুবাদ মেবেদং সাধিতং ভবদাজ্ঞয়া ॥
তত্রৈব মুদ্রিতং মূলং টীকা সারার্থ বর্ষিণী।
বিশ্বনাথ কৃতা চাত্র যত্নেন সন্নিবেসিতা ॥
অর্পিতং ভবতঃ শ্রীমৎকরাব্জে পুস্তকংময়া।
অনুগৃহ্নাতু গৃহ্নাতু গ্রন্থং কারুণ্যভাবতঃ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুং শশ্বৎ প্রার্থয়ামিকৃতাঞ্জলিঃ।
ভূয়াৎ শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কৃষ্ণসেবানপায়িণী ॥

নিবেদন মিদং

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাসস্য

শ্রীকেদারনাথ দত্তস্য।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অবতরনিকা।

প্রণম্যাহং প্রবৃত্তোস্মিন নিত্যানন্দং সশক্তিকং।
সন্মুদে বঙ্গভাষায়াং গীতানুবাদ কর্ম্মণি ॥

পরাশক্তি সম্পন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সাধু দিগের আনন্দ বর্দ্ধনার্থে বঙ্গভাষায় গীতা শাস্ত্রের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিগম শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল। তাহার কোন অংশে ধর্ম্ম, কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে যোগ, কোন অংশে সাংখ্য জ্ঞান এবং কোন অংশে ভগবদ্ভক্তি বিস্তীর্ণ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য এরূপ ক্রমাধিকার তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্লায়ু বিশিষ্ট ও সংকীর্ণ মেধা যুক্ত কলিজাত জীব গণের পক্ষে উক্ত বিপুল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিচার পূর্ব্বক অধিকার ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটী সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসার নিতান্ত আবশ্যক। দ্বাপরান্ত কাল পর্য্যন্ত ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি গণও বেদ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কর্ম্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে কেহ বা অভেদ ব্রহ্ম বাদকে এক মাত্র গ্রাহ্যমত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে ছিলেন। তদ্দ্বারা ভারত ভূমিতে খণ্ড জ্ঞান জনিত অসম্পূর্ণ মত সমূহ, পাকস্থলি-গত অচর্ব্বিত খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

উক্ত উৎপাত কলি আগমনের প্রাক্‌কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে, সত্য প্রতিজ্ঞ পরম কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্র নিজ সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের এক মাত্র উপায় স্বরূপ সর্ব্ববেদ সারার্থ মীমাংসা রূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। গীতা শাস্ত্র সুতরাং সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণ স্বরূপ দেদীপ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাঁহাদের চরম লক্ষ্য রূপ পবিত্র হরি ভক্তিই সর্ব্ব জীবে-

নিত্য কর্ত্তব্য রূপে গীতা শাস্ত্রে উপদিষ্ট। কোন কোন তর্ক প্রিয় পণ্ডিত গীতা শাস্ত্রকে অভেদ ব্রহ্মবাদ মত পোষক শাস্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত প্রবর্ত্তক ভগবদাদেশপালকাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে সকল গ্রন্থে কর্ম্ম বা জ্ঞানকে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ তত্তদ্ব্যবস্থার অধিকারী দিগের পক্ষেই কল্যাণ প্রদ। সেই সেই ব্যবস্থার নিষ্ঠা উৎপত্তি করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে চরম ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিলে তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর স্বীকার স্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারী দিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম শাস্ত্রে কর্ম্মকে ও জ্ঞান শাস্ত্রে জ্ঞানকে সর্ব্বোত্তম বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিনা তাহা বিচার করা যাইতেছেনা, কেবল উক্ত কৌশল বহুতর শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে গ্রন্থে সাধন কালে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানী ভূতা ভক্তি ও ফল কালে নিরুপাধিক প্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ব্ব জীবের নিতান্ত শ্রেয়। উপনিষৎ সমূহ, ব্রহ্ম সূত্র, ও ভগবদ্গীতা সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ভক্তি শাস্ত্র। স্থল বিশেষে আবশ্যক মতে কর্ম্ম, জ্ঞান, মুক্তি, ব্রহ্ম- লাভ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ঐ সকল শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম মীমাংসা স্থলে শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা শাস্ত্রের পাঠক দিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক ভাগের নাম স্থূল দর্শী এবং অপর ভাগের নাম সূক্ষ্মদর্শী। স্থূল দর্শী পাঠকেরা কেবল বাক্যার্থ লইয়া সিদ্ধান্ত করে। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকেরা শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূল দর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করত অর্জ্জুন যুদ্ধ রূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণ ধর্ম্ম বিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকেরা এরূপ জড় সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হননা। তাঁহারা হয় ব্রহ্মজ্ঞান বা পরা ভক্তিকে গীতা তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে

অর্জ্জুনের যুদ্ধ অঙ্গীকার করা কেবল অধিকার নিষ্ঠার উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়। মানব গণ স্বভাব অনুসারে কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবন যাত্রা সম্যক নির্ব্বাহিত হয় না। জীবন যাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও তত্ত্ব দর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ ধর্ম্মের একটী সুদূরবর্ত্তী সম্বন্ধ আছে। জীবের যে পর্য্যন্ত বন্ধ-মুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাতে যুদ্ধ রূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায় ইহাই স্থির হয় যে ব্রহ্ম স্বভাব ব্যাক্তি গীতা শ্রবণ করত উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে যে ব্যক্তি যে স্বভাব সম্পন্ন তদনুযায়ী তাহার অধিকার। সেই অধিকার নির্দ্দিষ্ট জীবন যাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবে। তাহাতেই শ্রেয়। অধিকার ত্যাগ পূর্ব্বক বদ্ধ জীবের পক্ষে তত্ত্ব লাভ সম্ভব নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। পরম বৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্ম স্বভাব সম্পন্ন নন। ইহার উত্তর এই যে অর্জ্জুন যুক্ত আত্মা কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চ কালে তাঁহার লীলা পুষ্টির জন্য ক্ষত্র স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাহার তাৎকালিক স্বভাব ক্ষত্রিয়। সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান অধিকার তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড় বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা তাহার প্রাপ্তি জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে উপেয় বা প্রয়োজন বলি। যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে উপায় বলি। শাস্ত্র কারেরা কেহ যজ্ঞকে, কেহ যোগকে, কেহ তর্ককে, কেহ পুণ্যকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ তপস্যাকে, কেহ ধর্ম্ম-যুদ্ধকে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ ধর্ম্মকে, কেহ গুরূপসত্তিকে, কেহ প্রায়শ্চিত্তকে ও কেহ দানকে উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা নামে অবৈজ্ঞানিক রূপে অভিহিত হইয়া উপায় তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্ত-

ক্ষেপ করিলে, কাযে কাযেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে ঐ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন। ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে জীবের সিদ্ধসত্তা চিন্ময়। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি কেবল ঐ সিদ্ধ সত্তায় জড়-বদ্ধ-দশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিত্তত্ত্বের জড় সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই। তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয় দশা ভেদে জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব দুই প্রকার অর্থাৎ যে জীব কখন বদ্ধ হয় নাই এবং যে জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। উভয় বিধ মুক্ত জীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধ জীবে লক্ষিত হয় তাহা মুক্ত জীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান ইহারাই প্রেম বৃত্তির উপাধি বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্য ধর্ম্মকে স্পর্শ করে তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবৎ বহির্ম্মুখতা রূপ উপাধি সহকারে প্রেম বৃত্তি বিকৃত হইয়া ধর্ম্ম রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল বিশেষে জ্ঞানরূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে। সাধন ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে সাধন ভক্তি রূপ আকারটী বদ্ধ জীবের স্বাস্থ্য লক্ষণ, অপর দুইটী আকার জড় সম্বন্ধ রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর সত্ত্বে কর্ম্ম অপরিহার্য্য। শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে সকল কর্ম্ম জগতের অমঙ্গল জনক সে সকলকে বিকর্ম্ম বলে। মঙ্গল জনক কর্ম্ম না করার নাম অকর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম জগন্মঙ্গল জনক সেই সকলকে কর্ম্ম বলে। কর্ম্ম চারি প্রকার অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্ম মাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে, যথা আহারের ফল শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল সন্তান উৎপত্তি। অবান্তর ফল গুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে জড় যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণে শান্তি লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর পালক

কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই চারিটী শারীর যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইহারা মানস যোগ এবং সমাধি আধ্যাত্মিক যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম বিহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফল সমূহ কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তি লক্ষণ ফলের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ শাস্ত্রে বিভূতি পাদে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ অবান্তর ফল কথিত হইয়া কৈবল্য পাদে কেবল শান্তিকে ফল বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখ ভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দর্শাইয়া শান্তি সুখকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কৈবল্যাদি শান্তির প্রতি লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব মাত্র, স্বয়ং সুখ বিশেষ নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ চিৎ সুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ ব্রহ্ম সুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎ সেবা সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই কর্ম্ম ভক্তি রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্ম ফলের চরম উদ্দেশ্য; যে কর্ম্মে চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম্ম ভগবৎ বহির্ম্মুখ। তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায়। ভগবৎ সেবা পরায়ণ হইলে কর্ম্মের নাম সাধন ভক্তি হয়, তখন কর্ম্ম নাম থাকেনা।

জড় বদ্ধ হইলেও জীব চিন্ময় তত্ত্ব, অতএব জ্ঞানালোচনা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারি প্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা। দর্শন শ্রবণাদিময় জড়ীয় বিষয় জ্ঞানই জড়ীয় জ্ঞান। ধ্যান ধারণা কল্পনা-বিভাবনা ময় মানস জগতের জ্ঞানকে লৈঙ্গিক জ্ঞান বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্য যোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়া দ্বারা স্থগিদ্ করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞান রূপ কূট সমাধি হয়। এই স্থলে শাঙ্করীয় অভেদ ব্রহ্মবাদ অথবা

পাতঞ্জলীয় ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিত্তত্ত্বের শুদ্ধাবস্থায়, অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন বা কূট সমাধির ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয়। তাহার নাম সহজ সমাধি বা শুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞানই ভক্তি পোষক। জ্ঞানালোচনা দ্বারা বদ্ধ জীব প্রথমে জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম্ম এবং বস্তু সকলের মিলনাবস্থায় সে সমস্ত ধর্ম্ম উদিত হয়, ঐ সকল বিষয় অবগত হইতে থাকে। কখন বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতা রূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করত তাঁহার প্রতি এক প্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে। কখন বা এই জগৎকে নশ্বর জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে। কখন বা অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকে সুখ বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ চিন্তা ও নির্ব্বাণ চিন্তাকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই ভক্তি হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মের অবান্তর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের অবান্তর ফল মুক্তি এবং তদুভয়ের চরম ফল বলিয়া ভক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকে চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে স্থলে জ্ঞান সোপাধিক ও ভগবৎ বহির্ম্মুখ। যে স্থলে ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে স্থলে জ্ঞানকে সাধন ভক্তি বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে ভক্তির নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপ নাই; কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকে ভক্তি বলা যায়। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত গণ বলেন যে বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদন বৃত্তির পরিচালনাকে কেবলা, অকিঞ্চনা বা অনন্যা ভক্তি বলা যায়। তাহার অন্যতর নাম প্রেম আত্মার বিচার বৃত্তির পরিচালনাকে জ্ঞান বলে। আস্বাদন শূন্য বিচার প্রায়ই চরমে ব্রহ্ম বাদ বা নির্ব্বাণ বাদ রূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব স্বভাবতঃ আস্বাদন প্রধান। কেবল বিচারময় হইয়া গেলে স্বস্ব ভাব হইতে চ্যুত হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি

প্রাধান্য করে, তখন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম প্রাচুর্য্য ক্রমে বিচার বৃত্তিকে স্থগিত করে তখন কেবলা ভক্তি রূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা নিত্য, অতএব তাহার আলোচনা বৃত্তিও নিত্য। আলোচনা বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্য সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা ভেদে জীবের কার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ নিরুপাধিক ও সোপাধিক। জড় সঙ্গ ক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি সেই উপাধি ক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত ব্যাপারে যে অহংতা ও মমতা জন্মে তাহাই জীবের জড়াভিমান বা দেহাত্মাভিমান। জড়বদ্ধ জীবের কার্য্য সোপাধিক জড়ে যাঁহারা বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎ কৃপা বলে জড় মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্য নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নাম ভগবৎ সেবা। জড় বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নাম কর্ম্ম। জড় মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্ম্ম অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ তত্ত্বে প্রেম সেবাই সহজ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত তাহা লুপ্ত প্রায় থাকে। সৎসঙ্গ ক্রমে যে সকল জীবে উক্ত বহির্ম্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবা বৃত্তির প্রবলতা হয়। তখন তাহাকে কর্ম্ম মিশ্রা সাধন ভক্তি বলে। সেবা বৃত্তি প্রচুর রূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবৎ বহির্ম্মুখতা রূপ স্বস্বরূপকে পরিত্যাগ করে। তখন উহা কেবলা ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

মানব দিগের কর্ম্ম, জড় যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায়, জ্ঞান শূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানব কর্ত্তৃক কৃত হয় তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনাও কথন কর্ম্ম শূন্যতা লাভ করেনা। আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। আলোচনাও একটা কর্ম্ম বিশেষ এজন্য স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্মের স্বরূপ ও জ্ঞানের স্বরূপ পৃথক্। তদ্রূপ কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিক চিন্ময় প্রেম সেবাই ভক্তির সিদ্ধ স্বরূপ। যদিও জড় বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নয় তথাপি তদ্বিষয়ে জাত শ্রদ্ধ ব্যক্তি

গণের নিকট তাহা সহজে প্রতীত। যাহারা রুচি ক্রমে ভক্তি তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, কেবল তর্ককে তদ্বিষয়ে আদর না করেন, তাঁহারাই ভক্তি তত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি দ্বিবিধা। কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলা ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কর্ম্মজ্ঞান গন্ধ শূন্যা। তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক সেবা, অনন্যা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্ম প্রধানী ভূতা, জ্ঞান প্রধানী ভূতা ও কর্ম্ম জ্ঞান প্রধানী ভূতা। যে কর্ম্মে বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তি দাসতা লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি বৃত্তি আছে, তাহাকে প্রধানীভূতা ভক্তি বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তি বৃত্তির প্রাধান্য নাই অথবা কর্ম্ম বা জ্ঞানের প্রভুতা লক্ষিতা হয়, ভক্তি কেবল তাহাতে কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নাম কর্ম্ম ও সেই জ্ঞানের নাম জ্ঞান। ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে ভক্তি নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। অতএব তত্ত্ব বিচার দ্বারা কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড ও ভক্তি ইহাদিগকে পৃথক্ করা হইয়াছে। গীতা শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়, তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থ সাধক বলিয়া ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধ ভক্তিই গীতা শাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকে ভগবৎ শরণা পত্তিই সর্ব্ব গুহ্যতম উপদেশ ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠক বৃন্দ ভক্তিপূত অন্তঃ-করণে চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শাস্ত্র মুহুর্মুহুঃ পাঠ করত জীবন সফল করুন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে এপর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকল গুলিই অভেদ ব্রহ্ম বাদী দিগের রচিত। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশ হয় নাই। শাঙ্কর ভাষ্য ও আনন্দ গিরির টীকা সম্পূর্ণ অভেদ ব্রহ্ম বাদ পূর্ণ। শ্রীধর স্বামির

টীকা ব্রহ্ম বাদ পূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক অদ্বৈত বাদের গন্ধ আছে। মধু সূদন সরস্বতীর টীকাটী যে রূপ ভক্তি পোষক বাক্য পূর্ণ, সেরূপ চরম উপদেশ স্থলে কল্যাণ প্রদ নয়। শ্রীশ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটী সম্পূর্ণ ভক্তি সম্মত বটে কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ শিক্ষা পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপ কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে, বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আস্বাদক দিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্ন সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায ভক্ত শিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরচিত টীকাটী সংগ্রহ পূর্ব্বক তদনুযায়ী শ্রীরসিক রঞ্জন নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভু শিক্ষা সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত একটী গীতা ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচার পর কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতি রস এতদুভয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত প্রাঞ্জল। সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

রসিক রঞ্জন সাধ্যমত সরল ভাষায় লিখিত হইল। যে সমস্ত দুরূহ শব্দ অপরিহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইল, সে সকল শব্দের অর্থ টীকাতেই আছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদকেরা অনুবাদ মধ্যেই ঐ সকল শব্দের অর্থ ও সংস্কৃত টীকা কারের শব্দ প্রয়োগ চাতুরী প্রকাশ করিতে গিয়া অনুবাদ গুলি দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। আমাদের অনুবাদ সহ গীতা শাস্ত্র যদি পাঠক বর্গের প্রীতিকর হয়, তবে আমরা অনেক শুদ্ধ ভক্তি সম্মত বৈদান্তিক গ্রন্থ বেদান্ত সূত্র ভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্য সকল এই প্রণালী ক্রমে প্রকাশ করিব।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়? ॥ ১ ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃতা সারার্থ বর্ষিণী টীকা।

গৌরাংশুকঃ সৎ কুমুদ প্রমোদী
স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সুধানিধি র্মে
মনোঽধিতিষ্ঠন্ স্বরতিং করোতু ॥ ১ ।

প্রাচীন বাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহ-
মজ্ঞোঽপি গীতামৃত লেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র
সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥ ২ ।

ইহ খলু সকল শাস্ত্রাভিমত শ্রীমচ্চরণ-সরোজ-ভজনঃ স্বয়ং ভগবান্নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীবসুদেব সূনুঃ সাক্ষাৎ শ্রীগোপাল পর্য্যায়মবতীর্য্যাপার পরমাতর্ক্য স্বরূপাশক্ত্যৈব প্রাপঞ্চিক সকল লোক-লোচন-গোচরীকৃতো ভবাব্ধি নিমজ্জমানান্ জগজ্জনানুদ্ধৃত্য স্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাস্বাদনয়া স্বীয়প্রেম মহার্ণবে নিমজ্জয়ামাস। শিষ্টরক্ষা দুষ্টনিগ্রহ ব্রত নিষ্ঠামহিষ্ঠ প্রতিষ্ঠোঽপি ভুবোভারদুঃখা-

---

শ্রীরসিকরঞ্জন নামক অনুবাদ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচন মব্রবীৎ ॥ ২।

পহারমিষেণ দুষ্টানামপি স্বদ্বেষ্টৄনামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসীভূতানামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরমরক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্দ্ধানোত্তর কালজনিষ্যমাণানাদ্যবিদ্যাবন্ধ নিবন্ধন শোকমোহাদ্যাকুলানপি জীবানুদ্ধর্ত্তুং শাস্ত্রকৃন্মুনিগণ গীয়মানযশশ্চ ধর্ত্তুং স্বপ্রিয়সখং তাদৃশ স্বেচ্ছাবশাদেব রণমূর্দ্ধন্যুদ্ভূতশোকমোহং শ্রীমদর্জ্জুনং লক্ষীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মক সর্ব্ববেদতাৎপর্য্য পর্য্যবসিতার্থ রত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়ামৃতভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাৎস্বমুখাবির্ভূতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং ষট্কেন প্রথমেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতি রহস্যত্বাদুভয়-সংজীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্ব্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধ—কেবলা, প্রধানীভূতাচ। তত্রাদ্যা স্বতএব পরম প্রবলা। তে দ্বেবিনৈব বিশুদ্ধ প্রভাববতী, অকিঞ্চনা অনন্যাদি শব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়াতু কর্ম্মজ্ঞান মিশ্রেত্যখিলমগ্রে বিবৃতী ভবিষ্যতি। অথার্জ্জুনস্য শোকমোহৌ কথমভূতামিত্যপেক্ষায়াং মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নো জনমেজয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্ব্বণি কথামবতারয়তি। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ইতি। কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবো যুদ্ধার্থং সমবেতা মামকা দুর্য্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তস্তদ্ব্রূহি। ননু যুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব অতো যুদ্ধমেব কর্ত্তুমুদ্যতাস্তে তদপি কিমকুর্ব্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমিতিশ্রুতেস্তৎ ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধং। অতস্তৎসংসর্গমহিম্না যদ্যধার্ম্মিকানামপি দুর্য্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্ম্মেমতিঃস্যাৎ; পাণ্ডবাস্তু স্বভাবত এব ধার্ম্মিকাঃ ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতমিত্যুভয়েষামপিবিবেক উদ্ভূতে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে। ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয়ং প্রতি জ্ঞাপয়িতুং ইষ্টোভাবো বাহ্যঃ। আভ্যন্তরস্ত্বসন্তোষসতি পূর্ব্বাংশ সকণ্টকমেব রাজ্যং মমাত্মজানামিতি মে দুর্ব্বার এব বিষাদঃ। তস্মাদস্মদীয়ে ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনেন দুর্জ্জয় এবেতোহতো যুদ্ধমেব শ্রেয়স্তদেব ভূয়াৎ ইতিতু তন্মনোরথোপযোগী দুর্লক্ষ্যঃ। অত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্র পদেন ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাবতারস্য সপরিকর-যুধিষ্ঠিরস্য ধান্যস্থানীয়ত্বং, তৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃষীবলস্থানীয়ত্বং কৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্যস্য জলসেচন সেতুবন্ধনাদি স্থানীয়ত্বং, শ্রীকৃষ্ণ-মহার্য্য দুর্য্যোধনাদেধান্যদ্বেষি ধান্যাকারতৃণ বিশেষ স্থানীয়ত্বঞ্চ বোধিতং সরস্বত্যা॥১।

বিদিত তদভিপ্রায়স্তদাশংসিতং যুদ্ধমেব ভাবেৎ, দিত্তত্মনোরথ-প্রতিকূলমিতি মনসি

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত সকলকে ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করত রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন। ২।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীং, চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩।
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪।
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬।
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।

কৃত্বাং দৃষ্ট্বেতি, ব্যূঢ়ংব্যূহরচনয়াবস্থিতং রাজা দুর্য্যোধনঃ সান্তর্ভয়মুবাচ পশ্যৈতামিতি নবভিঃ শ্লোকৈঃ। ২।

দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি স্ববধার্থং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অয়মধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিত্বং। ধীমতেতি শত্রোরপি ত্বত্তঃ সকাশাত্ত্বদ্বধোপায়-বিদ্যা গৃহীতা ইত্যস্যমহাবুদ্ধিত্বং ফলকালেঽপি পশ্যেতি ভাবঃ। ৩।

অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যোজাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। মহারথাদীনাং লক্ষণং—একোদশ সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথঃ স্মৃতঃ। রথীচৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ ॥ ৪, ৫, ৬।

আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনানী নিরীক্ষণ করুন, তাহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে। ৩।

এই সেনা নিচয়ের মধ্যে মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন ও তৎসমকক্ষ বীর সমস্ত যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ। ৪।

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য। ৫।

বলবান যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্র ইহাঁরা সকলেই মহারথ। ৬।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ।
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ।
অন্যেচ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ।
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ।
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগ মবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্বএব হি ॥ ১১ ।

নিবোধ বুধ্যস্ব। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং। ৭। সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ। ৮।

ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিত ত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃস্যাত্তদাতমপি কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ইতি ভগবদুক্তেদুর্য্যোধন সরস্বতী সত্যমেবাহস্ম। ৯।

অপর্য্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ। ভীষ্মেনাতিসূক্ষ্মবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোভয় পক্ষপাতিত্বাৎ। এতেষাং পাণ্ডবানান্তু ভীমেন স্থূলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপিরক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরিপূর্ণং অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণমিত্যর্থঃ। ১০।

তস্মাদ্ যুষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্য মিত্যাহ। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাঃ

হে গুরো! আমাদের যে সমস্ত সেনা নায়ক আছেন, আপনার জ্ঞাতার্থে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। ৭।

রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ। ৮।

এতদ্ব্যতীত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন। ৯।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আমাদিগের দল বল প্রচুর নহে, কিন্তু ভীমসেন রক্ষিত পাণ্ডবসেনা প্রচুর। ১০।

এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্ম পিতামহকে রক্ষা করুন। ১১।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২।
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩।
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪।
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫।
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬।
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডীচ মহারথঃ।

স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্যৈবাবস্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিতস্তথা রক্ষন্তু যথান্যৈর্যুধ্যমানোঽয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্নহন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ। ১১।

ততশ্চ স্বসম্মান শ্রবণজনিত হর্ষং, তস্য দুর্য্যোধনস্য ভয়বিধ্বংসনেন হর্ষং সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মঃ। সিংহনাদমিতি উপমানে কর্ম্মণি চেতি ণমুল্ সিংহইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ। ১২।

ততশ্চোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃপ্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি। পণবাঃ মার্দ্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ। ১৩।

পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনাং নামানি। ১৫।

অতঃপর প্রবল প্রতাপ কুরুবৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষ উৎপাদনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্র সকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল। ১৩।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেত অশ্ব সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৪।

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। ১৫।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৬।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭।
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮।
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯।
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। ২১।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ-সমুদ্যমে ॥ ২২।

অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যঃ। অথচ চাপেন ধনুষা রাজিতঃ প্রদীপ্তঃ। ১৭, ১৮, ১৯, ২০।

উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি। ১৭।

হে পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র! দ্রুপদ, দ্রৌপদির পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৮।

এই সকল শঙ্খের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল। ১৯।

হে মহারাজ! তৎকালে শস্ত্র নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন। ২০।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর। ২১।

যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সেনা গণের মধ্যে এই রণ সমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ করি। ২২।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধেপ্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪।
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫।
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।

হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জ্জুনেনাদিষ্টঃ অর্জ্জুন-বাগিন্দ্রিয় মাত্রেনাপি নিয়ম্যোঽভূদিতি অহো প্রেমবশ্যত্বং ভগবত ইতি ভাবঃ। গুড়াকেশেন গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্র প্রকাশকাস্তথা স্বীয় স্নেহরসাস্বাদ প্রকাশকাঃ অকেশা বিষ্ণুব্রহ্মশিবাযস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ কোব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ। যত্র সর্ব্বাবতারি চূড়ামণীন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণএব প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞানুবর্ত্তী বভূব তত্র গুণাবতারত্বাত্তদংশা বিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়ন্তু কিন্তু স্বকর্ত্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা পরম ব্যোম-নাথেনাপি দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুন ইতি। যদ্বা গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণে-ত্যর্থঃ। অত্রাপিব্যাখ্যায়াং সাক্ষান্মায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সচাপি যেন প্রেম্না বিজিতা বশীকৃতঃ তেনার্জ্জুনেন মায়াবৃত্তির্নিদ্রা বরাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। ২১, ২২, ২৩, ২৪।

ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ প্রমুখত ইতি সমাস প্রবিষ্টোঽপি প্রমুখতঃ শব্দ আকৃষ্যতে। ২৫।

যতক্ষণ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধবাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি। ২৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন। ২৪।

কহিলেন, পার্থ! যুদ্ধার্থ সমবেত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর। ২৫।

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ।
নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব! ॥ ৩০ ।

দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্ । ২৬, ২৭ ।

দৃষ্ট্বেত্যবস্থিতস্যোত্যধ্যাহার্য্যং বিপরীতানি নিমিত্তানি হনানিমিত্তকোহস্মত্র মে বাস ইতিবন্নিমিত্ত শব্দোহয়ং প্রয়োজনবাচী। ততশ্চ যুদ্ধে বিজয়িনে মম রাজ্যলাভাৎসুখং নভবিষ্যতি কিন্তু তদ্বিপরীতমনুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ। ২৮, ২৯, ৩০ ।

তখন অর্জ্জুন উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃরা, পিতামহ, আচার্য্য মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী মানব সকল উপস্থিত আছেন দেখিতে পাইলেন। ২৬ ।

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধব সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন। ২৭ ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সকল আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অবশ ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে। ২৮ ।

আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে। ২৯ ।

আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে। হে কেশব! আমি কেবল বিপরীতভাব বিশিষ্ট দুর্নিমিত্ত সকল নিরীক্ষণ করিতেছি। ৩০ ।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! নচ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ ৩৩।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথাঃ।
এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন!॥ ৩৪।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন!॥ ৩৫।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ। পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখে হতঃ" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিধানাৎ হন্তুর্ন কিমপি সুকৃতং। নম্বদৃষ্টং ফলং যশোরাজ্যং বর্ত্ততে যুদ্ধস্যেতি অতআহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি। ৩১।

ননু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ ইতি। আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধেদোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥ ইত্যাদি

রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আর বিজয় বাসনা ও রাজ্য সুখ ইচ্ছা করি না। ৩১।

হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগসুখেরই বা আবশ্যকতা কি? এবং জীবন ধারণেই বা কি ফল আছে? কারণ যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ সুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত। ৩২।

হে মধুসূদন! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধি অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই জীবনধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোনক্রমে ইহাঁদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না। ৩৩, ৩৪।

হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর ত কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতিলাভ হইবে? ৩৫।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব! ॥ ৩৬।

যদ্যপ্যেতে নপশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন! ॥ ৩৮।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯।

বচনাদেষাং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্। আততায়িন-মায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দুর্ব্বলং যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতং ইতি। তস্মাদাচার্য্যাদীনাং বধে পাপং স্যাদেব। নচৈহিকং সুখমপিস্যাদিত্যাহ স্বজন-মিতি। ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬।

নন্বেতে তর্হি কথং যুদ্ধে বর্ত্তন্তে তত্রাহ যদ্যপীতি। ৩৭।

আততায়িদিগকে বধ করা রাজনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও আচার্য্যাদি আততায়ি দিগকে হত্যা করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু পাপ হইবে বলিয়া আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে মাধব! আত্মীয় স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে? ৩৬।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি লোভ দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র-দ্রোহ জনিত পাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না। ৩৭।

কিন্তু জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৮।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০।
সঙ্করোনরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১।
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩।
অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাবয়ং।
যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪।

কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ কুলপরম্পরা প্রাপ্তত্বেন বহুকালতঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। প্রদুষ্যন্তীতি অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ। ৩৮, ৩৯, ৪০।

দোষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। ৪২।

হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রী সকল ব্যভিচারিণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪০।

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতক দিগকে নরকগামী করিয়া থাকে। সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয়। ৪১।

বর্ণসংকরকারী পূর্ব্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশক দিগের সনাতন কুলধর্ম্ম, ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ৪২।

হে জনার্দ্দন! শুনিয়াছি, যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে। ৪৩।

হা! কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যসুখ লোভে স্বজন বধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সৈন্যদর্শনোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথোপরি। ৪৬।

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
গীতাসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

আমি অস্ত্রহীন ও প্রতীকার পরাঙ্মুখ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ৪৫।

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন। ৪৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১।

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন! ২।
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়। নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! ॥ ৩।

আত্মানাত্ম বিবেকেন শোকমোহতমোনুদন্।
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্যলক্ষণং ॥

কশ্মলং মোহঃ বিষমেঽত্র সংগ্রামসঙ্কটে; কুতোহেতোরুপস্থিতং ত্বাং প্রাপ্তমভূৎ। অনার্য্যজুষ্টং সুপ্রতিষ্ঠিত লোকৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিক সুখপ্রতিকূলমিত্যর্থঃ। ২ ঃ

ক্লৈব্যং ক্লীব ধর্ম্মং কাতর্য্যং, হে পার্থেতি ত্বং পৃথাপুত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তদাশয়ং মা গমঃ মাপ্রাপ্নুহি অন্যস্মিন্ ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপপদ্যতাং ত্বয়ি মৎসখ্যেতু নোপযুজ্যতে। ন কেবলং

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণ নয়ন বিষণ্ণ বদন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভগবান বাসুদেব কহিলেন— ১।

ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন! এই বিষম সময়ে কিজন্য তোমার ঈদৃশ অনার্য্য জনোচিত স্বর্গপ্রতিবেধক অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? ২।

হে কুন্তীপুত্র পার্থ! তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থান কর। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন!
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন! ॥ ৪।

গুরূন্ হত্বাহি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫।

শৌর্য্যাভাবলক্ষণং ক্লৈব্যং মাশঙ্কিষ্ঠাঃ কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুষু ধর্ম্মদৃষ্ট্যা বিবেকোঽয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু তু দুর্ব্বলেষু মদস্ত্রাঘাত মাসাদ্য মর্ত্তুমুদ্যতেষু দয়ৈবেয়মিতি তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেকদয়ে কিন্তু শোক মোহাবেব। তৌচ মনসো দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জকৌ। তস্মাৎ হৃদয় দৌর্ব্বল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ পরান্ শত্রূন্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব। ৩।

নতু প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যাপূজাব্যতিক্রম ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রং; অতোঽহং যুদ্ধান্নিবর্ত্তে ইত্যাহ কথমিতি। প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে। ন কেবলৌ যুধ্যেতে তর্হি অনয়োঃ প্রতি-যোদ্ধা ভবিতুং ত্বং কিং ন শক্নোষি? সত্যং ন শক্নোম্যেবেত্যাহ পূজার্হাবিতি। অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেবদাতু মর্হসি নতু ক্রোধেন তীক্ষ্ণ শরানিতিভাবঃ। ভো বয়স্যকৃষ্ণ ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে হংসি, নতু সান্দীপনিং স্বগুরুং নাপি বন্ধূন্ যদূনিত্যাহ হে মধুসূদনেতি। নতু মধবো যদব এবতত্রাহ হে অরিসূদন। মধুর্নাম দৈত্যো যস্তবারিরিতি ব্রবীমীতি। ৪।

নম্বেবং তে যদি স্বরাজ্যেঽপিনাস্তি জিঘৃক্ষা তর্হি কয়াবৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ গুরূন্ অহত্বা গুরুবধম কৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়াপ্রাপ্তমন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। ঐহিক-দুর্ষশোলাভেঽপি পারত্রিকম মঙ্গলং তু নৈবস্যাদিতি ভাবঃ। নচৈতে গুরবোঽবলিপ্তাঃ কার্য্যা-কার্য্যমজানন্তশ্চধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদ্যনুগতাস্ত্যাজ্যা এব। যদুক্তং—গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যা-কার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়ত ইতি বাচ্যং ইত্যাহ মহানুভাবানিতি। কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং ভীষ্মাদীনাং কুতস্তত্তদ্দোষ সম্ভব ইতি ভাবঃ। নতু

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন! আমি কি প্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব? ৪।

মহানুভাব গুরুজনগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল। গুরুহত্যা করিলে রুধিরাক্ত কামার্থ উপভোগ করিতে হইবে। ৫।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬।
কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং॥ ৭।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থোন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈরিতি" যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেনৈবোক্তং। অতঃ সাম্প্রতমর্থকামত্বাদেতেষাং মহানুভাবত্বং প্রাক্তনং বিগলিতং সত্যং। তদপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ অর্থকামান্ অর্থলুব্ধান্ অপ্যেতান্ গুরূন্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয় কিন্তু তেষাং রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তানেব। অয়মর্থঃ। এতেষাং অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্গুরুত্বমস্ত্যেব। অতএব, এতদ্বধেসতি গুরুদ্রোহিনো মম খলু ভোগো দুষ্কৃতমিশ্রঃ স্যাদিতি। ৫।

কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রবৃত্তস্যাপি মম জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ ন চৈতদিতি। তথাপি নোঽস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়য়োর্মধ্যে কিংখলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি এতন্নবিদ্মঃ; তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি এতান্ বয়ং জয়েম নোঽস্মান্ বা এতে জয়েয়ুঃ ইতি। কিঞ্চ জয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ যানেবেতি। ৬।

ননু তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং ত্বমেব ব্রুবাণঃ ক্ষত্রিয়োভূত্বা ভিক্ষাটনং নিশ্চিনোষি তর্হ্যলং মদুক্ত্যেতি তত্রাহ কার্পণ্যেতি। স্বাভাবিকস্য শৌর্য্যস্য ত্যাগএব মে কার্পণ্যং ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিরিত্যতোধর্ম্মব্যবস্থায়ামপ্যহং মূঢ় বুদ্ধিরেবাস্মি। অতস্ত্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো-

---

ফলতঃ এই সমরে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্টি গৌরবান্বিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না, যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। ৬।

এক্ষণে আমি ধর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব পরিত্যাগ রূপ কার্পণ্য দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দিন। আমি আপনার শিষ্য আপনারই শরণাগত হইলাম। ৭।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপিচাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ।
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ।

ব্রূহি। নন্থ মদ্বাচস্ত্বং পণ্ডিতমানিত্বেন খণ্ডয়সিচেৎ কথং ব্রবাং তত্রাহ শিষ্যস্তেঽহমস্মি, নাতঃ পরং বৃথাখণ্ডয়ামীতি ভাবঃ। ৭।

নন্থ ময়ি তব সখ্যভাবএব নতু গৌরবং। অতত্ত্বাং কথমহং শিষ্যং করোমি তস্মাদ্ যত্র তব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপদ্যস্বেত্যত আহ নহীতি। মম শোকমপনুদ্যাৎ দুরীকুর্য্যাদেবং জনং ন প্রকর্ষেণ পশ্যামি ত্রিজগত্যেকং ত্বাং বিনা। যস্মাদধিক বুদ্ধিমন্তং বৃহস্পতিমপি নজানামীত্যতঃ শোকার্ত্তএব খলু কং প্রপদ্যেয় ইতিভাবঃ। যদ্ যতঃ শোকাদীন্দ্রিয়াণাং উৎশোষণং মহা নিদাঘাৎ ক্ষুদ্র সরসামিব উৎকর্ষেণ শোষোভবতি। নন্থ তর্হি সাম্প্রতং ত্বং শোকার্ত্তএব খলু যুধ্যস্ব ততশ্চৈতান্ জিত্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্তব রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকাংপযাস্যতীত্যত আহ অবাপ্যেতি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্য মমেন্দ্রিয়াণামেতদুচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ। ৮, ৯।

অহো ত্বাপ্যেভাবান্ খলু বিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্য প্রকাশেন

পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না। ৮।

সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জ্জুন "গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না" হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

হে ধৃতরাষ্ট্র! তখন উভয়পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্যে এই কথা কহিলেন। ১০।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ।
নত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বেবয়মতঃপরং ॥ ১২ ।

লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্ ইবেতি তদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাস্যমনুচিত মিত্যধরোষ্ঠ নিকুঞ্চনেন হাস্যমাবৃণ্বংশ্চেত্যর্থঃ। হৃষীকেশ ইতি পূর্ব্বং প্রেষ্যৈবার্জ্জুনবাঙ্ নিয়ম্যোঽপি সাম্প্রতমর্জ্জুন চিত্তকারিত্বাৎ প্রেষ্যৈবার্জ্জুন মনো নিয়ন্তাপি ভবতীতিভাবঃ। সেনয়োরুভয়ো-র্মধ্যে ইত্যর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা প্রবোধশ্চ উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্টএবেতি ভাবঃ। ১০ ।

ভো অর্জ্জুন, তবায়ং বন্ধুবধহেতুকঃ শোকোভ্রমমূলক এব। তথা কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিকো বিবেকশ্চাপ্রজ্ঞামূলক এবেত্যাহ। অশোচ্যান্ শোকানর্হানেব ত্বমন্বশোচঃ অনু-শোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবোধয়ন্তং মাংপ্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে প্রজ্ঞাবতাং সত্যামেব যে বাদাঃ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্ ভাষসে। নতু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্তত ইতিভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতাসূন্ গতা নিঃসৃতাভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্ স্থূলদেহান্ ন শোচন্তি তেষাং নশ্বর ভাবত্বাদিতি ভাবঃ। অগতাসূন্ অনিঃসৃতপ্রাণান্ সূক্ষ্ম-দেহানপি ন শোচন্তি তে হি মুক্তেঃপূর্ব্বমনশ্বরাএব উভয়েষামপি তথা তথা স্বভাবস্য দুষ্পরি-হরত্বাৎ। মূর্খাস্তু পিত্রাদি দেহেভ্যঃ প্রাণেষু নিঃসৃতেষ্বেব শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহাংস্তু ন তে প্রায়ঃ পরিচিন্বন্ত্যতস্তৈরলং। এতে হি সর্ব্বে ভীষ্মাদয়ঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতা আত্মানএব। আত্মানাস্তু নিত্যত্বাত্তেষু শোকপ্রবৃত্তিরেব নাস্তীত্যতস্ত্বয়া যৎপূর্ব্বমর্থশাস্ত্রাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রং বলবদি ত্যুক্তং তত্র ময়া তু ধর্ম্মশাস্ত্রাদপি জ্ঞানশাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যত ইতি ভাবঃ। ১১ ।

অথবা সখে ত্বামহমেবং পৃচ্ছামি। কিঞ্চ প্রীত্যাস্পদস্য মরণে দৃষ্টেসতি শোকোজায়তে, তত্রেহ প্রীত্যাস্পদমাত্মা দেহোবা। সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভ ইতিশুকোক্তে-রাত্মৈব প্রীত্যাস্পদমিতি চেত্তর্হি জীবেশ্বর ভেদেন দ্বিবিধস্যৈবাত্মনো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবা-দাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ নত্বেবাহমিতি অহং পরমাত্মা জাতুকদাচিদপি পূর্ব্বং নাসমিতি

ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানবানদের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, কেননা পণ্ডিতগণ কি মৃত কি জীবিত কাহার নিমিত্ত শোক করেন না। ১১ ।

আত্মা অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা দ্বিবিধ— পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি, পরমাত্মা; তুমি ও এই সকল ভূপতিগণ

দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনংজরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি ॥ ১৩।
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত! ॥ ১৪।

: অপিত্বাসমেব। তথা ত্বমপিজীবাত্মা আসীরেব; তথেমে জনাধিপা রাজনশ্চ জীবাত্মান াাসন্নেব ইতি প্রাগ্ভাবাভাবো দর্শিতঃ। তথা সর্ব্বেবয়ংঅহংত্বং ইমে জনাধিপাশ্চ অতঃপরং ন ভবিষ্যামঃ নস্থাস্যাম ইতি ন; অপিতু স্থাস্যামএবেতি ধ্বংসাভাবশ্চ দর্শিতঃ। ইতি পরাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয় ইতি সাধিতং। অত্রশ্রুতয়ঃ—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামানিত্যাদ্যাঃ। ১২।

নত্বাত্মসম্বন্ধেন দেহোঽপি প্রীত্যাস্পদং স্যাৎ দেহসম্বন্ধেন পুত্রভ্রাত্রাদয়োঽপি তৎসম্বন্ধেন নপ্ত্রাদয়োঽপি। অতস্তেষাং নাশে শোকঃস্যাদেবেতি চেত্ত আহ দেহিন ইতি। দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমার প্রাপ্তির্ভবতি; ততঃ কৌমার নাশানন্তরং যৌবনপ্রাপ্তির্যৌবন নাশানন্তরং জরা প্রাপ্তি র্যথা, তথা এব দেহান্তর প্রাপ্তি রিতি। ততশ্চাত্মসম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাস্পদানাং নাশে যথা শোকো নক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাত্মসম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাস্পদস্যনাশে শোকো ন কর্ত্তব্যঃ। যৌবনস্যনাশে জরাপ্রাপ্তৌ শোকোজায়ত ইতিচেৎ কৌমারস্যনাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽপিজায়তে ইতি। অতো ভীষ্ম দ্রোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে খলু নব্য দেহান্তর প্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতিভাবঃ। যথাএকস্মিন্নপি দেহে কৌমারাদীনাং যথাপ্রাপ্তিস্তথৈ বৈকস্যাপিদেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং প্রাপ্তিরিতি। ১৩।

নন্বু সত্যমেব তত্ত্বং তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারিত্বথৈব শোক মোহব্যাপ্তং দুঃখয়তীতি। তত্র ন কেবলং একং মন এব, অপিতু মনসো বৃত্তয়োঽপি সর্ব্বাস্তু গাদীন্দ্রিয়রূপাঃ

সকলেই জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এই সকল রাজাগণ পূর্ব্বে ছিল না এমন নয়, পরে থাকিবে না তাহাও নয়, অর্থাৎ আমরা সকলেই এখনও আছি, পূর্ব্বে ছিলাম, পরেও থাকিব। ১২।

যেমন দেহধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরাগ্রস্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে; তেমনই দেহান্তর হইলে, অস্তিত্বের লোপ হয় না। বরং, যেমন কৌমারাবস্থান্তে যৌবন প্রাপ্তিতে হর্ষ ও সুখ উদয় হয়, তেমনি জরাগ্রস্ত-দেহ-ত্যাগে ভগবদ্ভক্ত আত্মার উৎকর্ষ ও হর্ষ হইয়াথাকে; সুতরাং দেহনাশে কেহ অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা শোক করে না। ১৩।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সম দুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ।

স্বস্ববিষয়ানসুভাব্য অনর্থকারিন্যইত্যাহ। মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াস্তেষাং স্পর্শাঃ অনুভবাঃ শীতোষ্ণেতি আগমাপায়িন ইতি। যদেব শীতলজলাদিকমুষ্ণকালে সুখদং তদেব শীতকালে দুঃখদমতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ তান্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতোধর্ম্মঃ। নহি মাঘে মাসি জলস্য দুঃখদত্ব বুদ্ধ্যৈব শাস্ত্রেবিহিতঃ স্নানরূপো ধর্ম্মস্ত্যাজ্যতে; ধর্ম্মএব কালে সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তকো ভবত্যেবমেব যে পুত্রভ্রাত্রাদ্যাঃ উৎপত্তিকালে ধনাদ্যুপার্জ্জনকালেচ সুখদাস্তএব মৃত্যুকালেদুঃখদা আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তানপি তিতিক্ষস্ব; নতু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্ম্মস্ত্যাজ্যঃ। বিহিতধর্ম্মানাচরণং খলু-কালে মহানর্থকৃদেব ইতি ভাবঃ। ১৪।

এবং বিচারেণ তত্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল নাপি দুঃখয়ন্তি। যদিচ নদুঃখয়ন্তি তদাত্মমুক্তঃ স্বপ্রত্যাসন্নৈবেত্যাহ যমিতি। অমৃতত্বায় মোক্ষায়। ১৫।

এতচ্চ বিবেক দর্শানধিরূঢ়ান্ প্রতি উক্তং। বস্তুতস্তু অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতে জীবাত্মনশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম দেহাভ্যাং তদ্ধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভিশ্চ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব। তৎ সম্বন্ধস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যাহ নেতি। অসতঃ অনাত্মধর্ম্মত্বাদাত্মনি জীবে অবর্ত্তমানস্য শোক মোহাদেস্তদাশ্রয়স্য দেহস্যচ ভাবঃ সত্তানাস্তি। তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোঽভাবো নাশোনাস্তি। তস্মাদুভয়ো রেতয়ো রসৎসতোরন্তো নির্ণয়োঽয়ং দৃষ্টঃ। তেন ভীষ্মাদিষু

হে কুন্তীপুত্র! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম্ম, তাহা ত্যাগ করিলে কালে মহান্ অনর্থ সংঘটন হইতে পারে। ১৪।

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি দ্বারা ব্যথিত না হন, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন সেই ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বে অর্থাৎ মোক্ষত্বে নীত হইবার যোগ্য। ১৫।

শোক-মোহাদি অনাত্ম ধর্ম্ম কেবল দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আত্মা স্বরূপ জীবে তাহাদের সত্তা নাই। সৎস্বরূপ জীবের নাশও হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বদর্শীগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন জীবাত্মাস্বরূপ ভীষ্মাদির দেহ মাত্র নশ্বর। তাঁহার স্বরূপতঃ নাশ হইতে পারে না। ১৬।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ।
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত! ॥ ১৮ ।

ত্বদাদিষু চ জীবাত্মসু সত্যত্বাদনশ্বরেষু দেহ দৈহিক বিবেক শোকমোহাদয়ো নৈব সন্তীত। কথং ভীষ্মাদয়ো নঙ্ক্ষ্যন্তি, কথং বা তাং স্তং শোচসীতি ভাবঃ। ১৬।

না ভাবো বিদ্যতে সত ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি অবিনাশীতি। তৎ জীবাত্মস্বরূপং যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তং। নমু শরীরমাত্র ব্যাপি চৈতন্যত্বে জীবাত্মনো মধ্যম পরিমাণত্বেনানিত্যত্ব প্রসক্তিঃ। নৈবং, সূক্ষ্মানামপ্যহং জীব ইতি ভগবদুক্তেঃ; "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি।" 'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয় ইতি'। 'আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্ট ইতি' শ্রুতিভ্যশ্চ তস্যপরমাণু পরিমাণত্বমেব। তদপি সম্পূর্ণ দেহব্যাপিশক্তিমত্বং জতুজটিতস্য মহামণের্মহৌষধ খণ্ডস্য বা শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকরণশক্তিমত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গনরক নানা যোনিষু গমনঞ্চ তস্যোপাধি পারবশ্যাদেব। তদুক্তং—প্রাণমাধত্তে দত্তাত্রেয়েন 'যেন সংসরতে পুমানিতি।' অতএবাস্য সর্ব্বগতত্বমপ্যগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসং। অতএবাব্যয়স্য নিত্যস্য—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যোবিদধাতি কামানিতি' শ্রুতেঃ। যদ্বা নমু দেহো জীবাত্মা পরমাত্মেত্যেতদ্বস্তুত্রিকং মনুষ্য তির্য্যগাদিষু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। তত্রাদ্যয়োর্দ্দেহ জীবয়োস্তত্বং নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যনেনোক্তং। তৃতীয়স্য পরমাত্ম বস্তুনঃ কিং তত্বমিত্যত আহ অবিনাশীতি। তু ভিন্নোপক্রমে; পরমাত্মনো মায়াজীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যাৎ ইদং জগৎ। ১৭।

নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি অন্তবন্ত ইতি। শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য অতি সূক্ষ্মত্বাদজ্ঞেয়স্য। তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতি শাস্ত্রবিহিতস্য স্বধর্ম্মস্য ত্যাগো ন সমুচিত ইতি ভাবঃ। ১৮।

যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মারূপে মনুষ্যের সকল শরীর ব্যাপিয়া আছেন। এবং অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পরিমাণ হইলেও সম্পূর্ণ দেহ-পুষ্টিকারক মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপকতা শক্তি আছে। তিনি স্বর্গ, নরক ও নানা যোনি পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বগ বলা যায়। তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ১৭।

এই সকল শরীর অনিত্য কিন্তু শরীরী জীবাত্মা অবিনাশী। সেই জীব বা জীবাত্মা অতি সূক্ষ্মত্ব হেতু অপরিমেয়। অতএব হে ভারত! তুমি শাস্ত্র বিহিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর। ১৮।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং।

ভো বয়স্য অর্জ্জুন, ত্বমাত্মা, ন হন্তেঃ কর্ত্তা, নাপি হন্তেঃ কর্ম্ম ইত্যাহ য ইতি। এনং জীবাত্মানং হন্তারং বেত্তি; ভীষ্মাদীনর্জ্জুনো হন্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ। হতমিতি ভীষ্মাদিভি রর্জ্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি তা বুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ। অতোঽর্জ্জুনোঽয়ং গুরুজনং হন্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্দুর্যশসঃ কা তে ভীতিরিতিভাবঃ। ১৯।

জীবাত্মনো নিত্যত্বং স্পষ্টতয়া সাধয়তি। নজায়তে ম্রিয়তে ইতি জন্মমরণয়োর্বর্ত্তমানত্ব নিষেধঃ। নায়ংভূত্বা ভবিতেতি তয়োর্ভূতত্বভবিষ্যত্ব নিষেধঃ। অতএবাজ—ইতিকালত্রয়েঽপ্যজস্যজন্মাভাবাৎ নাস্য প্রাগভাবঃ; শাশ্বতঃ শশ্বৎ সর্ব্বকাল এব বর্ত্ততে ইতি নাস্যকালত্রয়েঽপি ধ্বংসঃ; অতএবায়ং নিত্যঃ। তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরাগ্রস্তোঽয়মিতি চেন্ন পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোঽপ্যয়ং নবীন ইবেতিষড়্ভাববিকারাভাবাদিতি ভাবঃ। নন্বু শরীরস্য মরণাদৌপচারিকস্তু মরণমস্যাস্তু তত্রাহ নেতি। শরীরেণসহ সম্বন্ধাভাবান্নোপচারঃ। ২০।

যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মা কর্ত্তৃক হত হয়েন, তিনি কিছুই জানেন না। জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হয়েন না। [বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি আত্মা, তুমি হনন কর্ত্তা নও এবং হতও হইতে পার না। অজ্ঞজন কর্ত্তৃক গুরুজন হন্তা বলিয়া তুমি যে অযশ লাভ করিবে এরূপ ভয়েরও প্রয়োজন নাই।] ১৯।

জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। তিনি হত হন না। জন্ম মরণ শীল শরীরের সহিত তাঁহার কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই। ২০।

কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১ ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়-
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্যএবচ ।

অত এবম্ভূত জ্ঞানেসতি ত্বংযুধ্যমানোঽপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইত্যাহ বেদেতি। নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং; অবিনাশিনমিতি অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈ বিনাশজন্যঅপক্ষয়াঃ নিষিদ্ধাঃ। স পুরুষো মল্লক্ষণঃ কং ঘাতয়তি কথংবা ঘাতয়তি। তথা স পুরুষস্ত্বল্লক্ষণঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি। ২১।

নন্বু মদীয় যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞকশরীরস্থ জীবাত্মাত্যক্ষ্যত্যেব ইত্যত স্পৃহাহঞ্চ তত্র হেতু ভবাব এবেত্যত আহ বাসাংসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষোভবতীতি ভাবঃ। তথা শরীরাণীতি; ভীষ্মে জীর্ণশরীরং পরিত্যাজ্য দিব্যং নব্যমনাৎ শরীরং প্রাপ্স্যতীতি, কস্তব বা মম বা দোষো ভবতীতি ভাবঃ। ২২।

নচ যুদ্ধে ত্বয়া প্রযুক্তেভ্যঃ শস্ত্রাস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাত্মনো ব্যথাসম্ভবেদিত্যাহ নৈনমিতি। শস্ত্রানি খড়্গাদীনি পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রমপি যুষ্মদাদি প্রযুক্তং। আপঃ পার্জ্জন্যাস্ত্রমপি মারুতো বায়ব্য-মস্ত্রং। ২৩।

তস্মাদাত্মায়মেবমুচ্যত ইত্যাহ অচ্ছেদ্যইতি। অত্রপ্রকরণে জীবাত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতো-ঽর্থতশ্চ পৌনরুক্ত্যং নির্দ্ধারণ প্রয়োজকং সন্দিগ্ধধীষু জ্ঞেয়ং। যথা কলাবস্মিন্ ধর্ম্মোঽস্তি

জীবকে যে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও হত্যা করে? না হত্যা করিতে আজ্ঞা করে? ২১।

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনবদেহ ধারণ করিয়া থাকে। ২২।

জীবাত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হননা, অগ্নিতে দগ্ধ হননা, জলে ক্লেদিত হননা এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হননা। ২৩।

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি নিত্য, সর্ব্ব-

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ।

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈবং শোচিতু মর্হসি ॥ ২৬ ।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ।

ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তীতি ত্রি চতুর্দ্ধা প্রয়োগাৎ ধর্ম্মোঽস্ত্যেবেতি নিঃশংসয়া প্রতীতিঃ স্যাদিতি শ্লেষং। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মবশাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি সর্ব্বদেহগতঃ। স্থাণুরচলইতিপৌনরুক্ত্যং স্থৈর্য্যনির্দ্ধারণার্থং। অতি সূক্ষ্মত্বাদব্যক্ত স্তদপি দেহব্যাপি চৈতন্যত্বাদচিন্ত্যঃ—অতর্ক্যঃ। জন্মাদি ষড়্ বিকারানর্হত্বাদবিকার্য্যঃ। ২৪। ২৫।

তদেবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বদৃষ্ট্যা ত্বামহংপ্রাবোধয়ম্। ব্যবহারিক তত্ত্বদৃষ্ট্যাপি প্রবোধয়াম্যবধেহীত্যাহ অথেতি। নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং মন্যসে। তথা দেহএব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্যসে। মহাবাহোইতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্ম্মঃ। যদুক্তং "ক্ষত্রিয়ানাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ" ইতিভাবঃ। ২৬।

হি যস্মাত্তস্য স্বারম্ভক কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যু ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতের কর্ম্মণা জন্মাঽপি ধ্রুবমেব। অপরিহার্য্যেঽর্থে ইতি মৃত্যুর্জন্মচ পরিহর্ত্তুমশক্যমেবেত্যর্থঃ। ২৭।

গত; স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ২৪।

অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে অব্যক্ত বলি, তথাপি দেহ ব্যাপী ধর্ম্মবশতঃ তাঁহাকে অচিন্ত্য বলা যায়। জন্মাদি ষড়্বিকারের অযোগ্য বলিয়া তাঁহাকে অবিকার্য্য বলা যায়। জীবাত্মাকে এইপ্রকারে অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত। ২৫।

হে মহাবাহো! জীবকে যদি নিত্যজাত ও নিত্যমৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেওত তোমার আর এ প্রকার শোক করিবার কারণ নাই। ২৬।

যদি জন্ম হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হইল, তবে এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নয়। ২৭।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি-
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯।

তদেবং জীবপক্ষে "ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইত্যাদিনা দেহপক্ষেচ জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুরিত্যনেন" শোকবিষয়ং নিরাকৃত্য ইদানীমুভয়পক্ষেঽপি নিরাকরোতি অব্যক্তেতি। ভূতানি দেহমনুষ্য তির্য্যগাদীনি অব্যক্তানি ন ব্যক্তঃ ব্যক্তিরাদৌ জন্মপূর্ব্বকালে যেষাং কিন্তু তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থূলদেহশ্চ আরম্ভক পৃথিব্যাদি দ্রব্যসত্বাৎ কারণাত্মনা বর্ত্তমানোঽস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তং ব্যক্তির্মধ্যে যেষাং তানি; ন ব্যক্তি নিধনাদনন্তরং যেষাং তানি। মহাপ্রলয়েঽপি কর্ম্মমাত্রাদীনাং সত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণভূতানি সন্ত্যেব। তস্মাৎ সর্ব্বভূতান্যাদ্যন্তয়োর ব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ। যদুক্তংশ্রুতিভিঃ—"স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োর্থনিমিত্ত যুজইতি"। কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। তথাচোক্তং নারদেন "যন্মন্যসে ধ্রুবং লোক মধ্রুবং বা ন বোভয়ং। সর্ব্বথাহি ন শোচ্যাস্তু স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ"। ২৮।

নন্বু কিমিদং আশ্চর্য্যং ক্রবে। কিঞ্চৈতদপ্যাশ্চর্য্যং যদেবং প্রবোধ্যমানস্যাপ্যবিবেকো ন্নাপযাতি ইতি তত্রসত্যমেবমেকেত্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি এনং আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্ব্বলোকং। ২৯।

হে ভারত! অপ্রকাশিত ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ এই অব্যবহিত কালমধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্তেই অব্যক্ত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য পরিবেদনা কি? যদিও উক্ত মতটী সাধুসম্মত নয় তথাপি বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। ২৮।

জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্য জ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেহ কেহ জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্য চৈতন্যবাদ ও কেবল অদ্বৈতবাদ রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে। ২৯।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত ! ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি নত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ।
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য নবিদ্যতে ॥ ৩১ ।
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ।
অথচেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ।

তর্হি নিশ্চিত্য ব্রূহি কিমহং কুর্য্যাং কিংবা নকুর্য্যাং ইতি তত্র শোকং মা কুরু, যুদ্ধন্ত কুর্ব্বিত্যাহ দেহীতি দ্বাভ্যাং । ৩০ ।

আত্মনো নাশাভাবাদেব বধাদ্বিকম্পিতুং ভেতুংনার্হসি । স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য নবিকম্পিতুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ । ৩১ ।

কিঞ্চ জেতৃভ্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে মৃতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন্ হত্বা তান্ প্রত্যুত সতোঽপ্যধিক সুখিনঃ কুর্ব্বিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । স্বর্গসাধনং কর্ম্মযোগমকৃত্বাপীত্যর্থঃ । অপাবৃতং অপগতাবরণং । ৩২ ।

বস্তুতঃ দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য । ৩০ ।

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, তুমি আর এপ্রকার ভীত হইতে না, কেননা ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর নাই । মুক্ত ও বদ্ধ দশাদ্বয় ভেদে জীবের স্বধর্ম্ম দ্বিবিধ । মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম উপাধিরহিত । জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে উপাধিযুক্ত হয় । বদ্ধ অবস্থায় জীবের নানাবিধ অবান্তর অবস্থা আছে । সেই সেই অবান্তর অবস্থায় স্বধর্ম্মেরও আকার ভেদ অপরিহার্য্য । জীব যে অবস্থায় মানব শরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্ম্মটী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপী হইলেই স্পষ্ট হয় । অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই অন্য নাম স্বধর্ম্ম । ক্ষত্রিয়স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ।

হে পার্থ ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বাররূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যেসকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী । ৩২ ।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ।
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ।
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬ ।
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ।

বিপক্ষে দোষানাহ অথেতি চতুর্ভিঃ। অব্যয়ামনশ্বরাং সম্ভাবিতস্য অতি প্রতিষ্ঠিতস্য। ৩৩। ৩৪।

যেষাং ত্বং বহুমতঃ অয়মচ্ছত্রুরর্জ্জুনস্তু মহাশূর ইতি বহুসম্মানবিষয়োভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপারমে সতি লাঘবং যাস্যসি। তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ মহারথাস্ত্বাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্তে ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্বন্ধুস্নেহাদিকো নোপপদ্যতে ইতি মংস্যন্তেতি ভাবঃ। ৩৫।

অবাচ্যবাদান্ ক্লীবইত্যাদি বহূক্তীঃ। ৩৬।

ফলতঃ তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে স্বীয়ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইবে। ৩৩।

তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে। অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর। ৩৪।

যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লঘু জ্ঞান করিবেন। তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ। ৩৫।

তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবক্তব্য কটূ কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে। তোমার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ৩৬।

হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর। ৩৭।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবংপাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ।
এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগেত্বিমাংশৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তোযয়া পার্থ ! কর্ম্মবন্ধংপ্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ।
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ।

নমু যুদ্ধে মম জয় এব ভাবীত্যপি নাস্তি নিশ্চয়ঃ। ততশ্চ কথং যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতব্যং ইত্যত আহ হত ইতি। ৩৭।

তস্মাত্তব সর্ব্বথা যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তদপি যদীমং পাপকারণং আশঙ্কসে তর্হি মন্তঃ পাপানুৎপত্তি প্রকারং শিক্ষিত্বা যুধ্যস্ব ইত্যাহ। সুখদুঃখে সমেকৃত্বা তদ্ধেতু লাভালাভৌ রাজ্যলাভ রাজ্যচ্যুতী অপি তদ্ধেতু জয়াজয়াবপি সমৌকৃত্বা বিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ। তত স্বৈবভূত সাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ। যদ্বক্ষ্যতে " লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি। ৩৮।

উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্জ্ঞানং। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা কথিতা। অধুনা যোগেভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীযাং শৃণু। যয়া ভক্তিবিষয়িন্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ কর্ম্মবন্ধং সংসারং। ৩৯।

অত্রযোগো দ্বিবিধঃ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপঃ, শ্রীভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপশ্চ। তত্র কর্ম্মণ্যেবাধিকার ইত্যতঃ প্রাগ্ভক্তযোগএব নিরূপ্যতে " নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যুক্তেঃ

সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না। ৩৮।

সাংখ্য জ্ঞান সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল। এক্ষণে ভক্তি যোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি ভক্তি বিষয়িনী বুদ্ধিযুক্ত হইলে সংসার ক্ষয় করণে সক্ষম হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে বুদ্ধি যোগ এক মাত্র। যখন সেই বুদ্ধিযোগ কর্ম্মের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে কর্ম্মযোগ বলে। যখন কর্ম্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান সীমার অবধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে জ্ঞানযোগ বা সাংখ্য যোগ বলে। যখন তদুভয় সীমা অতিক্রম করত ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে ভক্তি যোগ বা বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ বলে। ৩৯।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন !।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১।
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফল প্রদাং।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩।

ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তয়ৈব পুরুষো নিস্ত্রৈগুণ্যোভবতীত্যেকাদশস্কন্ধে প্রসিদ্ধেঃ। জ্ঞান কর্ম্মণোস্তু সাত্বিকত্বরাজসত্বাভ্যাং নিস্ত্রৈগুণ্যত্বানুপপত্তের্ভগবদর্পিত লক্ষণা ভক্তিস্তু কর্ম্মণো বৈফল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি; নতু স্বস্যভক্তিব্যপদেশং প্রাধান্যাভাবাদেব। যদিচ ভগবদর্পিতং কর্ম্মাপি ভক্তি রেবেতি মতং তদা কর্ম্ম কিং স্যাৎ? যদ্ভগবদনর্পিতং কর্ম্ম, তদেব কর্ম্ম ইতি চেন্ন? "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং" ইতি নারদোক্ত্যা তস্য বৈয়র্থ্য প্রতিপাদনাৎ। তস্মাদত্র ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণৈব ভক্তির্নিরূপ্যতে। যথা নিষ্কাম কর্ম্মযোগোঽপি নিরূপয়িতব্যঃ। উভাবপ্যেতৌ বুদ্ধিযোগশব্দবাচ্যৌ জ্ঞেয়ৌ। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি। "দূরেণহ্যবরংকর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ইতি" চোক্তেঃ। অথ নির্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ নেহেতি।

ভক্তিযোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয়না ও তাহাতে প্রত্যবায় ও নাই। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসার রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ভক্তিযোগ দুই প্রকার। শ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপ মুখ্য ভক্তিযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপগৌণ ভক্তিযোগ। মুখ্য ভক্তিযোগের আমিই এক মাত্র লক্ষ্য। অতএবতৎ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা। মদেক নিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধিহয়। তাহা অনেক বিষয় নিষ্ঠ বলিয়া বহু শাখাময়ী ও অনন্তকামনা লক্ষিণী। তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। ৪০, ৪১।

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, সর্ব্বদা বেদবাদে রত, (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত) সামান্য কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদক্রিয়া বাহুল্য দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের সাধনী ভূত আপাত মনোরম শ্রবণ রমণীয় (পরিণামে বিষময়) (পুষ্পিত) বাক্যে অনুরক্ত। ৪২, ৪৩।

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ।

ইহ ভক্তিযোগে অতিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তিযোগস্য নাশোনাস্তি। ততঃ প্রত্যবায়শ্চ নস্যাৎ। যথা কর্ম্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্ম্মানমুষ্ঠিতবতঃ কর্ম্মনাশ প্রত্যবায়ৌ স্যাতাং ইতিভাবঃ। নমু তর্হি তস্য ভক্ত্যমুষ্ঠাতুঃ কামস্য সমুচিত ভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিফলস্তু নৈবস্যাৎ তত্রাহ স্বল্পমিতি। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভ সময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রী ভক্তিরভূৎ-সাপীত্যর্থঃ মহতোভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তএব। যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যাদি শ্রবণাৎ অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ। 'নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাম্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥' ইতি ভগবতোবাক্যেন সহ অস্যবাক্যস্যৈকার্থ্যমেব দৃশ্যতে। কিন্তু তত্র নির্গুণত্বাৎ নহি গুণাতীতং বস্তু কদাচিৎ ধ্বস্তং ভবতীতি হেতুরূপন্যাস্তঃ। স চেহাপিদ্রষ্টব্যঃ। নচ নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি ভগবদর্পণমহিম্না নির্গুণত্বমস্ত্বেবেতি বাচ্যং। "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্মতদিতি" বাক্যেন তস্য সাত্ত্বিকত্বোক্তেঃ। ৪০।

কিঞ্চ সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িন্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মমশ্রীমদ্গুরুপদিষ্টং ভগবৎ কীর্ত্তনস্মরণ চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন মেতদেব মমসাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন সাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্য মেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং নমে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ননশ্যতু তত্র মম কাপিনক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব ভক্তাবেব সম্ভবেৎ। যদুক্তং "ততো ভজেত মাংভক্ত্যা শ্রদ্ধালু দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ বহ্বিতি বহ্বঃশাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কর্ম্মযোগে কামানা মানন্ত্যাদ্বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। তৎ সাধনানাং কর্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্ম্মণিবুদ্ধিস্ততস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতিকর্ম্মসংন্যাসেবুদ্ধিঃ। তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানবৈফল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ। 'জ্ঞানঞ্চ ময়িসংন্যসেদিতি' ভগবদুক্তে র্জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তক্তুৎশাখা অপ্যনন্তাঃ। ৪১।

তস্মাদব্যবসায়িনঃ সকামকর্ম্মিণস্তু তি মন্দা ইত্যাহ যামিমামিতি। পুষ্পিতাংবাচং পুষ্পিতাবিষলতামিবাপাততোরমণীয়াং প্রবদন্তি প্রকর্ষেণ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টাইয়মেব বেদবাণিতিযেবদন্তি তেষাং তয়া বাচা অপহৃত চেতসাঞ্চ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি র্ন বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনাম্বয়ঃ।

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখে একান্ত আসক্ত, সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে এক নিষ্ঠতা লাভ করে না। ৪৪।

শাস্ত্র সমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ।

তেষু তস্যা অসম্ভবাৎ সা তেষু নোপদিশ্যতইত্যর্থঃ। কিমিতি তেতথাবদন্তি যতোঃ বিপশ্চিতো মুর্খাঃ তত্রহেতুঃ—বেদেষু যেঽর্থবাদাঃ—অক্ষয্যংবৈ চাতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। অপাম সোম মমৃতামভূম ইত্যাদ্যাঃ অন্যদীশ্বরতত্বং নাস্তীতি প্রজল্পিনঃ। ৪২।

তে কীদৃশীং বাচংপ্রবদন্তি? জন্মকর্ম্মফলপ্রদায়িনীং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাস্তান্ বহু যথাস্যাৎ তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাং। ৪৩।

ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়াবাচা অপহৃতং আকৃষ্টং চেতো যেষাং তে তথা তেষাং সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকোন্মুখত্বং তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগো নোপপদ্যত ইতি স্বামি-চরণাঃ। ৪৪।

ত্বন্তু চতুর্ব্বর্গসাধনেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিরজ্য কেবলং ভক্তিযোগমেবাশ্রয় ইত্যাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাঃ প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ স্বার্থে ষ্যঞ্ এতচ্চ ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েনোক্তং। কিন্তু ভক্তিরেবৈনং নয়তীতি যস্যদেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরাবিত্যাদি শ্রুতয়ঃ পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতয়শ্চ। গীতোপনিষদ্ গোপাল তাপন্যাদ্যুপনিষদশ্চ নির্গুণাং ভক্তিমপি বিষয়ী কুর্ব্বন্ত্যেব বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তেরপ্রামাণ্যমেবস্যাৎ। ততশ্চ বেদোক্তা যে ত্রিগুণময়া জ্ঞানকর্ম্মাদিবিষয়ঃ তেভ্যএব নির্গতোভব তান্ নকুরু। যে তু বেদোক্তা ভক্তিবিষয়ঃ তাংস্ত সর্ব্বথৈবানুতিষ্ঠ। তদনুষ্ঠানে

বিষয়টী যেশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্যকরে সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয় সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত সে স্থূল তারা তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ সমূহ নির্গুণ তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে কিন্তু নির্গুণ তত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমরূপ ত্রিগুণময়ীমায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধহয়। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ তত্ব রূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তম গুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব ভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গকরত কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমাদি সন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি যোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর। ৪৫।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ।

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্র বিধিং বিনা ।" ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে ইতি দোষো দুর্ব্বারএব। তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়াস্ত্রৈগুণ্যা নিস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। তত্র ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব। নির্গুণয়া মদ্ভক্ত্যৈব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিষ্ক্রান্তোভব অতএব নির্দ্বন্দ্বঃ গুণময় মানাপমানাদি রহিতঃ। অতএব নিত্যেঃ সত্বৈঃ প্রাণিভির্মদ্ভক্তৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ। নিত্যং সত্বগুণস্থো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃস্যাৎ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ। মদ্ভক্তিরসাস্বাদ বশাদেব তয়োরননুসন্ধানাৎ। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' ইতি ভক্তবৎসলেন ময়ৈব তদ্ভারবহনাৎ। আত্মবান্ মদ্দত্ত বুদ্ধিযুক্তঃ। অত্র নিস্ত্রৈগুণ্য ত্রৈগুণ্যয়ো র্বিবেচনং; যদুক্তমেকাদশে—'মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্বিকং নিজকর্ম্মতৎ। রাজসংফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং।' নিষ্ফলং বেতি নৈমিত্তিকং নিজকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ। কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈ কল্পিতন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং। বনন্তু সাত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং। সাত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকীশ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ পথ্যং পূতমনায়স্তং আহার্য্যং সাত্বিকং স্মৃতং। রাজসং চেন্দ্রিয় প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাশুচি ॥ চকারান্মন্নিবেদ্যন্তু নির্গুণমিতি স্বামি চরণানাং ব্যাখ্যানং। সাত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং মোহ দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং ॥ ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তূন্যপি প্রদর্শ্য নির্গুণস্য স্বভক্তস্য সম্যঙ্ নিস্ত্রৈগুণ্যতা সিদ্ধ্যর্থং নির্গুণয়ৈব ভক্ত্যা স্বস্মিন্ কথঞ্চিৎ স্থিতস্য ত্রৈগুণ্যস্য নির্জয়োঽপ্যুক্তস্তদনন্তর মৈব যথা—দ্রব্যং দেশস্তথাকালো জ্ঞানং কর্ম্মচ কারকঃ।

কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে উদপান বলে, এবং অতিবৃহৎ জলাশয়কে সংপ্লুতোদক বলে। একটী একটী কূপে স্নান, বস্ত্র প্রক্ষালন ইত্যাদি কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয় কিন্তু সংপ্লুতোদকে সমস্ত কার্য্যই সুন্দররূপে হইয়া থাকে। বেদ শাস্ত্রের এক দেশে এক একটী দেবতার বিষয় লিখিত হইয়া তদ্দ্বারা যে কার্য্য পাওয়া যায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বেদ বিচার করিলে এক মাত্র ভগবান যে আমি আমারই উপাসনা দ্বারা সমস্ত ফল লাভ করা যায়, এইরূপ বেদ তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণেরা স্থির করিয়াছেন। যাঁহাদের এক নিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহারা স্বভাবতই এক মাত্র ভগবদুপাসনাই করিয়া থাকেন। ৪৬।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭।

শ্রদ্ধাবস্থা কৃতিনিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্বএব হি। সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ। এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবে ন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ইতি। তস্মাদ্ভক্ত্যৈব নির্গুণয়া ত্রৈগুণ্যজয়োনান্যথা। অত্রাপ্যগ্রে কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ইতিপ্রশ্নে বক্ষ্যতে। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যাচ। চকারোঽত্রাবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বর মব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবত ইত্যেষা। ৪৫।

হন্ত কিং বক্তব্যং নিষ্কামস্য নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যস্যৈবারম্ভনমাত্রেঽপি নাশ প্রত্যবায়ৌ নস্তঃ। স্বল্পমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেঽপ্যুক্তমতাবাপি বক্ষ্যতে। নহ্যঙ্গো-পক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ইতি॥ কিন্তু সকামো ভক্তিযোগোঽপি ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিশব্দেনোচ্যত ইতি দৃষ্টান্তেনসাধয়তি যাবা-নিতি। উদপানে ইতি জাত্যা একবচনং উদপানেষু কূপেষু যাবানর্থ ইতি। কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্ম্মার্থকঃ কশ্চিৎ দন্তধাবনার্থকঃ কশ্চিদ্বস্ত্র ধাবনাদ্যর্থকঃ কশ্চিৎ কেশাদি মার্জ্জনার্থকঃ কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ কশ্চিৎ পানার্থকঃ ইত্যেবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈরুদপানেষু যাবানর্থঃ। যাবন্তি-প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে সরোবরেঽপি তাবানেবার্থঃ। তস্মিন্নেক-স্মিন্নেব শৌচাদি কর্ম্মসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ তত্তৎকূপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণ শ্রমেণ সরোবরেতু তংবিনৈব। তথা কূপেষু বিরসজলেন সরোবরেতু সুরসজলেনৈবেত্যপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিন প্রকার কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার। বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা এই দুইটী নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তদুভয় প্রতি তোমার যেন সঙ্গ অর্থাৎ অভিলাষ না হয়। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তুমি কর্ম্মকে সাবধানপূর্ব্বক আচরণ করিবে। কর্ম্ম তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্মও অমঙ্গলজনক। যাঁহারা কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা কর্ম্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলি-তেছি যে তুমি কাম্য কর্ম্মাশ্রয় করত কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা ভক্তি যোগ অবলম্বন করেন তাঁহাদের পক্ষে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীকৃত। ৪৭।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়! ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ।
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ! ।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ।

এবং সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তদ্দেবতারাধনেন যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্ত একস্য ভগবৎ আরাধনেন বিজানতো বিপ্রস্য। ব্রাহ্মণস্যেতি ব্রহ্মবেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ। বেদজ্ঞস্যেঽপি বেদতাৎপর্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ। যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে,—"ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিং। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্। দেবীং মায়াস্তু শ্রীকাম ইত্যাদ্যুক্ত্বা অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং" ইতি। মেঘাদ্যমিশ্রস্য সৌরকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং জ্ঞেয়ং। অত্র বহুভ্যো দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি সর্ব্বথা বহুবুদ্ধিত্বমেব। একস্মাদ্ভগবত এব সর্ব্বকামসিদ্ধিরিত্যংশেনৈক বুদ্ধিত্বাদেকবুদ্ধিত্বমেব বিষয় সাদৃশ্যাজ্‌জ্ঞেয়ং। ৪৬।

এবমেকমেবার্জ্জুনং স্বপ্রিয়সখং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানভক্তি কর্ম্মযোগানাচিখ্যাসু র্ভগবান্ জ্ঞানভক্তি যোগৌ প্রোচ্যতযোরর্জ্জুনস্যানধিকারং বিমৃশ্য নিষ্কামকর্ম্মযোগমাহ কর্ম্মণীতি। মা ফলেষ্বিতি ফলাকাঙ্ক্ষিণোঽপি অত্যন্তাশুদ্ধচিত্তো ভবতি। ত্বন্তু প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞায়তেঽতো বোচ্যসে ইতিভাবঃ। নন্বু কর্ম্মণি কৃতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ। মাকর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ফল কামনয়া হি কর্ম্মকুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি। ত্বন্তু তাদৃশো মা ভূরিত্যাশীর্ম্মাদীয়েত ইত্যর্থঃ। অকর্ম্মণি স্বধর্ম্মাকরণে বিকর্ম্মণি পাপে বা সঙ্গস্তব মাস্তু কিন্তু শ্রেষ এবাস্তু ইতি পুনরপ্যাশীর্দীয়ত ইতি। অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে—'ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে' ইত্যর্জ্জুনোক্তি দর্শনাদত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বোত্তর ব্যক্যানাং অবতারিকাভি র্নাতীব সঙ্গতিঃ বিবিৎসিতা ইতিজ্ঞেয়ং। কিন্তু ত্বদাজ্ঞায়াং সারথ্যাদৌ যথাহং তিষ্ঠামি তথা ত্বমপি মদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি কৃষ্ণার্জ্জুনয়ো র্মনোঽনুলাপোঽয়মত্রদ্রষ্টব্যঃ। ৪৭।

নিষ্কামকর্ম্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি যোগস্থইতি। তেন জয়াজয়য়োস্তুল্য বুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রাম

ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগস্থ হইয়া স্বধর্ম্ম বিহিত কর্ম্মাচরণ করণ কর্ম্মের ফল সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি তাহাকে যোগ বলে। ৪৮।

বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা ভক্তির অনুশীলন করত কাম্যকর্ম্ম দূর কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী তাহারা কৃপণ, অতএব বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর। ৪৯।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০।
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১।
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ ॥ ৫২।
শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩।

মেব স্বধর্ম্মং বুদ্ধিমিতি ভাবঃ। অয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগএব জ্ঞানযোগত্বেন পরিণমতীতি। জ্ঞানযোগোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তরগ্রন্থার্থতাৎপর্য্যাদ্যত্ৰজ্ঞেয়ঃ। ৪৯।

সকাম কর্ম্ম নিন্দতি দূরেণেতি। অবরমতিনিকৃষ্টং কাম্যং কর্ম্ম। বুদ্ধিযোগাৎ পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ। বুদ্ধৌ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, বুদ্ধিযোগো নিষ্কামকর্ম্মযোগী। ৪৯।

যোগায় উক্তলক্ষণায়। যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যতঃ কর্ম্মসু সকাম নিষ্কামেষু মধ্যে যোগএব উদাসীনত্বেন কর্ম্মকরণমেব। কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ। ৫০। ৫১।

এবং পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাসাৎ তব যোগে ভক্তিযোগঃ স্যাৎ যদেতি। তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতোঽতিশয়েন তরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রোতব্যেষ্বর্থেষু শ্রুতস্য শ্রুতেঽপ্যর্থেষু নির্ব্বেদং প্রাপ্স্যসি। অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনয়োর্নিবৃত্তত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশ বাক্যশ্রবণেন? সাম্প্রতং মে সাধনমেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্ব্বথোচিত ইতি মংস্যসে ইতিভাবঃ। ৫২।

বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল। অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য পাপকে এই সংসার অবস্থায় দূর কর। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত সকল কর্ম্মজাত ফল সমূহকে ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন। অতএব অনাময় পদ যে ভক্তদিগের চরম অবস্থা তাহা লাভ করেন। ৫০, ৫১।

এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ৫২।

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানা প্রকার অর্থদ্বারা আর বিচলিত হইবেনা, তখন সহজ সমাধিতে অচলা হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করিবে। ৫৩।

অর্জ্জুনউবাচ।

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদাকামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫।

ততশ্চ শ্রুতিষু নানা লৌকিক বৈদিকার্থশ্রবণেষু বিপ্রতিপন্না অসম্ভাবনা বিরক্তেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ নিশ্চলা তেষু তেষ্বর্থেষু চলিতুং বিমুখীভূতেত্যর্থঃ। কিন্তু সমাধৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ লক্ষণে অচলা স্থৈর্য্যবতী। তদা যোগমপরোক্ষানুভব প্রাপ্স্যসি জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ। ৫৩।

সমাধাবচলা বুদ্ধিরিত্যুক্তম্ তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পৃচ্ছতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্যেতি। কা ভাষা ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা লক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থিতস্যেতি অস্যার্থঃ। এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞইতি সমাধিস্থইতি জীবন্মুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ং। কিং প্রভাষেতেতি সুখদুঃখয়োর্মানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োর্বা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত স্পষ্টং মনগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ। কিমাসীত তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলাভাবঃ কীদৃশঃ? ব্রজেত কিং তেষু চলনং বা কীদৃশমিতি। ৫৪।

চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরমাহ প্রজহাতীতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। সর্ব্বানিতি কাম্মির-পার্থে যস্য কিঞ্চিন্মাত্রোঽপিনাভিলাষইত্যর্থঃ। মনোগতানিতি কামানাংমনোধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগে যোগ্যতা দর্শিতা। যদি তেত্মাধর্ম্মাঃ স্যুস্তদাত্যক্তুমশক্যেরন্ বহ্নেরৌষ্ণবদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি প্রাপ্তে য আত্মা আনন্দরূপস্তেন তুষ্টঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—যদা সর্ব্বেপ্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্যহৃদিস্থিতাঃ। অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতেইতি। ৫৫।

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় কহিলেন হে কেশব! স্থিত প্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? এবং সেই স্থিত প্রজ্ঞ, সমাধিস্থ বা জীবন্মুক্ত পুরুষগণ মানাপমান স্তুতিনিন্দা স্নেহদ্বেষ উপস্থিত হইলে কি বলেন এবং বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে কি রূপ আচরণ করেন সে সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করি। ৫৪।

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! যে সময়ে জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মার অর্থাৎ প্রত্যাহৃত মনে আনন্দ স্বরূপ আত্মার স্বরূপ দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলি। ৫৫।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬।
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭।

কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাং। দুঃখেষু ক্ষুৎ পিপাসা জ্বর শিরো রোগাদিষ্বাধ্যাত্মিকেষু, সর্পব্যাঘ্রাদ্যুত্থিতেষ্বাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেষ্বাধিদৈবিকেষু, উপস্থিতেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিৎ পৃষ্টঃ সন্ স্পষ্টং ব্রুবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ। তস্য তাদৃশ মুখবিক্রিয়াভাব এবানুদ্বেগলিঙ্গং সুধিয়াগম্যং। কৃত্রিমানুদ্বেগলিঙ্গবাংস্তু কপটী সুধিয়া পরিচিতো ভবেদেবোচ্যতে ইতিভাবঃ। এবং সুখেষূপস্থিতেষু বিগতস্পৃহইতি প্রারব্ধমিদমবশ্য ভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টং ব্রুবাণস্য তস্য সুখস্পৃহারাহিত্যলিঙ্গং সুধিয়াগম্যমেবেতিভাবঃ। তত্তল্লিঙ্গমেব স্পষ্টয়িতুং দর্শয়তি।— বীতো বিগতো রাগোঽনুরাগঃ সুখেষু। বীতং ভয়ং স্বভোক্তৃভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যঃবীতঃ ক্রোধঃ স্বহন্তৃষু বন্ধুজনেষু যস্য সঃ। যথৈবাদি ভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদ চিকীর্ষো বৃষলরাজাৎ নভয়ং নাপিতত্র ক্রোধোঽভূদিতি। ৫৬।

অনভিস্নেহঃ সোপাধি স্নেহশূন্যঃ দয়ালুত্বান্নিরুপাধিরীষন্মাত্রস্নেহস্তু তিষ্ঠেদেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং সংমান ভোজনাদিভ্যঃ স্বপরিচরণং শুভংপ্রাপ্য অশুভমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্যক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি। ত্বং ধার্ম্মিকঃ পরমহংসসেবী সুখীভবেতি নব্রূতে। নদ্বেষ্টিত্বং পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি। তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতিস্থিতা, সুস্থিত প্রজ্ঞা উচ্যতে ইত্যর্থঃ। ৫৭।

কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সংহরতে। স্বাধীনানাং ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনং নিবিধ্যান্তরেব নিশ্চলতয়াস্থাপনং

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞ। ৫৬।

তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি সমস্ত জড় বিষয়ে স্নেহ শূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ দ্বেষ করেন না। শরীর যে পর্য্যন্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত জড় ও জড়সম্বন্ধীয় লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেই সকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিত হইয়া থাকে। ৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮।
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯।
যততোহ্যপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০।

স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্ম্মোঽঙ্গানি মুখনেত্রাদীনি যথা স্বান্তরে স্বেচ্ছয়া স্থাপয়তি। ৫৮।

ননু মূঢ়স্যাপ্যুপবাসতো রোগাদিবশাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বচলনং সম্ভবেত্তত্রাহ বিষয়া ইতি। রসবর্জ্জং রসোরাগঃ অভিলাষস্তং বর্জ্জয়িত্বা অভিলাষস্তু বিষয়েষু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যবিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না। বুদ্ধির অনুজ্ঞা মত কার্য্য করে। কূর্ম্ম যে রূপ অঙ্গ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিত প্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয়। ৫৮।

দেহ বিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায় সে অত্যন্ত মূঢ় লোক সম্বন্ধীয় বিধান। অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা ঐ প্রকার লোক সম্বন্ধীয় বিধি। কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সে বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, জীবের রাগ মার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে। ৫৯।

কেননা যাঁহারা বিধি মার্গ দ্বারা জড়ীয় চিত্তকে রাগ রহিত করিবার যত্ন করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয় সকল মনকে বিষয়ে সময়ে সময়ে নিক্ষিপ্ত করে। রাগমার্গে সে রূপ পতনের আশঙ্কা নাই। ৬০।

তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১।
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩।

অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যতু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা বিষয়েঽভিলাষো নিবর্ত্তত ইতি ন লক্ষণ ব্যভিচারঃ। আত্মসাক্ষাৎকার সমর্থস্যতু সাধকত্বমেব নতু সিদ্ধত্বমিতিভাবঃ। ৫৯।

সাধকাবস্থায়ান্ত যত্নএব মহান ন হি ইন্দ্রিয়াণি পরাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বথাশক্তি রিত্যাহ যততইতি প্রমাথীনি প্রমথন শীলানি ক্ষোভকরাণীত্যর্থঃ। ৬০।

মৎপরো মদ্ভক্ত ইতি মদ্ভক্তিং বিনা নৈবেন্দ্রিয়জয় ইত্যগ্রিম গ্রন্থেঽপি সর্ব্বত্রদ্রষ্টব্যং যদুক্তমুদ্ধবেন:—'প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনোমনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহ কর্ষিতাঃ। অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাশ্রয়েরন্নিতি। বশেহীতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়াণি বশীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ। ৬১।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকারএব বাহ্যেন্দ্রিয়বশীকার কারণং সর্ব্বং মনোবশীকারাভাবেতু মহৎস্যাত্তৎ শৃণ্বিত্যাহ ধ্যায়তইতি। সঙ্গ আসক্তিঃ আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামোঽভিলাষঃ কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাবঃ। তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থস্য স্মৃতিনাশঃ তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সম্যগ্ব্যবসায়স্য নাশঃ ততঃ প্রণশ্যতি সংসারকূপে পততি। ৬২। ৬৩।

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্ত বৈরাগ্যরূপ যোগ মার্গ স্থিত পুরুষ আমার প্রতি উত্তমাভক্তি আচরণ করত ইন্দ্রিয় সকলকে যথা স্থানে নিয়মিত করেন। অতএব তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬১।

পক্ষান্তরে বিধি মার্গ গত ফল্গু বৈরাগ্য যোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয় ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বিধি-মার্গ-গত ফল্গু বৈরাগ্য যোগের অনেক স্থলে এরূপ গতি, অতএব ঐ যোগ সর্ব্বদা বিঘ্নযুক্ত। ৬২, ৬৩।

রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ।
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ।
নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ।

মানসবিষয় গ্রহণাভাবে সতি স্ববশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈ বিষয় গ্রহণেঽপি ন দোষ ইতি বদন্ স্থিত-প্রজ্ঞো ব্রজেত কিং ইত্যস্যোত্তরমাহ রাগেতি। বিধেয়ো বচনেস্থিত আত্মা মনোযস্য সঃ। বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনেস্থিত আশ্রব। বশ্যঃ প্রণেয়ো নিভৃত বিনীত প্রসৃতাঃ সমাইত্যমরঃ। প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যেতাদৃশস্যাধিকারিণঃ বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রত্যুত গুণএবেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারাভাব আসন ব্রজনে তে উভে অপি তস্য ভদ্রে ইতিভাবঃ। বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে সর্ব্বতঃ ভাবেন স্বাভীষ্টংপ্রতিস্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভা-বাদপি সমুচিত বিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্ন চেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যে-বেতি জ্ঞেয়ং। তয়া বিনা তু নচিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথম স্কন্ধেএব প্রপঞ্চিতং। কৃত বেদান্তশাস্ত্র-স্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টয়া ভক্ত্যৈব চিত্ত প্রসাদদৃষ্টেঃ। ৬৪ ।৬৫ ।

উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়য়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃত মনসো বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি। অযুক্তস্য তাদৃশ প্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বর ধ্যানঞ্চ। অভাবয়তঃ অকৃত ধ্যানস্য শান্তি বি ষয়োপরামো নাস্তি। অশান্তস্য সুখং আত্মানন্দো ন। ৬৬।

অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তীত্যুপপাদয়তি। ইন্দ্রিয়াণাং স্ব স্ববিষয়েষু চরতাং মধ্যে যন্মন এক-

---

যুক্ত বৈরাগ্য যোগ অবলম্বন করিলে স্থিত প্রজ্ঞা দ্বারা রাগ দ্বেষ ত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথা যোগ্য সমস্ত জড় বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্ত প্রসাদ লাভ করেন। চিত্ত প্রসাদ অর্থাৎ ভক্তি উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয়। ভক্তগণের বুদ্ধি সর্ব্ব-তোভাবে স্বীয় অভীষ্ট প্রতি স্থির থাকে। ৬৪, ৬৫।

আর দেখ যাহাদের পরম রস ধ্যান নাই তাহাদের নিকৃষ্ট রস হইতে শান্তি কি রূপে হইতে পারে? অশান্ত ব্যক্তির বা পরম সুখ কি রূপে লাভ হয়? অতএব অযুক্ত লোকের বুদ্ধি এবং পরম রস ভাবনা রূপ ভগবদ্ধ্যান কখনই সম্ভব হয় না। ৬৬।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭।
তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮।
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাংজাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥ ৬৯।

মিন্দ্রিয়ং অনুবিধীয়তে। পুংসা সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুবর্ত্তিঃ ক্রিয়তে তদেব মনঃ অস্যপ্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি। যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকূলো বায়ুঃ। ৬৭।

যস্য নিগৃহীত মনসঃ হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রূন্ নিগৃহ্নাসি তথা মনোঽপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ। ৬৮।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃ সিদ্ধএব সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি। বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয় প্রবণা চ। তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বভূতানাং নিশা। নিশায়াং কিং কিংস্যাদিতি তস্যাং স্বপন্তোঽজনাঃ যথা ন জানন্তি তথৈবাত্ম প্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্তু সর্ব্বভূতানি ন জানন্তি। কিন্তু তস্যাং সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞোজাগর্ত্তি নতু স্বপিত্যতঃ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানন্দং সাক্ষাদনুভবতি। যস্যাং বিষয় প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি তস্মিঃ বিষয়সুখ-

---

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যে রূপ অস্থির করে সেই রূপ ইন্দ্রিয়ে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়ানুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত লোকের প্রজ্ঞাকে হরণ করে। ৬৭।

অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্ত বৈরাগ্য যোগ দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। ৬৮।

হে অর্জ্জুন! বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ আত্ম প্রবণা ও বিষয় প্রবণা। আত্ম প্রবণা বুদ্ধি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রি বিশেষ। জড়মুগ্ধ জীব সকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্যমান বস্তু জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেইরাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধি নিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয় প্রবণা বুদ্ধিতে জড় মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠ বিষয় শোক মোহাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিত প্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রি বিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারী লোকের সুখ দুঃখ প্রদ বিষয় সকল ঔদাসীন্যভাবে দেখিতে দেখিতে স্বভোগ্য বিষয় সকল যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন। ৬৯।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ।

শোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবন্তি নতু তত্র স্বপন্তি । সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা তন্নিষ্ঠং কিমপি-নানুভবতীত্যর্থঃ । কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখ প্রদান্ বিষয়ান্ তত্রোদাসীন্যেনা-বলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নির্লেপমাদদানস্যেত্যর্থঃ । ৬৯ ।

বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নির্লেপত্বেত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি । যথা বর্ষাসু ইতস্ততো নাদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি কীদৃশং আ ঈষদপি অপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যদ্ভিঃ পূরয়িতুং নশক্যং অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদং তদ্বদেব কামা বিষয়া যং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি । যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশেবা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে এবমেব যঃ কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এবস্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ । শান্তিং জ্ঞানং । ৭০ ।

কশ্চিত্তু কামেষবিশ্বসন্ নৈতান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যাহ বিহায়েতি নিরহঙ্কারো নির্মম ইতি দেহ দৈহিকেষহন্তা মমতাশূন্যঃ । ৭১ ।

কাম কামী কখনই শান্তি লাভ করে না । অন্যান্য জল যে রূপ অপূর্য্যমান সমুদ্রতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কাম সকল সেই স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহাব ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না । অতএব তিনিই শান্তিলাভ করেন । ৭০ ।

কাম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন তিনি শান্তি লাভ করেন । ৭১ ।

এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । হে পার্থ ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না । অন্তকালে খট্বাঙ্গ রাজার ন্যায় ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয় । ব্রহ্ম প্রাপিকা স্থিতিকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । ব্রহ্মপ্রাপক জড় মুক্তিকে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বলে । জড়ের

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপসংহরন্তি এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি কিং পুনরাবাল্যাৎ। ৭২।

জ্ঞানং কর্ম্মচ বিস্পষ্টং অস্পষ্টং ভক্তিমুক্তবান।
অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্রমুচ্যতে॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম। সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত রস লাভ হয়। ৭২।

এই অধ্যায়কে গীতা সূত্র বলা যায় যে হেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান ও অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎকর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন!

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব! ॥ ১।

নিষ্কামমর্পিতং কর্ম্ম তৃতীয়েতু প্রপঞ্চ্যতে।

কাম ক্রোধ জিগীষাযাং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে।

পূর্ব্ববাক্যেষু জ্ঞানযোগং নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্য প্রাপকস্য গুণাতীত ভক্তিযোগস্য উৎকর্ষমাকলয্য তত্রৈব স্বৌৎসুক্যমভিব্যঞ্জযন স্বধর্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্ত্তকং ভগবন্তং সখ্যভাবেনোপালভতে। জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধির্ব্যবসাযাত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ। ঘোরে যুদ্ধরূপে কর্ম্মণি কিং নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি। হে জনার্দ্দন, জনান্ স্বজনান্ স্বাজ্ঞয়া পীড়য়সীত্যর্থঃ। নচ তবাজ্ঞা কেনাপ্যন্যথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব, কোব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ তাবপি বয়সে বশীকরোষি। ১।

ভোবয়স্য অর্জ্জুন! সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক যদৈকান্তিক মহাভক্ত কৃপৈক লভ্যত্বাৎ পুরুষোদ্যমসাধ্যা নভবতি। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভূয়াইত্যাশীর্ব্বাদ এবদত্তঃ। সচ যদা ফলিষ্যতি তদাতাদৃশ যাদৃচ্ছিকৈকান্তিক ভক্তকৃপযা প্রাপ্তামপি লপ্স্যসে। সাম্প্রতন্তু কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তেইতি ময়োক্তমেবেতি চেৎসত্যং তর্হি কর্ম্মৈব নিশ্চিত্য কথং ন ব্রূষে কিমিতি সন্দেহসিন্ধৌ মাং ক্ষিপসীত্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি। বিশেষত আসম্যক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং যত্র তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি। তথাহি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইতুক্ত্বাপি "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলমিতি।" সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে। যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি। যদা তে মোহ-

---

হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্মাদি অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তি বিষয়িনী বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি জন্য আমাকে ঘোর যুদ্ধরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ? ১।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াং॥ ২।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ!
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং॥ ৩।

কলিলমিত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি। কিঞ্চাত্রেব শব্দেন ত্বদ্বাক্যস্য বস্তুতোনাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং নাপি কৃপালোস্তব মম্মোহনেচ্ছা, নাপি মম তত্ত্বদর্থানভিজ্ঞত্বং কিন্তু স্পষ্টীকৃত্যৈব তবকথনমুচিতমিতিভাবঃ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—রাজসাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সাত্ত্বিকং কর্ম্মশ্রেষ্ঠং তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং তচ্চ সাত্ত্বিকমেব। নির্গুণাভক্তিশ্চ তস্মাদতি শ্রেষ্ঠৈব। তত্র সা যদি ময়ি নসম্ভবেদিতি ক্রষে, তদা সাত্ত্বিকংজ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ। ততএব দুঃখময়াৎ সংসারবন্ধনান্মুক্তো ভবেয়মিতি। ২।

তুমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবা মাত্র পরস্পর অমিলিতার্থবোধক বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থলে তুমি ভক্ত কৃপালভ্য নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্ম্মাধিকার প্রকাশ করত আমাকে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা করিলে। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে রাজস কর্ম্ম হইতে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানও সাত্ত্বিক্ কর্ম্ম বিশেষ। যদি আমার নির্গুণ ভক্তি লাভের অধিকার না হইয়া থাকে, তবে আমাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষা দেও। সেই জ্ঞান দ্বারা আমি সংসার বন্ধ মুক্ত হই। কর্ম্মাধিকারীকে কর্ম্মই শিক্ষা দেওয়া ভাল। অতএব নিশ্চিত বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান কর। ২।

ভগবান কহিলেন, আমি যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে সাংখ্য যোগ ও কর্ম্ম যোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়। ভক্তি যোগ ব্যতীত মোক্ষ সাধনোপায় আর কিছুই নয়। সেই ভক্তি যোগ সাধন বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়। তাহাদের সাংখ্যজ্ঞান যোগ দ্বারা নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম্ম যোগ নিষ্ঠা তাহা তাহাদের আদরণীয় নয়। তাহারা সাংখ্য যোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তি যোগে অধিরূঢ় হয়। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান

न কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

অত্রোত্তরং যদি ময়া পরস্পর নিরপেক্ষাবেব মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ স্যাতাং তদা তদেকং বদ নিশ্চিত্য ইতি ত্বৎপ্রশ্নঃ ঘটতে। যদাতু কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞান নিষ্ঠাবস্থেন যদ্দ্বৈবিধ্যমুক্তং তৎখলু পূর্ব্বোত্তর দশাভেদাদেব। নতু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারি দ্বৈধমিত্যাহলোকে ইতি দ্বাভ্যাং। দ্বিবিধা দ্বিঃপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্মর্য্যাদা ইত্যর্থঃ। পুরা প্রোক্তা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিতা। তামেবাহ সাংখ্যানাং সাংখ্যং জ্ঞানং তদ্বতাং। তেষাং শুদ্ধান্তঃ করণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা। অত্র লোকে তে জ্ঞানিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ। তানি সর্ব্বাণিসংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা। তথা শুদ্ধান্তঃকরণত্বাভাবেন জ্ঞানভূমিকামধিরোঢ়ুমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্ম্মযোগেন মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মণা নিষ্ঠামর্য্যাদাস্থাপিতা। তে খলু কর্ম্মিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য নবিদ্যতে ইত্যাদিনা। তেন কর্ম্মিণো জ্ঞানিন ইতি নাম মাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যং। বস্তুতস্তুকর্ম্মিণএব কর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি জ্ঞানিনএব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্য সমুদায়ার্থইতিভাবঃ। ৩।

চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ নেতি। শাস্ত্রীযকর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং প্রাপ্নোতি নচাশুদ্ধচিত্তঃ—সংন্যসনাৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মত্যাগাৎ। ৪।

কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃত সংন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মপরিত্যজ্য ব্যাবহারিকে কর্ম্মণি নিমজ্জতীত্যাহ নহীতি। নহু সংন্যাস এব তস্য বৈদিক লৌকিক কর্ম্ম প্রবৃত্তি বিরোধী তত্রাহ কার্য্যত ইতি। অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ। ৫।

ভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক অবশেষে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ করে। বস্তুত ভক্তি ভূমি লাভ করিবার যে সোপান তাহা একই মাত্র। আরোহীদিগের অবস্থা ক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয়। ৩।

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ জ্ঞান লব্ধ হয় না। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ চিত্ত পুরুষ কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিবে? ৪।

অশুদ্ধ চিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি সিদ্ধ গুণ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্ম সকল করিতে থাকে। অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট চিত্ত শোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। ৫।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ ৬।
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন!
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭।
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮।

নন্থ তাদৃশোঽপি সংন্যাসী কশ্চিৎ কশ্চিদিন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃশ্যতে তত্রাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। বাক্‌পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে স মিথ্যাচারো দাম্ভিকঃ। ৬।

এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থস্তু শ্রেষ্ঠইত্যাহ যস্ত্বিতি। কর্ম্মযোগঃ শাস্ত্রবিহিতং। অসক্তোঽফলাকাঙ্ক্ষীবিশিষ্যতে। অসম্ভাবিত প্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্ট ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। ৭।

তস্মাত্ত্বং নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি, অকর্ম্মণঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং। সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীর নির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ। ৮।

নন্থ তর্হি কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুরিতিস্মৃতেঃ কর্ম্মণিকৃতে বন্ধঃস্যাদিতি চেন্ন। পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম ন বন্ধকমিত্যাহ যজ্ঞার্থাদিতি। বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম্মএব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যৎকর্ম্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ংলোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশ ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম সমাচর। নন্থ বিষ্ণ্বর্পিতোঽপিধর্ম্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেৎ বন্ধকো

চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়। ৬।

যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহস্থ ধর্ম্মে কর্ম্ম যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে অশক্ত হইলেও মিথ্যাচারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে হেতু আপাততঃ অশক্ত হইলেও কর্ম্ম যোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক শক্ত হইবেন। ৭।

অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা যখন শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব কাম্য কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান ভূমি অতিক্রম করত নির্গুণ ভক্তি লাভ করিবে। ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯।
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০।
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১।

ভবত্যেব ইত্যাহ। মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং— 'স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কামউদ্ধব। ন যাতি স্বর্গ নরকৌ যদ্যন্যংনসমাচরেৎ। অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতীতি ।।" ৯।

তদেব অশুদ্ধচিত্তো নিষ্কামং কর্ম্মৈব কুর্য্যাৎ নতু সন্ন্যাসং ইত্যুক্তং। ইদানীং যদিচ নিষ্কামোঽপি ভবিতুং ন শক্নুয়াৎ তদাসকামমপি ধর্ম্মং বিষ্ণ্বর্পিতং কুর্য্যাৎ নতু কর্ম্মত্যাগমিত্যাহ সহেতি সপ্তভিঃ। যজ্ঞেন সহিতাঃ সহযজ্ঞাঃ বোপসর্জ্জনস্যেতি সহস্যসাদেশাভাবঃ। পুরা

ভগবদর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায় তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সে সমুদায়ই কর্ম্ম বন্ধন বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্ম্ম আচরণ কর। কামনা উদ্দেশে ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধন হেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম্ম কর। এবম্বিধ কর্ম্ম, ভক্তি যোগের সাধক স্বরূপ হইয়া, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করত নির্গুণ ভক্তি লাভ করাইবে। ৯।

অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম সন্ন্যাস তাহার পক্ষে শ্রেয় নয়। যদি নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয় তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করিবেন। কোন মতেই কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে বরণ করিবেন না। ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা-গণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান করুন। ১০।

এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন। দেবতা সকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্ট ফল দান দ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। ১১।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যোভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২।
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘংপাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩।

বিকৰ্পিত ধৰ্ম্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা উবাচ অনেন ধর্ম্মেণ প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবোবৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতি বৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তাসাং সকামত্বমাভিলক্ষ্যাহ এষযজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। ১০।

কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞঃ ভবেত্তত্রাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবয়ত ভাবযতঃ কুরুত। ভাব প্রীতিস্তদ্যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। তে দেবা অপি বঃ প্রীণয়ন্তু। ১১।

এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। তৈর্দত্তান্ বৃষ্ট্যাদি দ্বারেণান্নাদীন্ উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ। এভ্যোদেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে সতু চৌর এব। ১২।

বিশ্বেদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্টমন্নং যে অশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃত্যুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভীচ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং নবিন্দতি।" ১৩।

জগচ্চক্র প্রবৃত্তি হেতুত্বাদপি যজ্ঞং কুর্য্যাদেবেত্যাহ। অন্নাদ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নং। অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ প্রাণিশরীর সিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য-হেতুঃ পর্জন্যঃ বৃষ্টিভিরেবান্নসিদ্ধেঃ। তস্যপর্জন্যস্য হেতুর্যজ্ঞঃ। লৌকিকঃ কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিত বৃষ্টিপ্রদমেঘসিদ্ধেঃ। তস্যযজ্ঞস্যহেতুঃ কর্ম্ম; ঋত্বিক্ যজমান ব্যাপারাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণএব যজ্ঞসিদ্ধেঃ। তস্য কর্ম্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ। বেদোক্ত বিধিবাক্যশ্রবণাদেব যজ্ঞং প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ। তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম। ব্রহ্মতএব বেদোৎপত্তেঃ। তথাচ-শ্রুতিঃ—"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথার্ব্বাঙ্গিরস ইতি।" তস্মাৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ।

পঞ্চ মহা যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদিদ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চৌর স্বরূপ দোষ ভাক্ হইয়া থাকেন। ১২।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা উদ্যম জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে তাহারা পাপাচরণপূর্ব্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে। ১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ।
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি ॥ ১৬ ।

অত্র যদ্যপি কার্য্যকারণভাবেনান্নাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ পদার্থা উক্তাস্তদপি তেষু মধ্যে যজ্ঞএব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি। সএব প্রস্তুতঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃপ্রজাঃ" ইতি স্মৃতেঃ। ১৪। ১৫।

এতদননুষ্ঠানে প্রত্যবায়মাহ এবমিতি। চক্রং পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাবেন প্রবর্ত্তিতং। যজ্ঞাৎ-পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নং অন্নাৎ পুরুষঃ পুরুষাৎ পুনর্যজ্ঞো যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন ন পরিবর্ত্তয়তি স অঘায়ুঃ পাপব্যাপ্তায়ুঃ। কো নরকে ন মজ্জ্যতি ইতি ভাবঃ। ১৬।

অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম যে বেদ তাহা উৎপন্ন। অত-এব জগচ্চক্র প্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন। ১৪, ১৫।

হে পার্থ! কাম্যকর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্র প্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয় সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে ভগবদর্পিত নিকাম কর্ম্মযোগে পাপ পুণ্যের অধিকার নাই। কেননা সেই পন্থা নির্গুণ ভক্তি লাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায় নাশরূপ চিত্তশুদ্ধি অনায়াস-লভ্য। যে সকল ব্যক্তি ভগবদর্পিত নিকাম কর্ম্মযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বশীভূত অতএব পাপ-রত। তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সংকোচ করিবার জন্য পুণ্য কর্ম্মই এক মাত্র উপায়। পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞ ব্যবস্থাই ধর্ম্ম অথবা পুণ্য কর্ম্ম। যাহাতে সমষ্টি জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭।
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

তদেবং নিষ্কামত্বাসামর্থ্যে সকামোঽপি কর্ম্ম কুর্য্যাদেবেত্যুক্তং। যস্তু শুদ্ধান্তঃ করণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ঃ স তু নিত্যং কাম্যঞ্চ ন করোতীত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং। আত্মরতিঃ আত্মারামঃ যত আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। নত্বাত্মনি নির্বৃতো বহির্বিষয়ভোগেঽপি কিঞ্চিন্নির্বৃতো ভবতু তত্র নৈবেত্যাহ আত্মন্যেব। নতু বহির্বিষয়ভোগে তস্যকার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্মনাস্তি। ১৭।

পত্তি সৃষ্টি-রূপে সাধিত হয় তাহাই পুণ্য। পুণ্য ব্যবস্থা দ্বারা পঞ্চসূনা প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপ সকল নষ্ট হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষা পূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাঙ্গ হইয়া পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। যে সকল অলক্ষিত বিধি দ্বারা জগন্মঙ্গল রূপ ফলের উৎপত্তি হয় তাহারা ভগবৎ শক্তি-জাত দেবতা বিশেষ। সেই বিধি-রূপ দেবতা দিগকে প্রীত করিয়া তাহাদের অনুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকেনা। ইহাকেই কর্ম্ম চক্র বলে। এই রূপ দেবতা পূজার দ্বারা যে কর্ম্ম স্বীকার, তাহাকে ভগবদর্পিত কাম্য কর্ম্ম বলে। সেই বিধি সকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা কেবল নৈতিক, বিষ্ণ্বর্পিত কর্ম্মাচারী নয়। অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত কাম্য কর্ম্মাচার করা তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গল জনক। ১৬।

এবম্ভূত কর্ম্ম চক্রে বর্ত্তমান জীব সকল কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরতি অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম তত্ত্বকে পৃথককৃরূপে বিবেচনা করিতে সক্ষম হইয়া আত্ম বস্তুতেই রত, তিনি আত্ম তৃপ্ত এবং আত্ম বস্তুতেই সন্তুষ্ট। তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করেননা। কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপ শান্তিকে অনুসন্ধান করেন। অতএব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য ও কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। এই জন্য তাঁহার কর্ম্মকে কর্ম্মনামে অভিহিত করা যায়না। তাঁহার কর্ম্মসকলকে অবস্থা ভেদে জ্ঞান নয় ভক্তি বলা যায়। ১৭।

আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অর্থ পুণ্য এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য পাপ সম্ভব হয় না। আব্রহ্ম স্থাবর পর্য্যন্ত ভূত সকলের মধ্যে

ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ।
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তু মর্হসি ॥ ২০ ।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ।

কৃতেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণানার্থঃ ন ফলং। অকৃতেন কশ্চন প্রত্যবায়োঽপি ন। যস্মাদস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদি স্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় সপ্রয়োজনার্থং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো নভবতি। পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে। যথা বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং। জ্ঞানবৈরাগ্য বীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। ইতি। তথা যদপাশ্রয়শ্রয়াঃ শুধ্যন্তীতি সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ইত্যাদাবপ্যপেত্যুপসর্গস্যানধিকার্থত্বং দৃষ্টং। ১৮।

তস্মাত্তব জ্ঞান ভূমিকা রোহণে নাস্তি যোগ্যতা। কাম্যকর্ম্মণি তু সদ্বিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ। তস্মান্নিষ্কাম কর্ম্মৈব বুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। কার্য্যংবশ্য কর্ত্তব্য এন বিহিতং পরং মোক্ষং। ১৯।

অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণেতি। যদি বা ত্বং আত্মনং জ্ঞানাধিকারিণং মন্যসে তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণার্থং কর্ম্ম্যে বুর্ব্বিত্যাহ লোকেতি। ২০।

লোকসংগ্রহ প্রকারমেবাহ যদ যদিতি। ২১।

যে সকল স্বার্থ আছে তাহা তাঁহার আশ্রয়ণীয় নয়। আত্মরতি দ্বারা সংতৃপ্ত হইয়া তাঁহার পাপ পুণ্যের উদ্দেশ থাকে না। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা যাহা না করেন সমস্তই মঙ্গলময়। ১৮।

কর্ম্ম ফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান কর যেহেতু অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ আর কিছুই নয় কেবল কর্ম্ম সকলের চরম পরিপাক অবস্থায় যে পরমাভক্তি তাহাই মাত্র। ১৯।

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার্থেও তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও। ২০।

শ্রেষ্ঠ লোকে যে রূপ আচরণ করিয়া থাকেন অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ।
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত !
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ।

অত্রাহমেব দৃষ্টান্তইত্যাহ ত্রিভিঃ। ২২।

অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ। ২৩।

উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশেরন্। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং এবমহমেব প্রজা হন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাং। ২৪।

তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। ২৫।

অয়ং কর্ম্মজড়িমা ত্বং কর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানাভ্যাসেনাহমিব কৃতার্থী ভবেতি বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্ম্মসঙ্গিনামশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন কর্ম্মস্বেবাসক্তিমতাং। কিন্তু স্বয়ং কৃতার্থী ভবিষ্যন্ নিষ্কাম কর্ম্মৈব কুর্ব্বিতি কর্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারয়েৎ। অত্রকর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেৎ। ননু "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্নবক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥" ইত্যজিত বাক্যৈর্বিরুধ্যতে, সত্যং। তৎখলু ভক্ত্যুপদেষ্টৃক-বিষয়ং ইদন্তু জ্ঞানোপদেষ্টৃক বিষয়মিত্যবিরোধঃ। জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ তচ্ছু

হে পার্থ ! আমি পরমেশ্বর, আমার এই ত্রিলোক মধ্যে কিছু কর্ত্তব্য নাই। তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি। ২২।

অতন্দ্রিত হইয়া যদি আমি কর্ম্মত্যাগ করি তবে মর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্মত্যাগ করিবে। ২৩।

আমি কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার আজ্ঞা বিধি সাঙ্কর্য্য উৎপত্তি হইলে, সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে। ২৪।

অতএব লোক সংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্তভাবে সেইরূপ কার্য্য করুন, যেমত অবিদ্বান্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন। অতএব বিদ্বান ও অবিদ্বানের কর্ম্মের প্রকার পৃথক্ নয়, কেবল তাহাদের আসক্তি ও অনাসক্তি সম্বন্ধীয় নিষ্ঠা পৃথক, ইহাই জানিবে। ২৫।

न বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬।
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭।

দ্ধেস্তু নিষ্কামকর্ম্মাধীনত্বাৎ। ভক্তেস্তু স্বতঃপ্রাবল্যাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তানপেক্ষত্বাৎ। যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াৎ তদা কর্ম্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ ভক্তৌশ্রদ্ধাবতোং কর্ম্মানধিকারাৎ। 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেতযাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।' ইতি। 'ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ।" ইতি। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি। 'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি' ইত্যাদি বচনেভ্যইতি বিবেচনীয়ং। ২৬।

নমু যদি বিদ্বানপি কর্ম্মকুর্য্যাত্তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য তয়োর্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং। প্রকৃতের্গুণৈর্গুণকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে। ২৭।

গুণকর্ম্মণো র্যৌ বিভাগৌ তয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি সঃ। তত্র গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। কর্ম্মবিভাগঃ সত্ত্বাদিকার্য্যভেদা দেবতেন্দ্রিয বিষয়াঃ। তয়োস্তত্ত্বং স্বরূপংতজ্জ্ঞস্তু গুণাঃ

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান তাহা যিনি না জানেন তিনি অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মের অবান্তর ফলরূপ ইতর কামকে স্বীকার করেন, অতএব তিনি কর্ম্মসঙ্গী। অজ্ঞ ও কর্ম্মসঙ্গী পুরুষকে তাৎপর্য্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত আগ্রহতা প্রকাশ করে না। অতএব তাহাকে কর্ম্ম জড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ সহকারে স্বয়ং কর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তাহাকে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাহার বুদ্ধি ভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না। জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি সম্বন্ধে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচার করিব। ২৬।

বিদ্বান ও অবিদ্বানের ভেদ বলি শ্রবণ কর। অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ। ২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮ ।
প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯ ।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

দেবতা প্রযোজ্যানীন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণেষু রূপাদিষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। অহন্তু ন গুণঃ, নাপি গুণকার্য্যঃ। কোপি, নাপি গুণেষু গুণকার্য্যেষু তেষু কোঽপি মে সম্বন্ধঃ ইতিমত্বা বিদ্বাংস্তু ন সজ্জতে। ২৮।

ননু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্য্যেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাস্তর্হি সম্বন্ধাস্তু হি কথং তে বিষয়েষু সজ্জন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সংমূঢ়াস্তদাবেশাৎ প্রাপ্তসংমোহাঃ যথা ভূতাবিষ্টো-মনুষ্য আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে। অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেষু বিষয়েষু সজ্জন্তে। তান কৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিদ্ সর্ব্বজ্ঞঃ। ন বিচালয়েৎ ত্বং গুণেভ্যঃ পৃথগ্ভূতো জীবঃ নতু গুণ ইতি বিচারং প্রাপয়িতুং ন যতত। কিন্তু গুণাবেশনির্ব্বর্ত্তকং নিষ্কামকর্ম্মৈব কারয়েৎ। নহি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যস্তুং ন ভূতঃ। কিন্তু মনুষ্যএবেতি শতকৃত্বোপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্য মাপদ্যতে কিন্তু তন্নিবর্ত্তকৌষধ মণিমন্ত্রাদি-প্রয়োগেণৈবেতি ভাবঃ। ২৯।

তর্হি কিং ময়ি অধ্যাত্মচেতসা আত্মনীত্যর্থঃ। এবমধ্যাত্ম মব্যয়ীভাব সমাসাৎ ততশ্চ আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা নতু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। ময়িকর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য নিরাশীনিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ সর্ব্বত্র মমতাশূন্যোযুধ্যস্ব। ৩০।

হে মহাবাহো! তত্ত্ববিৎ বিদ্বান পুরুষ প্রাকৃত গুণ কর্ম্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া তাহাতে সঙ্গ করেন না। এই মাত্র মনে করেন যে আমি পৃথক্। ঘটনা বশতঃ প্রকৃতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম দ্বারা কার্য্য করিতেছি। ২৮।

মূঢ় ব্যক্তি গণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া প্রাকৃত বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণ কর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। সেই অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তি দিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করেন না। তাহা দিগকে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করেন। ২৯।

অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যাত্ম চেতা হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কার ও ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর। এবং

নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ।
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ।
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ।

স্বকৃতোপদেশে প্রবর্ত্তয়িতুমাহ যে ম ইতি। ৩১।

বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিতি। ৩২।

নম্বু রাজ্ঞইব তব পরমেশ্বরস্য মত মনমুতিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিব ত্বৎকৃতান্নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি, সত্যং। যে খলিন্দ্রিয়াণি চারয়ন্তো বর্ত্তন্তে তে বিবেকিনোঽপি রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরস্য-চ শাসনং মন্তুং নশক্লুবন্তি। তথৈব তেষাং স্বভাবোঽভূদিত্যাহ সদৃশমিতি। জানবানপ্যেবং পাপেকৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যত্যেবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তন পাপাভ্যাসোত্থ-দুঃখভারস্য সদৃশমনুরূপমেব চেষ্টতে। তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ তৎশাস্ত্রদ্বারা মৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুদ্ধচিত্তান্ উক্তলক্ষণো নিকাম কর্ম্মযোগঃ, শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগশ্চ সংকর্ত্তুং প্রবোধয়িতুং চ শক্নোতি। নত্বত্যন্তাশুদ্ধচিত্তান্; কিন্তু তানপি পাপিষ্ঠস্বভাবান্ যাদৃচ্ছিক মৎকৃপোত্থভক্তিযোগএব উদ্ধর্ত্তুং প্রভবেৎ। যদুক্তংস্কান্দে—"অহোধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে।" ৩৩।

যস্মাদ্: স্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ পাপাভ্যাসোত্থ-দুঃস্বভাবো নাভূত্তাবদ্ যথেষ্ট মিন্দ্রিয়াণি ন চারয়েদিত্যাহ। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সাপ্রত্যেকং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে স্বস্ববিষয়ে পরস্ত্রীমাত্র গাত্রদর্শনস্পর্শন তৎপরিচরণ তৎসম্ভাষানঞ্চ দ্রব্যদানাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপিরাগঃ তথা গুরু বিপ্র তীর্থাতিথি দর্শন স্পর্শন পরিচরণ তৎ সম্ভা-

---

চিন্তা ও সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার স্বধর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহা অবলম্বন কর। ৩০।

এই নিকাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যিনি সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন এবং অসূয়া শূন্য হইয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তিনি কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৩১।

যিনি এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই উপদেশ পালন না করেন তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্ব্বোধ বলিয়া জানিবে। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ।

স্তাবক ধনবিতরণাদৌ শাস্ত্রকৃতিতেঽপি দ্বেষঃ ইত্যেতৌ বিশেষেণাবস্থিতৌ বর্ত্তেতে; তয়োর্বশমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ। যদ্বা ইন্দ্রিয়ার্থে স্ত্রীদর্শনাদৌ রাগঃ তৎ প্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতেঽস্তি দ্বেষ ইতি অদ্য পুরুষার্থ সাধকস্য কচিত্তু মনোঽনুকূলেঽর্থে সুরসস্নিগ্ধান্নাদৌ রাগঃ। মনঃ প্রতিকূলেঽর্থে বিরস রুক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ। তথা স্বপুত্রাদি দর্শন শ্রবণাদৌ রাগঃ বৈরি পুত্রাদি দর্শন শ্রবণাদৌ দ্বেষঃ। তয়োর্বশং ন গচ্ছেদিতি ব্যাচক্ষতে। ৩৪।

এরূপ মনে করিবেনা যে বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মা বিচার পূর্ব্বক প্রাকৃত গুণ কর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহু কালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি পরিত্যাগ হয় তাহা নয়। বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিবে। সেই প্রকৃতি ত্যাগের উপায় এই যে সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম সকল একটু সতর্কতার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তি-যোগ লক্ষণ যুক্ত বৈরাগ্য যে পর্য্যন্ত হৃদ্গত না হয় সে পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই এক মাত্র শ্রেয় পন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম্ম পালন ও স্বধর্ম্ম সংস্কার উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উৎপথ গমনই চরম ফল হয়। যে স্থলে মৎকৃপা বা ভক্ত কৃপা দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদ্গত হয় সে স্থলে নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা লাভ বশত এরূপ স্বধর্ম্ম পালন বিধি অবসর পায় না। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগই শ্রেয়। ৩৩।

যদি বল ইন্দ্রিয়ার্থ রূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয় বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবেনা তবে শ্রবণ কর। বিষয় সকলই যে জীবের বিরোধী তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে। তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবেনা। যে পর্য্যন্ত

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ ।

ততশ্চ যুদ্ধরূপস্য ধর্ম্মস্য যথাবদ্রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্যচাহিংসাদেঃ সুকরত্বাৎ ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্রপ্রবর্ত্তিতু মিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি । বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষ বিশিষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোপি পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেনানুষ্ঠাতুংশক্যাদপি সর্ব্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্ তত্রহেতুঃ স্বধর্ম্ম ইত্যাদি । বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাছলঃ । অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেদিতি সপ্তমোক্তেঃ । ৩৫ ।

যদুক্তং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপীন্দ্রিয়ার্থে পরস্ত্রী সম্ভোগাদৌ রাগইত্যত্র পৃচ্ছতি অথেতি । কেন প্রয়োজক কর্ত্রা অনিচ্ছন্নপি বিধি নিষেধ শাস্ত্রার্থজ্ঞানবত্ত্বাৎ

প্রাকৃত দেহ আছে সে পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমান বশতঃ যে সকল রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয় সম্বন্ধে যে ভগবৎ সম্বন্ধি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে রাগ ও ভক্তি বিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে দ্বেষ তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখ সম্বন্ধি রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম জানিবে । ৩৪ ।

অতএব নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল। উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পর ধর্ম্ম ভাল নয়। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয় তাহাও মঙ্গলজনক, যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না; যেহেতু তখন জীবের নিত্য ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম রূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম, তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে । ৩৫ ।

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাষ্ণেয়! কাহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্যরূপে পাপ আচরণ করে? আপনি কহিয়াছেন যে জীব নিত্য শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়সম্বন্ধ

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।

পাপেপ্রবর্ত্তিতুমিচ্ছারহিতোঽপি বলাদিবেতি প্রয়োজক প্রেরণবশাৎ প্রয়োজ্যস্যাপিইচ্ছা সমুৎপদ্যত ইতিভাবঃ। ৩৬।

এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি। তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথক্‌ত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধোভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতি হতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ। কামস্যা পেক্ষিত পূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ মহাশনঃ মহাশনং যস্য সঃ। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রীয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্ব মিতিমত্বাশমং ব্রজে দিতি" স্মৃতেঃ কামস্যাপেক্ষিতং পূরয়িতুমশক্যমেব। নন্ত দানেন সন্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাভ্যাং স স্ববশী কর্ত্তব্যঃ। তত্রাহ মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ। ৩৭।

নচ কস্যচিদেবায়ং বৈরী অপিতু সর্ব্বস্যাবেতি সদৃষ্টান্তমাহ ধূমেনেতি। কামস্যাগাঢ়ত্বে গাঢ়ত্বেঽতিগাঢ়ত্বে চ ক্রমেণদৃষ্টান্তঃ। ধূমেনাবৃতোঽপি বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যন্ত করোতি। মলেনাবৃতো দর্পণস্তু স্বচ্ছতা ধর্ম্মতিরোধানাৎ বিম্বগ্রহণং স্বকার্য্যং ন

হইতে পৃথক্। তবে জড় জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয়। কিন্তু দেখা যায় যে সর্ব্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে কে জীবকে পাপে রত করে? ৩৬।

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান কহিলেন, অর্জ্জুন! রজগুণ সমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। কাম বিষয়াভিলাষ স্বরূপ। কামই অবস্থা ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয়। কাম রজগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তখন তমগুণাশ্রয় করিয়া তাহাই ক্রোধ হইয়া পড়ে। কামই অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭।

সেই কামই এই জগতকে কোন স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোন স্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণ

যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ।
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

করোতি স্বরূপতস্তু উপলভ্যতে। উল্বেন জরায়ুনা আবৃতো গর্ভস্তু স্বকার্য্যং করচরণাদি প্রসারণং নকরোতি ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি। এবং কামস্যাগাঢ়ত্বে পরমার্থস্মরণং কর্ত্তুং শক্নোতি গাঢ়ত্বেন শক্নোতি। অতি গাঢ়ত্বেত্বচেতনমেব স্যাদিদং জগদেব। ৩৮।

কাম এবহি জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ আবৃতমিতি। নিত্যবৈরিণা ইত্যতোঽসৌ সর্ব্ব প্রকারেণ হন্তব্য ইতিভাবঃ। কামরূপেণ কাম্যাকারেণাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চকার ইবার্থে অনলো যথা হবিষা পূরয়িতু মশক্যস্তথা কামোঽপি ভোগেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধত ইতি।" ৩৯।

স্থল দিয়া বলি শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীব চৈতন্য কাম কর্ত্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎ স্মরণাদি কার্য্য করিতে পারে। এস্থলে মুকুলিত চেতনরূপে নিষ্কাম কর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি। মলাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীব চৈতন্য কামকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি স্থলেও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এস্থলে সংকোচিত চেতন স্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি। তাহারা পশু পক্ষী তুল্য। উল্বন দ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীব চৈতন্য কাম কর্ত্তৃক অতি গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত-চেতনরূপী বৃক্ষাদি ভাবে অবস্থিতি করে। ৩৮।

সেই কামই জীবের অবিদ্যা। তাহাই জীবের নিত্য বৈরি। তাহা দুর্নিবারিত অগ্নির ন্যায় জীব চৈতন্যকে আবরণ করে। আমি যে ভগবান যেমত চিৎপদার্থ জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপ ভেদ এই যে আমি পূর্ণ স্বরূপ সর্ব্ব শক্তিমান। জীব অণুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত শক্তিদ্বারা সমর্থ হয়। আমার নিত্য দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহারই নাম প্রেম বা নিষ্কামজৈব ধর্ম্ম। চেতন পদার্থ মাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। শুদ্ধজীব স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। কাম বা অবিদ্যা যাহাকে বলি তাহা, সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি। যে সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে তাহারা সুতরাং সেই পবিত্র ভাবের অপগত ভাব রূপ কামকে বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে

কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯।
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০।
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ!
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনং ॥ ৪১।

কাসৌ তিষ্ঠতীত আহ ইন্দ্রিয়াণীতি। অস্য বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধান্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তু তস্যরাজ্যো দেশা ইতিভাবঃ। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ। দেহিনং জীবং। ৪০।

বৈরিণঃ খলাশ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীয়তে ইতি নীতিরতঃ কামস্যাশ্রয়েষু ইন্দ্রিয়াদিষু যথোত্তরং দুর্জয়ত্বাধিক্যং। অতঃ প্রথম প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জয়ান্যপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজ-

---

আচ্ছাদিত চেতন স্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের কর্ম্ম বন্ধ বা সংসার যাতনা। ৩৯।

বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ জীব দেহ ধারণ পূর্ব্বক দেহী নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি রূপ অধিষ্টান দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। বিশুদ্ধ অহঙ্কার স্বরূপ অণুচৈতন্য জীবকে কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব যে অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত অহঙ্কার রূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত বুদ্ধিই অধিষ্ঠান রূপেকার্য্যকরে। পরে প্রাকৃতঅহঙ্কার পরিপক্কহইয়া মনরূপী দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদানকরে। মন বিষয়াভিমুখহইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠান ত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা আমার সাম্মুখ্যকে বিদ্যাবলিয়া উক্তি করে। স্বতন্ত্রইচ্ছাদ্বারা আমার বৈমুখ্যকে অবিদ্যা বলাযায়। ৪০।

অতএব, হে ভরতর্ষভ! তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর। অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব স্ব ভাবে আনয়নপূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে প্রথমে যুক্ত বৈরাগ্য ও স্বধর্ম্ম পালন; ক্রমে সাধন ভক্তি লাভ করত প্রেম ভক্তি সাধন করিবে। মৎকৃপা বা ভক্ত কৃপা দ্বারা যে নিরপেক্ষ ভক্তি লাভ, তাহা নিতান্ত বিরল ও কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রথারূপে উদিত হয়। ৪১।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্বুদ্ধে র্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ।
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ।

ষানি প্রথম তে। জীবস্তাশিত্যাহ তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণিনিয়ম্যেতি যদ্যপি পরস্ত্রী পরদ্রব্যাদ্যপহরণে দুর্নিবারংমনো গচ্ছত্যেব তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগণনাৎ ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ। পাপ্মানমত্যুগ্রং কামং জহীতি ইন্দ্রিয় ব্যাপারস্থগণনমতি কালেন মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ। ৪১।

নচ প্রথমমেব মনোবুদ্ধিজয়ে যতণীয় মশক্যত্বাদিত্যাহ ইন্দ্রিয়াণি পরানীতি। দশাদিশিজয়িভিরপি বীরৈর্দুর্জয়ত্বাদতিবলত্বেন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বান্মনঃ পরং স্বপ্নে খল্বিন্দ্রিয়েষপি নষ্টেষ্বনশ্বরত্বাদিতিভাবঃ। মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধি বিজ্ঞানরূপা। সুষুপ্তৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যাঃ সামান্যাকারায়া অনশ্বরত্বাদিতিভাবঃ। তস্যাবুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিক্যেন যো বর্ত্ততে তস্যামপি জ্ঞানাভ্যাসেন নষ্টায়াং সত্যাং যোবিরাজতে ইত্যর্থঃ। সতু প্রসিদ্ধো জীবাত্মা কামস্য জেতা। তেন বস্তুতঃ সর্ব্বতোঽপ্যতি প্রবলেন জীবাত্মন। ইন্দ্রিয়াদীন্ বিজিত্য কামো বিজেতুং শক্যএবেতি নাত্রাসংভাবনা কার্য্যেতিভাবঃ। ৪২।

উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সর্ব্বোপাধিভ্যঃ পৃথগ ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মনা মনসৈব আত্মানং স্বং সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা দুরাসদং দুর্জ্জয়মপি কামং জহি-নাশয়। ৪৩।

সংক্ষেপতঃ বলি, তুমি যে জীব তোমার নিজ তত্ত্ব এই। আপাততঃ জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। জড় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। আর যিনি জীব তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এই রূপ আপনার অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিয়া আপনাকে চিৎ শক্তি দ্বারা নিশ্চল করত দুর্জ্জয় কামকে ক্রম মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর। ৪৩।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগোনাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ।

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্ম্মণঃ।
প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্য জ্ঞানস্য গুণতাংবদন্॥
ইতি সারর্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
তৃতীয়ঃ খলু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন এবং তৎসাধ্য জ্ঞানের গুণত্ব কথিত হইল।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ। ১।

এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ।
সকালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ! ॥ ২।

সএবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মেসখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমং ॥ ৩।

তুর্য্যে স্বাবির্ভাব হেতোস্তু নিত্যত্বং জন্মকর্ম্মণোঃ।
স্বযোক্তং ব্রহ্ম যজ্ঞাদি জ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চনম্ ॥

অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তৌতি ইমমিতি। ১। ২।

ত্বাং প্রত্যেবাস্য প্রোক্তত্বেহেতুঃ ভক্তোদাসঃ সখা চেতি ভাবস্বয়ং অন্যস্ত্বর্বাচীনং প্রত্যেনাবক্তব্যংত্বেহেতুঃ রহস্যমিতি। ৩।

উক্তমর্থমসম্ভবং মত্বা পৃচ্ছতি। অপরং ইদানীন্তনং। পরং পুরাতনং। অতঃকথমেতৎ প্রত্যেমীতিভাব। ৪।

ভগবান কহিলেন, আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্ম্ম সাধ্যজ্ঞান যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য তাহাই মনুকে বলেন এবং মনু তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

এই প্রকার পরম্পরা প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত হন। হে পরন্তপ! সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে। ২।

সেই সনাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম, যে হেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত রহস্য হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম। সমস্ত বেদ শাস্ত্রে ইহাই আমার উপদেশ বলিয়া তুমি এই যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!॥ ৫॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

অবতারান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণাহবহূনীতি। তবচেতি যদা যদৈব মমাবতা-রস্তদা মৎ পার্শ্বদত্বাত্তবাপ্যাবির্ভাবোঽভূদেবেত্যর্থঃ। বেদ বেদ্মি সর্ব্বেশ্বরত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ত্বং ন বেত্থ মমৈব স্বলীলা সিদ্ধ্যর্থং ত্বজ্ঞানাবরণাদিতিভাবঃ। অতএব হে পরন্তপ, সম্প্রতিক কুন্তীপুত্রত্বাভিমানমাত্রেণৈব পরান্ শত্রূংস্তাপয়সি। ৫।

স্বস্যজন্মপ্রকারমাহ। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্ সম্ভবামি, দেবমনুষ্য তির্য্যগাদিষু আবির্ভবামি। নন্বু কিমত্রচিত্রং জীবোঽপি বস্তুতোঽজএব স্থূলদেহনাশান্তরং জায়তএব তত্রাহ অব্যয়াত্মা অনশ্বরশরীরঃ। কিঞ্চজীবস্য স্বদেহভিন্ন স্বস্বরূপেণ অজত্বমেব আবিদ্যকেন দেহসম্বন্ধেনৈব তস্যাজন্মবত্বং মমতু ঈশ্বরত্বাৎ স্বদেহভিন্নস্য অজত্বং জন্মবত্বং ইত্যুভয়মপি স্বরূপসিদ্ধং।

বিবস্বান্ পূর্ব্ব কালে জন্মিয়াছিলেন, এবং তুমি ইদানিন্তন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে বিবস্বানকে অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? ৪।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন যখন জগতেঅবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধ ভক্ত, আমার লীলা পুষ্টিজন্য আমার সহিত জন্ম লাভ কর, কিন্তু আমি এক মাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি। ৫।

যদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়া শক্তি প্রভাবে বশী-

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

তচ্চ দুর্ঘটত্বাৎ চিত্রং অতর্ক্যমেব। অতঃ পুণ্য পাপাদিমতো জীবস্যেব সদসদ্যোনিষু ন মে জন্মাশঙ্ক্য মিত্যাহ। ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্ কর্ম্ম পারতন্ত্র্য রহিতোঽপি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। নন্বু জীবোহি লিঙ্গশরীরেণ স্ববন্ধকেন কর্ম্মপ্রাপ্যান্ দেবাদি দেহান্ প্রাপ্নোতি ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গ-রহিতঃ সর্ব্বব্যাপকঃ কর্ম্মকালাদি নিয়ন্তা। বহুস্যামিতিশ্রুতেঃ সর্ব্বজগদ্রূপো ভবস্যেব তদপি যদ্বিশেষত এবম্ভূতোঽপ্যহং সম্ভবামীতি ব্রূষে তন্মন্যে সর্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্যা-নেব লোকে প্রকাশয়িতুং ত্বজ্জন্ম ইত্যবগম্যতে। তৎখলু কথমিত্যত আহ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠা-য়েতি। অত্র প্রকৃতি শব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরুচ্যতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্দ্বারা জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ। তস্মাৎ সংসিদ্ধি প্রকৃতী ত্বিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যভিধানাৎ অত্র প্রকৃতি শব্দেন স্বরূপ মেবোচ্যতে। ন ত্বং স্বরূপভূতা মায়াশক্তিঃ স্বরূপঞ্চ তস্য সচ্চিদানন্দএব। অতএব স্বাং শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ। ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্য চরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দ ঘনৈকরসং মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি নিজস্বরূপ মিত্যর্থঃ। স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বমহিম্নি ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্‌ব্যবহরামীতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ। নন্বু যদব্যয়াত্মা অনশ্বর মৎস্যকূর্ম্মাদিস্বরূপএব ভবসি তর্হি তবপ্রাদুর্ভবৎ স্বরূপং পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূত স্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে তত্রাহ। আত্মভূতাযা মায়া, তয়া। স্ব স্বরূপাবরণ প্রকাশন কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তি বৃত্ত্যা যোগমায়য়েত্যর্থঃ। তয়াহি পূর্ব্বকালাবতীর্ণ স্বরূপাণি পূর্ব্বমেব আবৃত্য বর্ত্তমান স্বরূপং প্রকাশ্য সংভবামি। আত্মমায়য়া সম্যগপ্রচ্যুত জ্ঞান বলবী-র্য্যাদি শক্ত্যৈব ভবামীতি স্বামিচরণাঃ। আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন। মায়া বয়ুনংজ্ঞান মিতি জ্ঞান পর্য্যায়োঽত্রমায়াশব্দঃ। তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ। মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভা-শুভমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহি ভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্র মিতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ ॥ ৬ ॥

ভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি থাকেনা। জীবের কর্ম্মবশত লিঙ্গ শরীর বলিয়া যে শরীর আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেব তির্য্যগাদি রূপে আবির্ভাব সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছা বশতই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎ শরীর, লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ অবস্থায় আমার যে নিত্য শরীর তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলা ক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে, তবে শ্রবণ কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত !।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

কদা সংভবামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানিরধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিস্তে যে সোঢ়ুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব তং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী পাদাঃ॥ ৭ ॥

যাহা যাহা হইতে পারে তাহা তোমরা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞান দ্বারা এই মাত্র তোমাদের জানা কর্ত্তব্য যে অবিচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন ভগবান কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধ রূপে জড় জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সে স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণ রূপে শুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ কি ? যে মায়া দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎ শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়া শক্তি এবংপ্রকার নানা বিধ প্রভাব যুক্ত॥ ৬ ॥

আবার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহক বিধি সকল অজেয়। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ বশত বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কাল দোষ ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া পড়ে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদয় হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্লানি নিবৃত্তি করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও তাহা নয়। আমি দেব তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যক মত ইচ্ছা পূর্ব্বক উদয় হই, অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ দিগের রাজ্যে উদয় হই না তাহা মনে করিওনা। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে ততটুকু ধর্ম্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতার রূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

নন্থ ত্বদ্‌ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্য ধর্ম্ম বৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎসত্যং। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুংসম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুট চিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্যারূপং দুঃখং তস্মাৎত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ কংস কেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয় ধ্যান যজন পরিচর্য্যা সংকীর্ত্তন লক্ষণং পরম ধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুং অশক্যং সম্যক্‌প্রকারেণস্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃক বধেন বিবিধদুষ্কৃত ফলান্নরক সহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহএব নির্ণীতঃ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু রূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্ম সংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার তাহা ভারত ভূমিতেই লক্ষ করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, সে খানে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগও তৎসাধ্য জ্ঞান যোগ ও চরম ফল রূপ ভক্তি যোগ সুষ্ঠ রূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণ মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায় তাহা ভক্ত কৃপা জনিত আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত তাঁহাদের দ্বারায় আমি শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধু গণের অভক্ত ব্যক্তিগণ হইতে সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধু দিগকে পৃথক করিয়া নাস্ত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এই কথা দ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহা স্বীকার করিবে কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাঁহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎ সাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন!॥৯॥

উক্তলক্ষণস্য মজ্জন্মনঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকর্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থঃ স্যাদিত্যাহ জন্মেতি। দিব্যং অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতি সৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকং শব্দস্যাপ্রাকৃতত্বমেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ভগবজ্জন্ম কর্ম্মণো র্নিত্যত্বং। তচ্চ ভগবৎ সন্দর্ভে "ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বেত্যত্র শ্লোকে শ্রীজীব গোস্বামি চরণৈরুপপাদিতং। যদ্বা যুক্ত্যা অনুপপন্নমপিশ্রুতি স্মৃতিবাক্যবলাদতর্ক্যমেবেদং মন্তব্যং। তত্র পিপ্পলাদি শাখায়াং পুরুষ বোধনীশ্রুতিঃ। 'একোদেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যান্তরাত্মেতি'। তথা জন্মকর্ম্মণো র্নিত্যত্বং শ্রীভাগবতামৃতে বহুশ এব প্রপঞ্চিতং। এবং যো বেত্তি তত্ত্বত ইতি অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মেতি অস্মিংস্তথা জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যস্মিংশ্চ মদ্বাক্যেএবাস্তিক তয়া মজ্জন্ম কর্ম্মণোর্নিত্যত্ব মেব যো জানাতি নতু তয়োর্নিত্যত্বে কাঞ্চিদ্যুক্তিমপ্যপেক্ষ মানো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা তত্ত্বতঃ ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' ইত্যগ্রিমে তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্যভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ। স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু মামেবৈতি। অত্রদেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেবং ব্যাচক্ষতেস্ম। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু দেহমত্যক্ত্বৈব মামেতি। মদীয় দিব্যজন্মচেষ্টিত যাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্ত মৎসমাশ্রয়ণবিরোধি পাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়োমামেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ॥ ৯॥

পাইবে। কলিজন নিস্তারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃত জনের দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাশ কার্য্য নাই ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য॥ ৮॥

অচিন্ত্য চিৎশক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত মত তত্ত্ব বিচার ক্রমে যিনি অবগত হন তিনি দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি প্রকাশ রূপ হ্লাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চ প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যা বশত সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐ রূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কর্ম্ম জড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধু কৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদিত হয় না॥ ৯ ॥

আমার জন্ম কর্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব বিচার সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটী প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, যথা ইতররাগ, ভয় ও ক্রোধ।

বীতরাগ ভয় ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ॥ ১০ ॥

ন কেবলমেকএব আধুনিকএব মজ্জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানমাত্রেণৈব মাং প্রাপ্নোতি অপিতু প্রাক্তনা অপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পাবতীর্ণস্য মম জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তো মাং আপুরেব ইত্যাহ বীতেতি। জ্ঞানং উক্তলক্ষণং মজ্জন্মকর্ম্মণোস্তত্ত্বতোঽনুভবরূপমেব তপস্তেনপূতা ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। যদ্বাজ্ঞানে মজ্জন্ম কর্ম্মণো র্নিতান্ত নিশ্চয়ানুভবে যন্নানা কুমত কুতর্ক কুযুক্তি সর্পী-বিষদাহ সহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ। তথাচ রামানুজভাষ্যধৃতাশ্রুতিঃ— "তস্যধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিমিতি॥" ধীরাঃ ধীমন্তএব তস্যযোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ। বীতাস্ত্যক্তাঃ কুমত প্রজল্পিতেষু জনেষুরাগাদ্যা যৈ স্তেন তেষুরাগঃ প্রীতির্নাপি তেভ্যোভয়ং নাপি তেষু ক্রোধো মদ্ভক্তানামিত্যর্থঃ। কুতো মন্ময়া মজ্জন্মকর্ম্মানুধ্যান মনন-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি প্রচুরাঃ। মদ্ভাবং ময়ি প্রেমানং॥ ১০॥

যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়-বদ্ধ তাহারা জড়তত্ত্বে এত দূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্যবস্তু আছে তাহা স্বীকার করে না। ইহারা স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্য কারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনক রূপে নির্দ্দিষ্ট করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদীগণ ইতর রাগ দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্ব রূপ চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক চিত্তত্ত্বকে একটী নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে, জড়ে যত প্রকাশ গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টি করেণ সে সকলকে সতর্কতার সহিত অতৎ বলিয়া পরিত্যাগ করত, অস্ফুট, জড়বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটী অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। তাহা আর কিছুই নয় কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশ মাত্র। তাহা আমার নিত্য স্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় কোন প্রকার জড় ধর্ম্ম আশ্রয় করে এই ভয়ে আমার স্বরূপ ধ্যান ও স্বরূপ লিঙ্গ পূজা হইতে বিরত হন। সেই ভয় দ্বারা তাঁহারা পরম তত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহবা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পরিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শূন্য ও নির্ব্বাণকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। বৌদ্ধ জৈনাদি মত তাহা হইতেই হয়। এই প্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ ১১ ॥

নন্বু ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্ম কর্ম্মণো র্নিত্যত্বং মন্যন্তএব কেচিত্তু জ্ঞানাদি সিদ্ধার্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাং স্তেনৈবপ্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি। অয়মর্থঃ—যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথ বিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎকর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণো র্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময় মবতরন্নন্তর্দ্ধানশ্চতান্ প্রতিক্ষণ মনুগৃহ্নন্নেব তদ্‌ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানি প্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্ম্মণো নশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশ পতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্ম্মণো র্নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্য চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং স্বদেহস্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষূণাং অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব সংপাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যক জন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি। তস্মান্নকেবলং মদ্ভক্তাএব মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতি-ভাবঃ॥ ১১ ॥

করত এবং পূর্ব্বোক্ত কুযুক্তি বিষদাহ সহনরূপ তাপ দ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজন করি। সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। যাহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে নিত্য কাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বাদী তাহাদের আত্ম বিনাশ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ আমি নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করি। আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয়। তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাহারা শূন্যবাদী আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া তাহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড়বিধি বাদী তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্য হই। যাহারা কর্ম্মী তাহাদিগের নিকট কর্ম্ম ফল দাতা

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তত্রাপি মনুষ্যেষু মধ্যে কামিনস্তু মম সাক্ষাদ্ভূতমপি ভক্তিমার্গং পরিহায় শীঘ্রফলসাধকং কর্ম্মবর্ত্মএবানুবর্ত্তন্তে ইত্যাহ কাঙ্ক্ষন্তইতি। কর্ম্মজাসিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

নন্থ ভক্তিজ্ঞান মার্গৌ মোচকৌ কর্ম্মমার্গস্তু বন্ধক ইতি সর্ব্বমার্গস্রষ্টরি ত্বয়ি পরমেশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং তত্র নহি নহীত্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণাএব চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থেষ্যঞ্। অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃব্রাহ্মণা স্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি। রজঃ সত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়া স্তেষাং

ঈশ্বর রূপে প্রাপ্য হই। যাহারা যোগী তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বর রূপে বিভূতি প্রদান করি অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সর্ব্বস্বরূপ হইয়া আমি সর্ব্ববাদীর পক্ষে প্রাপ্য হইয়া থাকি। এই সমুদায় প্রাপ্তির মধ্যে আমার সেবা প্রাপ্তিই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া জানিবে। সমস্ত মনুষ্যই আমার বিবিধ বর্ত্মের অনুবর্ত্তমান ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাম্বন্ধিক তত্ত্ব স্পষ্ট রূপে বলিয়া ভগবান পুনরায় পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কর্ম্ম তত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কর্ম্ম তত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে পারিলে কর্ম্ম বন্ধ দূর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরিত্যজ্য। কর্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কর্ম্ম তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্মও ভাল। তাহাতে কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য মানবগণ ফলকামী হইয়া বহু দেবতা উপাসনা করেন। তদ্দ্বারা মনুষ্য লোকে কর্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতি কামনায় মনুষ্যগণ যে সকল কর্ম্ম করেন তাহাতে সেই সেই কর্ম্ম ফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে সকল দেবতা কে তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

গুণ কর্ম্ম বিভাগ পূর্ব্বক বর্ণ চতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই অতএব বর্ণ ধর্ম্মের ও বর্ণ সকলের কর্ত্তা আমি বই আর কেহই নয়। কিন্তু আমাকে বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়াও অকর্ত্তা ও

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি। তমোরজঃ প্রধানাঃ বৈশ্যা স্তেষাং কৃষি গো রক্ষাদীনি কর্ম্মাণি। তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রা স্তেষাং পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্ম্মমার্গাশ্রিতত্বেন সৃষ্টাঃ। কিন্তু তেষাং কর্ত্তারংস্রষ্টারমপি মাং অকর্ত্তারং অস্রষ্টারং এব বিদ্ধি। তেষাং প্রকৃতি গুণ সৃষ্টত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বাৎ স্রষ্টার-মপি মাং বস্তুতস্ত্বস্রষ্টারং মমপ্রকৃতি গুণাতীত স্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব অব্যয়ং স্রষ্টৃত্বে-ঽপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদ্বেতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নন্বেতত্তাবদাস্তাং সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেঽবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কর্ম্মাণি প্রত্যহং করোষ্যেব তত্র কা বার্ত্তেত্যত আহ ন মামিতি। ন লিম্পন্তি জীবমিব ন লিপ্তী কুর্ব্বন্তি। নাপি জীবস্যেব কর্ম্মফলে স্বর্গাদৌ স্পৃহা। পরমেশ্বরত্বেন স্বানন্দ পূর্ণত্বেপি লোকপ্রবর্ত্ত-নার্থমেব মে কর্ম্মাদি করণমিতিভাবঃ। ইতি মামিতি যস্তু ন জানাতি স কর্ম্মভি র্বধ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১৪ ॥

এবং এবম্ভূতমেব মাং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বে জনকাদিভিরপি লোক প্রবর্ত্তনার্থমেব কর্ম্মকৃতং ॥ ১৫

কিঞ্চ কর্ম্মাপি ন গতানুগতিকন্যায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কর্ত্তব্যং কিন্তু তস্য প্রকার বিশেষং জ্ঞাত্বৈব ইত্যতস্তস্য প্রথমং দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ ॥ ১৬ ॥

অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্ট বশত আমার মায়া শক্তি দ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি আমার কর্ম্ম মার্গ সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ॥ ১৩ ॥

জীবের অদৃষ্ট বশত যে কর্ম্ম তত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কর্ম্ম ফলেও আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু অতি তুচ্ছ কর্ম্ম ফল আমি যে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর। জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন তিনি কখনই কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হননা। শুদ্ধ ভক্তি আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন॥ ১৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬॥
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মণ্য কর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকং ইতিতত্ত্বং। তথা অকর্ম্মণঃ কর্ম্মাকরণস্যাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কর্ম্মা করণং শুভদমিতি অন্যথা নিশ্রেয়সং কথং হস্তগতং স্যাদিতিভাবঃ। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতিস্তত্ত্বং গহনা দুর্গমা ॥ ১৭ ॥

তত্র কর্ম্মাকর্ম্মণোস্তত্ত্ববোধমাহ কর্ম্মণীতি। শুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানবত্ত্বেঽপি জনকাদেরিবাকৃত সন্ন্যাসস্য কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অকর্ম্ম, কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃপশ্যেৎ তৎকর্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতিভাবঃ। তথা অশুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানাভাবেঽপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদূকস্য সন্ন্যাসিনোঽকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে কর্ম্মপশ্যেৎ দুর্গতিপ্রাপকং কর্ম্মবন্ধমেবোপলভতে স এব বুদ্ধিমান্ স তু কৃৎস্ন কর্ম্মাণ্যেব করোতি। নতু তস্যজ্ঞানবাবদূকস্য জ্ঞানিমানিনঃ সঙ্গেনাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং করোতীতি ভাবঃ। তথাচ ভগবদ্বাক্যং—"যস্ত্বসংযত ষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয় সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত স্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি। সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্ক কষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়ত ইতি" ॥ ১৮

নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও জনকাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

কাহাকে কর্ম্ম ও কাহাকে অকর্ম্ম বলে তাহা স্থির করণ সম্বন্ধে কবিদিগেরাও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষলাভ কর ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মের গতি, বিকর্ম্মের গতি ও অকর্ম্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কর্ত্তব্যাচরণই কর্ম্ম। নিষিদ্ধাচরণই বিকর্ম্ম এবং তাহা দুর্গতি প্রাপক। কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম। কর্ম্মই শুভদ। তাহার অকরণ দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ নিশ্রেয়স লাভ হয়, ইহার তত্ত্ব জানা উচিত ॥ ১৭ ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য্য এই যে নিষ্কাম কর্ম্ম

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ২১ ॥

উক্তমর্থং বিবৃণোতি যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্তইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। কামঃ ফলং তৎ সংকল্পেন বর্জিতাঃ। জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যস্য সঃ। এতেন বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্য মিত্যপি বিবৃতং। এতাদৃশাধিকারিণি কর্ম্ম যথা অকর্ম্ম পশ্যেৎ তথৈব বিকর্ম্মাপি অকর্ম্মৈব পশ্যেদিতি পূর্ব্বশ্লোকস্যৈব সঙ্গতিঃ। যদগ্রে বক্ষ্যতে। "অপি বেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে ঽর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথেতি" ॥ ১৯ ॥

নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ। নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যাশ্রয়তে। ২০।

আত্মা স্থূলদেহঃ। শারীরং শরীর নির্ব্বাহার্থং কর্ম্ম অসৎ প্রতিগ্রহাদিকং। কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ইত্যেতদপি বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং ইত্যস্য বিবরণং ॥ ২১ । ২২ ॥

যোগীর সমস্ত কর্ম্মই কর্ম্ম সন্ন্যাস রূপ অকর্ম্ম। এবং কর্ম্মত্যাগই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্মী নন। অকর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

যাঁহার কাম সংকল্প শূন্য সমস্ত কর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হয় তিনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ কর্ম্মা ও পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন। বিহিত ও নিষিদ্ধ যে কিছু কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন, তাহা সমুদায় নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ লব্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় ॥১৯॥

যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয় শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্ম্ম-ফলাসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্ম ফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করত কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কর্ম্ম জনিত পাপ বা পুণ্য তাঁহার কিছুই হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞো বক্ষ্যমাণ লক্ষণস্তদর্থং কর্ম্মাচরতস্তৎ কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অকর্ম্মভাব মাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞায়াচরত ইত্যুক্তং স যজ্ঞ এব কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ব্রহ্মেতি। অর্প্যতে অনেন ইত্যর্পণং। জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমানং হবিরপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মাগ্নাবিতি হবনাধিকরণমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মণেতি হবনকর্ত্তাপি ব্রহ্মৈব। এবং বিবেক বতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং নতু ফলান্তরং। কুতঃ ব্রহ্মাত্মকং যৎকর্ম্ম তত্রৈব সমাধি শ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন। ২৪।

যজ্ঞাঃ খলু ভেদেনাপ্যেহপি বহবো বর্ত্তন্তে তাংস্তংশৃণ্বিত্যাহ দৈবমেবেত্যষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্র বরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ তং দৈবমিতি। ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। সাস্য দেবতেতি তৃণ্। যোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ। অপরে জ্ঞানযোগিনস্তু ব্রহ্ম পরমাত্মৈবাগ্নিস্তস্মিংস্তৎপদার্থে যজ্ঞং হবিঃ স্থানীয়ং ত্বং পদার্থং জীবং যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্রেনৈব জুহ্বতি। অয়মেব জ্ঞানযজ্ঞোঽগ্রে স্তোষ্যতে। অত্র যজ্ঞং যজ্ঞেন ইতি শব্দৌ কর্ম্মকরণ সাধনৌ প্রথমাতিশয়োক্ত্যা শুদ্ধজীব প্রণবা বাহতুঃ ॥ ২৫ ॥

অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন। সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না। মাৎসর্য্যকে দূর করেন। কার্য্য সিদ্ধি ও কার্য্য অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন। অতএব যে কর্ম্মই করুন্ তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায়। কর্ম্ম মীমাংসকেরা যাহাকে অপূর্ব্ব বলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম যোগীর কর্ম্ম সকল সেই অপূর্ব্বতা লাভ করে না। কর্ম্ম মীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃত কর্ম্ম অপূর্ব্ব স্বরূপ লাভ করত জন্ম জন্মান্তরে ফলদান করে। নিষ্কাম যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞ রূপী কর্ম্ম কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি করে তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যত প্রকার হয় তাহা পরে বলিতেছি। সম্প্রতি যজ্ঞের মূল তত্ত্ব বলি শুন। সমস্ত

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্যে নৈষ্ঠিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, সংযমঃ সংযতং মনএব, অগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যে ততো ন্যূনাব্রহ্মচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি। শব্দাদীনিন্দ্রিয়েষু প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অপরে শুদ্ধত্বংপদার্থবিজ্ঞাঃ। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি তৎ কর্ম্মাণি শ্রবণ দর্শনাদীনিচ। প্রাণ-কর্ম্মাণি দশপ্রাণাঃ। তৎকর্ম্মাণিচ; প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোগমনং, সমানস্য ভুক্ত-পীতাদীনাং সমীকরণং, উদানস্যোচ্চৈর্নয়নং, ব্যানস্য বিশ্বকনয়নং।—"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরস্ত ক্ষুতিজ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্ব-ব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥" ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎ কর্ম্মাণি। আত্মনস্তং পদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধি-রেবাগ্নিস্তস্মিন জুহ্বতি। মনো বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়াণি দশপ্রাণাশ্চ প্রবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগা-ত্মৈবাস্তি নান্যে মন আদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জড় জগৎ হইতে চিত্তত্ত্ব বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ জীবের জড় কার্য্য অনিবার্য্য। সেই জড় কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা সুষ্ঠু রূপে করার নাম যজ্ঞ। চিদ্ভাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে ব্রহ্ম বলি। সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতি বা কিরণ। অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল এই পাঁচটী যজ্ঞের অঙ্গ। এই পাঁচটী যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মা-ত্মক করত তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র রূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞ রূপে অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা সমুদায় ব্রহ্মাত্মক। অতএব তাহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

যিনি এবম্ভূত যজ্ঞে ব্রতী হন তিনি যোগী। যজ্ঞ সকলের প্রকার ভেদে যোগী সকলেরও প্রকার ভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক প্রকার হয়। বিজ্ঞান সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম যজ্ঞ দ্রব্য ময় যজ্ঞ এবং জ্ঞান যজ্ঞ বা চিদালোচন রূপ যজ্ঞ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতক গুলি যজ্ঞের প্রকার বলি শুন। কর্ম্ম যোগীরা দৈব যজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র বরুণাদি রূপ

সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। তপঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি এব যজ্ঞোযেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়ো বেদস্যপাঠঃ তদর্থস্য জ্ঞানঞ্চ যজ্ঞো যেষাং তে। যতয়ো যত্নপরাঃ; সর্ব্বএতে সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ। অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণং উর্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানে নৈকী কুর্ব্বন্তি। তথা রেচক কালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি। কুম্ভককালে প্রাণাপানয়োর্গতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণা ভবন্তি। অপরে ইন্দ্রিয় জয়কামাঃ। নিয়তাহারাঃ অল্পাহারাঃ। প্রাণেষু আহার সংকোচনেনৈব জীর্য্যমানেষু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়ানি জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়ানাং প্রাণাধীন বৃত্তিত্বাৎ প্রাণদৌর্ব্বলে সতি স্বয়মেব স্বস্ববিষয় গ্রহণাসমর্থানীন্দ্রিয়াণি প্রানেষ্বেবলূপীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আমার মায়িক সামর্থ্য বিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে। তদ্দারাও তাহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান যোগী সকল তত্ত্বমসি মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্বংপদার্থ যে জীব প্রণব রূপ মন্ত্রের দ্বারা তৎপদার্থ যে ব্রহ্ম তাহাতে হোম করেন। ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

নৈষ্ঠিক গণ মনঃসংযম রূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন। ব্রহ্মচারী সকল শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধান কারী কৈবল্যবাদি পাতঞ্জল যোগী সকল সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্ম্ম সমূহ ত্বংপদার্থ স্বরূপ শুদ্ধ জীবাত্মা রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম পরাগাত্মা। বিষয় ত্যাগী আত্মার নাম প্রত্যগাত্মা। তাঁহারা এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতি কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

এই সকল যজ্ঞকে দ্রব্য যজ্ঞ, তপো যজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ, স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ বলিয়া চারিভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। দ্রব্য ময় যজ্ঞকে দ্রব্য

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণাঃ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥

সর্ব্বেঽপোতে যজ্ঞবিদঃ উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিন্দমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মযান্তি। অত্রা-নমুসংহিতং ফলমাহ যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং যদমৃতং ভোগৈশ্বর্য্য সিদ্ধ্যাদিকং তদ্ভুঞ্জীত ইতি। তথা অনুসংহিতং ফল মাহ ব্রহ্মযান্তীতি ॥ ৩০ ॥

তদকরণে প্রত্যবায়মাহ নায়মিতি। অয়মল্পসুখো মনুষ্য লোকোঽপি নাস্তি কুতোঽন্যো দেবাদিলোকস্তেন প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি তপো যজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ যোগকে যোগ যজ্ঞ, বেদার্থ বিচার পূর্ব্ব চিদচিৎ বিচারকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা যায়। এই চারি প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে তীক্ষ্ণ ব্রত যতি বলা যায় ॥ ২৮ ॥

বেদ শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি শাস্ত্রে এই চারি প্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ বিস্তৃতি রূপ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম ব্রতরূপ যজ্ঞ সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়াম নিষ্ঠ হইয়া অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুকে এবং প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুকে রুদ্ধ এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান গতিরোধ দ্বারা কুম্ভক অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার খর্ব্ব করত প্রাণ সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

ইহাঁরা সকলেই যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ। যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণ পাপ হইয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥৩০॥

অতএব হে কুরুসত্তম অর্জ্জুন! অযজ্ঞ কৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, তখন পর লোক কি রূপে সম্ভব হইবে? অতএব যজ্ঞই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ বৈদিক যাগাদি সমস্তই যজ্ঞ। ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞ বিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম্ম নাই। যাহা আছে তাহা বিকর্ম্ম ॥ ৩১ ॥

এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত। ইহারা

এবং বহুবিধাযজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধিতান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বাবিমোক্ষসে॥৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ!।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলংপার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩ ॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণো বেদস্যমুখেঃবেদেন স্বমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তাইত্যর্থঃ। কর্ম্মজান্ বাঙ্মনঃ কায়কর্ম্ম-জনিতান্॥ ৩২॥

তেষ্বপিমধ্যে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি রিতি লক্ষণাদপি দ্রব্য ময়াদ্ যজ্ঞাৎ ব্রহ্মাগ্নাবিতানেনোক্তঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। কুতঃ জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্ম অখিলং অব্যর্থং সৎপরিসমাপ্যতে সমাপ্তী-ভবতি জ্ঞানানন্তরং কর্ম্মণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

তজ্ জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ তদিতি। প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি গুরৌ দণ্ডবন্নমস্কারেণ "ভগবন্! কুতোঽয়ং মে সংসারঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যত ইতি" পরিপ্রশ্নেন চ সেবয়া তৎ পরিচর্য্যয়াচ তদ্বিজ্ঞানার্থং স্বগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি শ্রুতেঃ॥ ৩৪॥

সকলেই বাক্য মন কায় কর্ম্মজনিত। অতএব কর্ম্মজ। এইরূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার॥ ৩২ ॥

যদিও এই সকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ পরে শান্তিলাভ এবং অব-শেষে মুক্তিলাভ রূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞ সমুদায় সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় বিচার আছে তাহা জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ হয় কখন জ্ঞানময় যজ্ঞ হয়। দ্রব্য-ময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরি সমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞ সকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন রহিত হয়, তখনই ব্যাপার সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময় অবস্থাকে কার্ম্মকাণ্ড বলে। জ্ঞানময় অব-স্থাকে জ্ঞান কাণ্ড বলে। যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়॥ ৩৩ ॥

যদি বল এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ বিচার তোমার পক্ষে

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব !।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃপাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন !।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানস্য ফলমাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবাত্মেতি লক্ষণং জ্ঞাত্বা এবং মোহমন্তঃকরণধর্ম্মং ন প্রাপস্যসি। যেন চ মোহবিগমেন স্বাভাবিক নিত্যাসি-দ্ধাত্মজ্ঞান লাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্য তির্য্যগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিত্বেন স্থিতানি পৃথক্ দ্রক্ষ্যসি। অথোময়ি পরম কারণে চ কার্য্যত্বেন স্থিতাণি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ অপিচেদিতি। পাপেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ অপি সকাশাৎ যদ্যপ্যতিশ-য়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎ পাপসত্বে কথমন্তঃকরণশুদ্ধিঃ ? তদভাবেচ কথং জ্ঞানোৎপত্তিঃ ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানস্যৈতদ্দুরাচারত্বং সংভবেদতোঽত্রবাখ্যা শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-পাদানাং। অপি চেদিত্যসংভাবিতাভ্যুপগম প্রদর্শনার্থো নিপাতো যদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভব-ত্যেব তথাপি জ্ঞানফল কথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে ইত্যেবা ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নং জ্ঞানং তু প্রারব্ধভিন্নং কর্ম্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

কঠিন, অতএব আমার উপদেশ এই যে তুমি এই ভেদ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণি-পাত পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অদ্য তুমি মোহ বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। এরূপ মোহ গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে মনুষ্য তির্য্যগাদি ভূত সকল এক জীবাত্মা রূপ তত্বে অবস্থিত। উপাধি দ্বারা জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়াছে। এ সমুদায়ই পরম কারণ রূপ ভগবৎ স্বরূপ আমাতে শক্তি কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

যদিও তুমি অত্যন্ত পাপাচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণ পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানংলব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা রিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

ইহ তপোযোগাদিষুক্তেষু মধ্যে জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রংনাস্তি। তজ্জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং, কিন্তু যোগেন নিষ্কাম কর্ম্মযোগেন সম্যক্ সিদ্ধএব, নত্বপরিপক্কঃ; সোঽপি কালেনৈব, নতু সদ্যঃ। আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ংপ্রাপ্তং বিন্দতি। নতু সন্ন্যাস গ্রহণমাত্রেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

তর্হি কীদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ। শ্রদ্ধা, নিষ্কাম কর্ম্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধ্যেব-জ্ঞানং স্যাদিতি শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্এব। তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ। তাদৃশোঽপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্যাত্তদা পরাং শান্তিং সংসার-নাশং ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ। অজ্ঞঃ পশ্বাদিবন্মূঢ়ঃ। অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবত্ত্বেতি নানাবাদিনাং পরস্পরা বিপ্রতিপত্তিং দৃষ্ট্বা ন কাপি বিশ্বস্তঃ। শ্রদ্ধাবত্ত্বেঽপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যেন্নবেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ। তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষতো নিন্দতি নায়মিতি ॥ ৪০ ॥

প্রবল রূপে জ্বালিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে; হে অর্জ্জুন! সেই রূপ সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলে॥ ৩৭ ॥

জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময় তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। তুমি স্বীয় আত্মায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ফল স্বরূপ সেই জ্ঞানকে কাল ক্রমে লাভ করিবে। এই বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে শান্তি তাহাই জ্ঞানের ফল। জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই বলিলেই জ্ঞানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব নাই একথা বলা হইল না॥ ৩৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতি শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ করেন। পরা কাহাকে বলে তাহা পরে বলিতেছি॥ ৩৯ ॥

কর্ম্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তি সর্ব্বদাই সংশয় আত্মা। সে প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না। তাহাদের ইহোলোকে বা পরোলোকে

যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত! ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নৈষ্কর্ম্ম্যং স্বেতাদৃশস্ত স্বাদিত্যাহ। যোগান্নিষ্কামকর্ম্মযোগানন্তর মেব সংন্যস্তকর্ম্মাণং সংন্যাসেন ত্যক্তকর্ম্মাণং। ততশ্চ জ্ঞানাভ্যাসানন্তরং ছিন্নসংশয়ং। সংশয়চ্ছেদানন্তরং আত্মবন্তং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতং সংশয়ং ছিত্বা যোগং নিষ্কামকর্ম্মযোগং আতিষ্ঠ আশ্রয়, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কর্ত্তুমিতিভাবঃ। ৪২ ॥

উক্তেষু মুক্ত্যপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশষ্যতে।
জ্ঞানোপায়স্ত কর্ম্মৈবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাস্বয়ং চতুর্থোহি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

সুখ লাভ হয়না, যেহেতু সংশয় রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে॥ ৪০ ॥

অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন, জ্ঞান দ্বারা সংশয় নাশকরেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না॥ ৪১ ॥

অতএব, হে ভারত! তোমার এই যে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান সম্ভূত; তাহাকে জ্ঞান খড়্গ দ্বারা ছেদন কর এবং নিষ্কাম কর্ম্ম যোগাশ্রয় পূর্ব্বক যুদ্ধ কর॥ ৪২ ॥

এই অধ্যায়ে মুক্তির উপায় সকলের মধ্যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং কর্ম্মই যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নিরূপিত হইল।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

—:*:—

অর্জ্জুন উবাচ ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ ! পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং ।। ১ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিশ্রেয়স করা বুভৌ ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাস্যাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ।।২।।

প্রোক্তং জ্ঞানাদাপি শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম তদ্দার্ঢ্যসিদ্ধয়ে ।
তৎপদার্থস্য চ জ্ঞানং সাম্যাদ্যা অপি পঞ্চমে ।।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রুতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি সংন্যাসমিতি । "যোগ-সংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং । আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।" ইতি বাক্যেন ত্বং কর্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্য কর্ম্ম সংন্যাসংব্রূষে । "তস্মাদজ্ঞান সম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনা-ত্মনঃ । ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ।।" ইত্যনেন পুনস্তস্যৈব কর্ম্মযোগঞ্চ ব্রূষে । নচ কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ একস্যৈকদৈব সম্ভবতঃ, স্থিতিগতি বদ্বিরুদ্ধ স্বরূপত্বাৎ । তস্মাৎজ্ঞানী কর্ম্মসংন্যাসং কুর্য্যাৎ কর্ম্মযোগং বা কুর্য্যাদিতি ত্বদভিপ্রায়ানবগতোঽহং পৃচ্ছামি —এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়ত্বয়া সুনিশ্চিতং তন্মেব্রূহি ।। ১ ।।

কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ কর্ম্মকরণে ন কোঽপিদোষঃ । প্রত্যুত নিষ্কামকর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধি দার্ঢ্যাৎ জ্ঞানাদার্ঢ্যমেব স্যাৎ । সন্ন্যাসিনস্তু কদাচিচ্চিত্ত বৈগুণ্যে সতি তদুপশম-নার্থং কিং কর্ম্মনিষিদ্ধং জ্ঞানাভ্যাস প্রতিবন্ধকস্তু চিত্ত বৈগুণ্যমেব বিষয় গ্রহণেতু বাহ্যাশিক্ষ-মেব স্যাদিতি ভাবঃ ।। ২ ।।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে যে যোগ দ্বারা কর্ম্মত্যাগ কর এবং পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদ পূর্ব্বক যুদ্ধ রূপ কর্ম্ম করিতে বলিলে । অতএব আমাকে নিশ্চয় রূপে বল কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্ম যোগের মধ্যে কি করিব ।। ১ ।।

ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম যোগ উভয়ই মঙ্গল জনক । তন্মধ্যে কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা যায় । প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ।। ২ ।।

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যঃ সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো ! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপিগম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

নচ সন্ন্যাস প্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃত সন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যং ইত্যাহ জ্ঞেয় ইতি। স তু শুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মী নিত্য সন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ। হে মহাবাহো! ইতি মুক্তিনগরীং জেতুং সএব মহাবীর ইতি ভাবঃ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ যচ্ছ্রেয় এতয়োরিতি ত্বদুক্তমপি বস্তুতো ন ঘটতে; বিবেকিভিরুভয়োঃ পার্থক্যাভাবস্তদৃষ্টত্বাৎ ইত্যাহ সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গঃ সন্ন্যাসো লক্ষ্যতে। সন্ন্যাস কর্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, নতু বিজ্ঞাঃ। জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসীতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অত একমপীত্যাদি॥ ৪ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি যদিতি। সাংখ্যৈঃ সন্ন্যাসেনযোগৈ নিষ্কাম কর্ম্মণা বহুবচনং গৌরবেণ। অতএব তদ্দ্বয়ং পৃথক্‌ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশ্যতি সপশ্যতি; চক্ষুষ্মান পণ্ডিত ইত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

কিন্তু সম্যক চিত্ত শুদ্ধি মনির্দ্ধারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ কর্ম্ম যোগস্ত সুখদ এবেতি পূর্ব্ব ব্যঞ্জিত মর্থং স্পষ্টমেবাহসন্ন্যাসস্তিতি। চিত্ত বৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ। অযোগতঃ কর্ম্মযোগাভাবাৎ চিত্ত বৈগুণ্য প্রশমক কর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসিন্যভাবাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ। সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুংভবতি। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ।—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ

যিনি নির্দ্বন্দ্ব এবং কর্ম্ম ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না তিনি নিত্য সন্ন্যাসী। তিনিই পরম সুখে কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন॥ ॥ ৩ ॥

তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি শ্রবণ কর। অপণ্ডিত মূঢ় মীমাংসকেরাই সাংখ্য যোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, পণ্ডিতগণ তাহা বলিবেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ যাহা সুষ্ঠু রূপে আচরণ কর তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে, যেহেতু উভয় পদ্ধতিই এক। কেবল নাম দুইটী ভিন্ন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া জানেন তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগ যুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮ ॥

কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ ॥" ইতি শ্রুতিরপি।—'যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা' ইতি। ভগবতাপি।—যত্নং সংযত ষড়্বর্গ ইত্যাদ্যুক্তং। তস্মাৎ যোগযুক্তঃ নিষ্কাম কর্ম্মবান্ মুনির্জ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীঘ্রং প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

কৃতেনাপি কর্ম্মণা জ্ঞানিন স্তস্য ন লেপ ইত্যাহ যোগেতি যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ।— বিশুদ্ধাত্মা বিজিত বুদ্ধিরেকঃ, বিজিতাত্মা বিশুদ্ধচিত্তো দ্বিতীয়ঃ; জিতেন্দ্রিয় স্তৃতীয়ঃ। ইতি পূর্ব্ব পূর্ব্বেষাং সাধন তারতম্যাদুৎকর্ষঃ। এতাদৃশে গৃহস্থে তু সর্ব্বেঽপি জীবা অনুরজ্যন্তী-ত্যাহ। সর্ব্বেষামপি ভূতানাং আত্মভূতঃ প্রেমাস্পদীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

যেন কর্ম্মণা লেপ স্তং প্রকারং শিক্ষয়তি নৈবেতি। যুক্তঃ কর্ম্মযোগী দর্শনাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ নিরভিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহংনৈব করোমীতি মন্যেত ॥ ৮ ॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখ জনক। যোগ যুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যোগ যুক্ত জ্ঞানী ত্রিবিধ। বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। ইঁহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট। ইঁহারা সর্ব্ব জীবের অনুরাগ ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হনন্য ॥ ৭ ॥

কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ আমি কিছুই করি নাই এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্য গ্রহণ, উন্মিষণ ও নিমিষণ কার্য্য কালে মনে করেন যে আমি যে জড় দেহে আছি, তাহাই এ সকল করিতেছে। আমি কিছু করি না ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥ ৯ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১১ ॥
সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে ময়ি কর্ম্মাণি সমর্প্য সঙ্গংত্যক্ত্বা সাভিমানোঽপি কর্ম্মাসক্তিং বিহায় যঃ কর্ম্মাণি করোতি। পাপেনেত্যুপলক্ষণং। সোঽপি কর্ম্মমাত্রেণৈব ন লিপ্যতে ॥ ৯ ॥

কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরিতি। ইন্দ্রায়স্বাহেত্যাদিনা হবির্দ্দানার্পণকালে, যদ্যপি মনঃ অন্যত্র তদপীত্যর্থঃ। আত্মশুদ্ধয়ে মনঃ শুদ্ধ্যর্থং ॥ ১০ ॥

কর্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তীএব মোক্ষবন্ধ হেতূ ইত্যাহ যুক্তো যোগী নিষ্কাম কর্ম্মীত্যর্থঃ। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠপ্রাপ্তাং শান্তিং মোক্ষমিত্যর্থঃ। অযুক্তঃ স কামকর্ম্মীত্যর্থঃ। কামকারেণ কামপ্রবৃত্ত্যা ॥ ১১ ॥

অতোঽনাসক্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসীতি পূর্ব্বোক্ত যৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবোচ্যতে ইত্যাহ। সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য কায়াদি ব্যাপারেণ বহিষ্কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। কুত্র নবদ্বারে পুরে পুরবদহং ভাবশূন্যে দেহে দেহী উৎপন্ন জ্ঞানো-জীবঃ নৈব কুর্ব্বন্নিতি কর্ম্মসুখস্য বস্তুতঃ কর্তৃত্বং নৈবাস্তীতি জানান। ন কারয়ন্নিতি নাপি তেষু যস্য প্রয়োজন কত্বমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্ম্ম করেন, পদ্ম পত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয়না, তিনি তদ্রূপ কর্ম্ম পাপে লিপ্ত হন না ॥৯॥

চিত্ত শুদ্ধির জন্য যোগী সকল, কর্ম্ম ফলাসক্তি ত্যাগ করত কায় মন বুদ্ধি দ্বারা কখন কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মাচরণ করেন ॥ ১০ ॥

যোগী কর্ম্ম ফলত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্ঠিকীশান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন। পক্ষান্তরে অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকাম কর্ম্মী কাম প্রবৃত্তি দ্বারা ফলাসক্তি সহকারে কর্ম্মবদ্ধ হন ॥ ১১ ॥

যাহে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে সন্ন্যাস করত নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ রূপ গৃহে জীব পরম সুখে বাস

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৩॥
না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৪॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিত মাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥১৫॥

ননু চ যদি জীবস্য বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বর সৃষ্টে জগতি সর্ব্বত্র জীবস্য কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি দর্শনান্মন্যে পরমেশ্বরেণৈব বলাত্তস্য কর্তৃত্বাদিকং সৃষ্টং। তথাসতি তস্মিন্ বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে প্রসক্তে তত্র নহি নহীত্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি। নাপি তৎ কর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্মাণ্যপি। নচকর্ম্ম ফলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি। কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽনাদ্যবিদ্যৈব প্রবর্ত্ততে। তং জীবঃ কর্তৃত্বাদ্যভিমান মারোহয়ি তু মিতি ভাবঃ॥ ১৩ ॥

যস্মাদসাধু সাধুকর্ম্মণাং ঈশ্বরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিত্বমিত্যাহ। নাদত্তে ন গৃহ্নাতি। কিন্তু তদীয়া খলু যা শক্তি রবিদ্যা সৈব জীবজ্ঞানমাবৃণোতীত্যাহ। অজ্ঞানেনাবিদ্যয়া। জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং; তেন হেতুনা॥ ১৪ ॥

যথা অবিদ্যা তস্যজ্ঞানমাবৃণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যা শক্তিরবিদ্যাং বিনাশ্য জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। জ্ঞানেন বিদ্যাশক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাং তেষাং জীবানাং জ্ঞানমেব কর্তৃ, আদিত্যবদিতি। আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যো বা দিদ্যাং বিনাশ্য তজ্জীব নিষ্ঠং জ্ঞানং পরং অপ্রাকৃতং প্রকাশয়তি। তেন পরমেশ্বরো ন কমপি বধ্নাতি, নাপি কমপি মোচয়তি। কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্ম্মে ক্রমেণ

করিতে থাকেন। তিনি নিজে কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না॥ ১২ ॥

জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে পরমেশ্বর কর্তৃক সমস্ত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতেছে। লোকের কর্তৃত্বও কর্ম্ম পরমেশ্বর কর্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নির্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্ম ফল সংযোগও তৎ কর্তৃক নয়। এসকল জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয়॥ ১৩ ॥

জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞান স্বরূপ, অবিদ্যাশক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধ দশা প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমান রূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কর্ম্মকর্তা বলিয়া অভিমান করে॥ ১৪ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্দ্ধূত কল্মষাঃ॥ ১৬॥
বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৭॥

বধ্নাতি মোচয়তি চ; কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব তৎপ্রয়োজকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ; অনাসক্তি শান্ত্যাদয়ো-মোচকাশ্চ প্রকৃতেরেব ধর্ম্মাঃ। কিন্তু পরমেশ্বরস্যান্তর্যামিত্বে এব প্রকৃতে স্তে তে ধর্ম্মা উদ্বুধ্যন্তে ইত্যেতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে॥ ১৫ ॥

কিন্তু বিদ্যা জীবাত্ম জ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, নতু পরমাত্মজ্ঞানং, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যইতি ভগবদুক্তেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্ব্বিশেষতো ভক্তিঃকার্য্যা ইত্যতআহ তদ্বুদ্ধয় ইতি। তৎপদেন পূর্ব্বপ্রক্রান্তো বিভুঃ পরামৃশ্যতে। তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্যেষাং তে, তন্মনপরা ইত্যর্থঃ। তদাত্মানস্তন্মনস্কাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠাঃ "জ্ঞানঞ্চ-ময়ি সংন্যসেদিতি" ভগবদুক্তেঃ। দেহাদ্যতিরিক্তাত্ম জ্ঞানেঽপি সাত্ত্বিকে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাস্তৎপরায়ণা স্তদীয়শ্রবণ কীর্ত্তন পরাঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—"ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি"। জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ জ্ঞানেন বিদ্যয়ৈব পূর্ব্বমেব ধ্বস্ত সমস্তাবিদ্যাঃ॥ ১৬ ॥

ততশ্চ গুণাতীতানাং তেষাং গুণময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময়ং বিশেষমজিঘৃক্ষূণাং সম-বুদ্ধিরেব স্যাদিত্যাহ বিদ্যেতি। ব্রাহ্মণে গবি ইতি সাত্ত্বিকজাতিত্বাৎ হস্তিনি মধ্যমে শুনি চ শ্বপাকেচেতি তামসজাতিত্বাদধমেঽপি তত্তদ্বিশেষাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ গুণাতীতাঃ বিশেষাগ্রহণমেব সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে॥ ১৭ ॥

জ্ঞান দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অপ্রাকৃত জ্ঞানই বিদ্যা। যে সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের নিকট পরম জ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া, অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে॥ ১৫ ॥

সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ বিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা অবিদ্যারূপ কল্মষ বিদ্যার দ্বারা ধৌত করত অপুনরাবৃত্তি রূপ মোক্ষ লাভ করেন। আমাতে যাহাদের অপ্রাকৃত রতি তাহাদের আর জড়রতি হয়না। তখন তাহারা আমারই শ্রবণকীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়ে॥ ১৬ ॥

অপ্রাকৃত গুণ লব্ধ জ্ঞানী সকল প্রাকৃত গুণ দ্বারা উত্তম মধ্যমাধম

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যেস্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৮।।
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থির বুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।। ১৯ ।।
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ।। ২০ ।।
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয়এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ ।। ২১।।

সমদৃষ্টিত্বং স্তৌতি। ইহৈব ইহলোকএব সৃজ্যত ইতি সর্গঃ। সংসারোজিতঃ পরাভূতঃ।। ১৮ ।।

এবং লৌকিক প্রিয়াপ্রিয়াদ্যোরপি তেষাং সাম্যমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে। সাধন দশায়ামেব মভ্যসেদিতি বিবক্ষয়া বা লিঙ্। অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাং অভিমান নিবন্ধনত্বেন সংমোহমাত্রত্বাৎ: স চ বাহ্যস্পর্শেষু বিষয়সুখেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ। তত্র হেতুঃ আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি সতি প্রাপ্তে যৎসুখং তৎ অক্ষয়ং সুখং। সএব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। নহি নিরন্তর মমৃতাস্বাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাবঃ।। ১৯ ।। ২০ ।।

বিবেকবানেব বস্তুতো বিষয় সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ যে হীতি।। ২১ ।।

রূপ যে বৈষম্য তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তি, কুক্কুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সম দর্শনপ্রযুক্ত পণ্ডিত সঙ্গালাভ করেন।। ১৭ ।।

যাঁহাদের মন সাম্যেস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ লোকেই স্বর্গ অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম সমত্ব প্রযুক্ত নির্দ্দোষ। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত।। ১৮ ।।

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্ত মন হইয়া স্থির বুদ্ধি হন। জড় জগতের প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না। তিনি চিদ্গত সুখ লাভ করেন। তিনি ব্রহ্ম যোগ যুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন।। ১৯ ।। ২০ ।।

এরূপ বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থ রূপ বিষয় সুখে আসক্ত হন না। ইন্দ্রিয়ার্থ জনিত সুখ সকল দুঃখকে প্রসব করে। তাহারা কেবল সংস্পর্শ

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২২॥
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধি গচ্ছতি ॥ ২৩॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ।
ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্ব ভূত হিতেরতাঃ ॥ ২৪ ॥
কাম ক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৫ ॥

সংসারসিন্ধৌ পতিতোঽপ্যেষ এব যোগী এবএব সুখীত্যাহ শক্নোতীতি ॥ ২২ ॥

যস্ত সংসারাতীত স্তস্ত তু ব্রহ্মানুভব এব সুখমিত্যাহ য ইতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখংযস্ত সঃ। যতোঽন্তরাত্মন্যেবরমতে, অতোঽন্তরাত্মন্যেব জ্যোতির্দৃষ্টি র্যস্ত সঃ ॥ ২৩ ॥

এবং বহবএব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহলভন্ত ইতি ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাতত্বং পদার্থানাং অপ্রাপ্ত পরমাত্মজ্ঞানানাং কিয়তাকালেন ব্রহ্ম নির্ব্বাণ সুখং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ কামেতি। যতচেতসাং উপরত মনসাং ক্ষীণলিঙ্গশরীরাণামিতি যাবৎ। অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেনৈব বর্ত্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্ব্বাণে তস্য নৈবাতিবিলম্বং ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্ত বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য নয়। হে কৌন্তেয়! সেই সকল অনিত্য সুখে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ক্রমেই রতি লাভ করেন না। দেহ যাত্রার জন্য কেবল তৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল নিষ্কাম রূপে স্বীকার করেন ॥ ২১ ॥

জড় শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া, যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহন করিতে সক্ষম হন, তিনিই প্রকৃত সুখী ॥ ২২ ॥

যিনি বাহ্য জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিকে অনিত্য জানিয়া অন্তর্জগতের সুখ আরাম ও জ্যোতিরূপ সাবিদ্যক জ্ঞানকে স্বীকার করত ব্রহ্ম ভূত হন, তিনি যোগী এবং তিনি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

যতচিত্ত, সর্ব্ব ভূত হিত কার্য্যেরত, এবং সংশয় রহিত ক্ষীণ পাপ ঋষি সকল ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধ হীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়। সংসার স্থিত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগী সর্

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তর চারিণৌ ॥ ২৬॥
যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি র্মুনির্ম্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭ ॥

তদেবমীশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগেনান্তঃকরণ শুদ্ধিঃ। ততোজ্ঞানং ত্বং পদার্থবিষয়কং। তত স্তৎপদার্থ জ্ঞানার্থং ভক্তিঃ। তদুত্থজ্ঞানেন গুণাতীতেন ব্রহ্মানুভব ইত্যুক্তং। ইদানীং নিষ্কাম কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃ করণস্যাষ্টাঙ্গ যোগং ব্রহ্মানুভব সাধনং জ্ঞানযোগাদপৃথক্‌কৃষ্টত্বেন ষষ্ঠাধ্যায়ে বক্তুং তৎ সূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ স্পর্শানিতি। বাহ্যাএব শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধাঃ স্পর্শশব্দ বাচ্যাঃ। মনসি প্রবিশ্য যে বর্ত্তন্তে তান্ তস্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্বা বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে মধ্যেকৃত্বা নেত্রয়োঃসংপূর্ণ নিমীলনে নিদ্রয়া মনোলীয়তে উন্মীলনেন বহিঃ প্রসরতি। তদুভয় দোষ পরিহারার্থং অর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাস নিশ্বাস রূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধাধোগতি নিরোধেন সমৌকৃত্বা যতা বশীকৃতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সৎ বিচার পূর্ব্বক সদ্বস্তু যে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম, তাহাতে অবস্থান করেন। তাহাতে জড় দুঃখ রূপ ক্লেশ নির্ব্বাণ হয়। ইহাকেই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বলে॥ ২৫

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম যোগ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি। অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইতে ত্বং পদার্থ নিরূপক জ্ঞান। সেই জ্ঞান জনিত তৎ পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ ভক্তি। ভক্তি জনিত গুণাতীত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মানুভব। এই সকল ক্রম তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব সাধন রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব। তাহার আভাস রূপ কএকটি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করত চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া নাসিকার মধ্যভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। সম্পূর্ণ নিমীলন দ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন দ্বারা বহিদৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্দ্ধ নিমীলন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে যে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিপাত হয়। উচ্ছাস নিশ্বাস রূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু চারিত করিয়া ঊর্দ্ধাধোগতি নিরোধ পূর্ব্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে। এই প্রকারে আসীন ও মুদ্রাযুক্ত হইয়া, জিতেন্দ্রিয়, জিত মন ও জিত বুদ্ধি মোক্ষ পরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব অভ্যাস করিলে,

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং যান্তি মৃচ্ছতি ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সংন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

এবম্ভূতস্য যোগিনোঽপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যৈব পরমাত্ম জ্ঞানেনৈব মোক্ষইত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং কর্ম্মিকৃতানাং, তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং, ভোক্তারং পালয়িতারমিতি কর্ম্মিণাংজ্ঞানিনাং চোপাস্যং, সর্ব্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিয়ন্তারং অন্তর্যামিনং যোগিনামুপাস্যং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানামুপাস্যাৎ মাং জ্ঞাত্বেতি সত্বগুণময় জ্ঞানেন নির্গুণস্য মমানুভবাসম্ভবাৎ "ভক্ত্যাহ মেকয়াগ্রাহ্য" ইতি মদুক্তেঃ। নির্গুণয়াভক্ত্যৈব যোগী স্বোপাস্যং পরমাত্মানং মাং অপরোক্ষানুভব গোচরী কৃত্য শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৮ ॥

নিষ্কাম কর্ম্মণাজ্ঞানী যোগী চাত্র বিমুচ্যতে।
জ্ঞাত্বাত্ম পরমাত্মানা বিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ২ ॥

গুণাতীত ধর্ম্ম রূপ জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব নিষ্কামকর্ম্মযোগ সাধনকালে অষ্টাঙ্গযোগকেও তদঙ্গ বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

এবম্ভূত যোগীগণও ভক্তিজনিত পরমাত্মজ্ঞান দ্বরাই মোক্ষ লাভ করেন। কর্ম্মীদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্যা সমূহের ভোক্তা অর্থাৎ পালয়িতা বলিয়া আমাকেই জানিবে। যোগীদিগের উপাস্য অন্তর্যামী পুরুষ রূপ আমি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। আমিই কৃপা করিয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্তি উপদেশ পূর্ব্বক জীবের হিত সাধন করি। যোগীগণ স্বোপাস্য পরমাত্মাচিন্তা দ্বারা নির্গুণতা লাভ করিলে ভগবৎ স্বরূপ আমাকে জানিতে পারেন। আমি সর্ব্ব লোক মহেশ্বর। আমাকে ভগবৎ স্বরূপে জানিতে পারিলে, যোগীগণ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানী ও যোগী নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার তত্ব অবগত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥ ১॥
যং সন্ন্যাসামিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব!!
নহ্যসংন্যস্ত সংকল্পো যোগীভবতি কশ্চন॥ ২॥

ষষ্ঠেষু যোগিনোযোগ প্রকার বিজিতাত্মনঃ।
মনসশ্চঞ্চল স্যাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে॥

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিষ্কামকর্ম্মসহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ। কর্ম্মফলমনাশ্রিতঃ অনপেক্ষ্যমাণঃ কার্য্যং অবশ্য কর্ত্তব্যত্বেন শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, সএব কর্ম্মফলসংন্যাসাৎ সন্ন্যাসী, সএব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগীচোচ্যতে। নচ নিরগ্নিঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মমাত্র ত্যাগবানেব সন্ন্যাস্যুচ্যতে। নচাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্যঃ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রএব যোগীচোচ্যতে॥ ১ ॥

কর্ম্মফলত্যাগএব সন্ন্যাস শব্দার্থো। বস্তুত স্তথা বিষয়েভ্যশ্চিত্ত নৈশ্চল্যমেব যোগ-শব্দার্থঃ। তস্মাৎ সন্ন্যাস যোগশব্দয়োরৈকার্থ্যমেবাগত মিত্যাহ য মিতি। অসংন্যস্ত ন সংন্যস্তস্ত্যক্তঃ সংকল্পঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ॥ ২ ॥

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবেনা এবং অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টা শূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গ যোগী হয় তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক যিনিকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ১ ॥

হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলাযায়, তাহাকেই যোগ বলা যায়। কাম সঙ্কল্প পরিত্যাগ নাকরিলে জীব কখন যোগী পদ বাচ্য হয়না। পূর্ব্বে আমি তোমাকে সাঙ্খ্য ও কর্ম্ম যোগের যে রূপ একতা দেখাইয়াছি সেইরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ ও কর্ম্মযোগের ঐকতা এখন দেখাইব। বাস্তব বিচারে সাংখ্য, কর্ম্ম

আরুরুক্ষোর্মুনেৰ্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্ব সংকল্প সংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

নমু তর্হ্যষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবমেব নিষ্কাম কর্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং নিশ্চলধ্যানযোগং আরোঢ়ুমিচ্ছোঃ তদারোহে কারণং কর্ম্মচোচ্যতে, চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। ততস্তস্যযোগং ধ্যানযোগমারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপক সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ কারণং ॥ ৩ ॥

তদেবং সম্যক্ চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুরুক্ষুঃ। সম্যক্ শুদ্ধচিত্তস্য যোগারূঢ়স্তজ্জ্ঞাপকং লক্ষণমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু। কর্ম্মসু তৎসাধনেষু ॥ ৪ ॥

যস্মাদিন্দ্রিয়ার্থাসক্ত্যা এবাত্মা সংসারকূপে পাতিত স্তং যত্নেনোদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিষয়াসক্তি রহিতেন মনসা। আত্মানং জীবং উদ্ধরেৎ। বিষয়াসক্তি সহিতেন মনসাতু আত্মানং নাবসাদয়েৎ ন সংসারকূপে পাতয়েৎ। তস্মাদাত্মা মনএব বন্ধুর্মনএব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

যোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ ইহারা কেহ পৃথক্ নয়। মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

যোগ একটী সোপান বিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থা অর্থাৎ জড় তুল্য জড় বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদাবস্থা পর্য্যন্ত একটী সোপান আছে। সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটী নাম আছে। কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ সোপানের দুইটী স্থূল বিভাগ। যোগারুরুক্ষু মুনি সকল অর্থাৎ যাঁহারা আরোহণ কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই কারণ বা লক্ষ্য। আরূঢ় পুরুষদিগের শম বা শান্তিই কারণ বা লক্ষ্য। ঐ দুইটী স্থূল বিভাগের নাম কর্ম্ম ও শান্তি ॥ ৩ ॥

সেই সময়েই জীবকে যোগারূঢ় বলা যায়, যে সময় ইন্দ্রিয়ার্থ সকলে এবং কর্ম্মে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণ রূপে সঙ্কল্প সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥ ৪ ॥

বিষয়াসক্তি রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার সৃষ্টির দ্বারা অবসন্ন করিবেনা। মনই জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাব মানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুষু।

কস্য স বন্ধুঃ কস্য স রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেন আত্মা মনো-জিতঃ তস্যজীবস্য স আত্মা মনোবন্ধুঃ। অনাত্মনো অজিত মনসস্তু আত্মৈব মনএব শত্রুবৎ শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি ত্রিভিঃ। জিতাত্মনোজিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদি রহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ। শীতাদিষু সৎস্বপি মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তয়োরপি ॥ ৭ ॥

জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মাচিত্তং যস্য সঃ। কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্যস্থিতঃ, সর্ব্ববস্তুঘনাসক্তত্বাৎ। সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ। লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাসংশী ॥ মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকারী। অরির্ঘাতকঃ। উদা-সীনঃ বিবদমানয়োরুপেক্ষকঃ। মধ্যস্থঃ বিদবমানয়ো র্বিবাদাপহারার্থী। দ্বেষ্যঃ অপকারক ত্বাৎ দ্বেষার্হঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী সাধবো ধার্ম্মিকাঃ। পাপাঃ অধার্ম্মিকাঃ। এতেষু সমবুদ্ধিস্তু বিশিষ্যতে। সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাৎ সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥

যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মন তাঁহার বন্ধু। অজিত মনা ব্যক্তির শত্রু মনই তাঁহার শত্রু ॥ ৬ ॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে। তিনি মনকে জয় করিয়াছেন। তিনি রাগাদি রহিত। তিনি সমাধিস্থ। শিতোষ্ণ ও সুখদুঃখ ও মানাপমান, প্রাপ্ত হইয়াও অবিচালিত ॥ ৭ ॥

তিনি উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতি রূপ বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত। চিৎ স্বভাবেস্থিত। জিতেন্দ্রিয়। লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমুদায়ই যে জড় পরিণতি এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্ত ॥ ৮ ॥

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্ম্মিক ও পাপাচারী এ সকলের প্রতি সমবুদ্ধি দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চেলাজিন কুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অথ সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা স যোগী পরমোমত ইত্যন্তেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনোযুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা। চেলাজিন কুশোত্তর মিতি। কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসনং, তদুপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েত্যর্থঃ। আত্মনোঽন্তঃ করণস্য বিশুদ্ধয়ে বিক্ষেপ শূন্যত্বেনাতি সূক্ষ্মতয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার যোগ্যতায়ৈ। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যেতি শ্রুতেঃ" ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

কায়ো দেহমধ্যভাগঃ। সমং অবক্রং, অচলং নিশ্চলং। ধারয়ন্ কুর্ব্বন্। মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মচ্চিত্তো মাংচতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। মৎপরঃ মদ্ভক্তি পরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন। তিনি দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে অপরিগ্রহ অর্থাৎ অসৎ পরিগ্রহ বর্জন করিবেন ও ফল কামনা শূন্য হইবেন ॥ ১০ ॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে কুশাসনোপরি মৃগ চর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক, তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শরীর মস্তক ও গ্রীবাকে সমান ভাবে রাখিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না হয় তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা ভয় শূন্য, ও ব্রহ্মচারী ব্রতে-

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ! ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

আত্মানং মনোযুঞ্জন্ ধ্যানযোগ যুক্তং কুর্ব্বন্। যতো নিয়ত মানসঃ বিষয়োপরতচিত্তঃ। নির্ব্বাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্যো যস্যাং। ময়্যেব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মণি সম্যক স্থা স্থিতির্যস্যাং তাং শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাং। অত্যশ্নতঃ অধিকং ভুঞ্জানস্য। যদুক্তং— "পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ইতি।" ॥ ১৬ ॥

যুক্তো নিয়তএব আহারো ভোজনং বিহারো গমনঞ্চ যস্য তস্যকর্ম্মসু ব্যবহারিক পারমার্থিক কৃত্যেষু যুক্তা নিয়তাএব চেষ্টা বাগ্ব্যাপারাদ্যা যস্য তস্য ॥ ১৭ ॥

যোগী নিষ্পন্ন যোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং নিরুদ্ধং চিত্তং আত্মনি স্বস্মিন্নেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ।

স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন পূর্ব্বক চতুর্ভুজ স্বরূপ আমার বিষ্ণু মূর্ত্তিতে পরমাত্ম পরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন। ১৩। ১৪ ॥

এই রূপ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড় সম্বন্ধীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। যদি ভক্তি পরায়ণতার অভাব নাহয় তবে ক্রমে মৎসংস্থ নির্ব্বাণ পরাশান্তি অর্থাৎ জড় মোক্ষ ও চিৎ প্রকৃতিকে যোগী লাভ করেন। ১৫ ॥

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয়, এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, কর্ম্ম সকলে যুক্ত চেষ্ঠ, যুক্ত নিদ্রা, যুক্ত জাগ্রত্ব ব্যক্তিদিগেরই ক্রম চেষ্ঠা দ্বারা জড় দুঃখ নাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

যখন যোগীর চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষ সমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত জড় কাম শূন্য হইয়া পুরুষ যোগ যুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতস্থো নির্ব্বাত দেশস্থিতো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি যঃ সএব দীপ উপমা যথা যথাবদিত্যর্থঃ। সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ কস্যোপমা ইত্যত আহ যোগিন ইতি॥ ১৯ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তীত্যাদৌ যোগশব্দেন সমাধিরুক্তঃ। সচ সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞাতশ্চঃ। সবিতর্ক সবিচারাদি ভেদাৎ সংপ্রজ্ঞাতো বহুবিধঃ। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপো যোগঃকীদৃশঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তত্রহেতুর্নিরুদ্ধমিতি। তথাচ পাতঞ্জলি সূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ ইতি।" যত্রেত্যাদিপদানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। আত্মনা পরমাত্মাকারান্তঃকরণেন আত্মানং পরমাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রত্যং সুখং প্রাপ্নোতি। ২০ ॥

বায়ু শূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

এই রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতি ক্রমে চিত্ত সমস্ত জড় বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়। তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করত তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলি মুনি যে দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ যোগ বিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে নাপারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদীগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে মোক্ষ বলেন, তাহা অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্য অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য সংবেদন স্বীকার রূপ দ্বৈতভাব দ্বারা কৈবল্য হানি হইবে। পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেননা। তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এই মাত্র বলিয়াছেন,—

"পুরুষার্থ শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যংস্বরূপ
প্রতিষ্ঠা বা চিত্ শক্তিরিতি৷"

গুণ সকল ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ শূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকংততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২॥

যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং তদেব যত্র সমাধৌ সতিবেত্তি। বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়ৈব গ্রাহ্যং। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিতং। অতএব যত্রস্থিতঃসন্ তত্ত্বত আত্ম স্বরূপান্নৈব চলতি। ২১ ॥

অতএব যং লাভং লব্ধা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে॥ ২২ ॥

উদ্ভব করিবে না। তখন চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়। তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়। তাহাকে চিতি শক্তি বলে। গাঢ় রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংশ স্বীকার করিলেননা। কেবল গুণ সকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। চিতিশক্তি শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ ধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত সম্বন্ধ যোগে আত্মার যে দশা তাহারই নাম আত্ম গুণবিকার। তাহা গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে আনন্দ তাহা লোপ হইবে এরূপ পতঞ্জলির শিক্ষা নয়! প্রকৃতি বিকার শূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে। সেই আনন্দই সুখ স্বরূপ। তাহাই যোগের চরম ফল। তাহাকেই ভক্তি বলে, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে॥ ২০ ॥

সমাধি দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিসবিতর্ক, সবিচারাদি ভেদে বহুবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিত, আত্মাকারাবুদ্ধি গ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্ম সুখে অবস্থিত যোগী—চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয়না। এই অবস্থা না লাভ করিতেপারিলে অষ্টাঙ্গ যোগে জীবের মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতি রূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম উদ্দেশ্য রূপ সমাধি সুখ হইতে বিচালিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ সাধন সময়ে অনেক অমঙ্গল ভয় আছে। ভক্তিযোগে যে সেরূপ আশঙ্কানাই, তাহা পরে কথিত হইবে।২১॥

সমাধিতে যে সুখলব্ধ হয় তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে যোগী

তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং।
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ চেতসা॥ ২৩ ॥

দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাংপ্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাৎ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং মে যোগঃ সংসেৎস্যত্যেবেতি যো নিশ্চয়ঃতেন। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা 'এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃপরং কষ্টে নেত্যনুতাপো নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা। ইহজন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে ত্বরয়া ইতি ধৈর্য্যযুক্তেন মনসা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ;—"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈক বিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ, ইতি। উৎসেক উৎসেচনং; শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র কাচিদাখ্যায়িকাস্তি।—কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোজহার। সচ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ স বহুভিঃপক্ষিভির্বন্ধুভি-র্যুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকুল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎ সাহায্যায় প্রেষয়ামাস। সমুদ্রস্ত্বদীয় জ্ঞাতিদ্রোহেন ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন ততো গরুড় পক্ষ বাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি। এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্তমান মুৎসাহ বন্তং অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যং॥ ২৩ ॥

শ্রেষ্ঠ মনে করেন না অর্থাৎ দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ দ্বারা যে সকল ক্ষণিক সুখোৎপত্তি হয় সে সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই,দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা,পীড়া, অভাব ও মরণপর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখ সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি সুখ সম্ভোগ করেন। সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম সুখ পরিত্যাগ করেন না। ২২ ॥

দুঃখ সকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগফল লাভ সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না। অর্থাৎ যোগফল লাভ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে অধ্যবসায় করিবেন। ২৩ ॥

সংকল্প প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিযম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেন যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশ যোগভ্যাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যং। অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ সংকল্পেতি দ্বাভ্যাং। কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকংকৃত্যং। ২৪ ॥

নকিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যং। ২৫ ॥

যদিচ প্রাক্তন দোষোদ্গমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদাপুনর্যোগমভ্যসেদিত্যাহ যতো যত ইতি ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তস্য সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ প্রশান্তেতি। সুখং কর্ত্তৃ, যোগিনমুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

যোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামসিদ্ধ ফল সঙ্কল্প জনিত কাম সমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবে। ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে ধ্যান ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্ম সমাধি করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবেনা। দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবেন না, ইহাই উপদিষ্ট হইল। ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য। ২৪ ॥ ২৫ ॥

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। কখন কখন বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। ২৬ ॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয় সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিতরজঃ যোগী-পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন। ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ কৃতার্থ এব ভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি সুখমশ্নুতে। জীবন্মুক্ত এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

জীবন্মুক্তস্য তস্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারং দর্শয়তি সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানমিতি। পরমাত্মনঃ সর্ব্ব-ভূতাধিষ্ঠাতৃত্বং। আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতাধিষ্ঠানঞ্চ। ঈক্ষতে অপরোক্ষতয়া অনুভবতি যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ। সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

এবমপরোক্ষানুভবিনঃ ফলমাহ যোমামিতি। তস্যাহং ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষী ভবামি। তথা মৎ প্রত্যক্ষতায়াং শাশ্বতিক্যাং সত্যাং স যোগী মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি,ন কদাচিদপি ভ্রশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগত কল্মষ হইয়া ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন। অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভক্তি। ২৮ ॥

সেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখ কিরূপ তাহা সংক্ষেপতঃ বলি। সমাধি প্রাপ্ত যোগীর দুইটী ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব ব্যবহার এইরূপ হয়। আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন। ক্রিয়া ব্যবহারে তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। পরে দুইটী শ্লোকে ভাব ও এক শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। ২৯ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন আমি তাঁহার হই," অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে আমি তাহার সে আমার এইরূপ একটী সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাহাকে শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না। সে আমার দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না। ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি সযোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন!।
সুখংবা যদিবা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ ॥

এবং মদপরোক্ষানুভবাৎ পূর্ব্বদশায়ামপি সর্ব্বত্র পরাত্ম ভাবনয়া ভজতো যোগিনো ন বিধি কৈঙ্কর্য্যং ইত্যাহ সর্ব্বেতি। পরমাত্মৈব সর্ব্বকারণত্বাদেকোঽস্তীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণ স্মরণাদি ভজন যুক্তো ভবতি। স সর্ব্বথা শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ন কুর্ব্বন্ বা বর্ত্তমানো ময়ি বর্ত্ততে, নতু সংসারে ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ সাধন দশায়াং যোগী সর্ব্বত্র সমঃস্যাদিত্যুক্তং। তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে আত্মৌপম্যেনেতি। সুখং বা দুঃখং বেতি। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখমপ্রিয়ং, তথৈবান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, নতু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ॥ ৩২ ॥

যোগীর সাধন কালে যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বর ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহা সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পরমত্ত্বের সাধনও সিদ্ধ কাল গত দ্বৈত বুদ্ধি রহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তিতে একত্ব বুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী-ভজন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্য্যকালে কর্ম্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে যোগ উপদেশ স্থলে কথিত আছেঃ—

দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায়চ।
তন্ময়োভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥

দিক্ ও কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাহাতে চিত্ত বিধান করিলে তন্ময়তা দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখ উদিত হয়। কৃষ্ণভক্তিই যোগ সমাধির চরমতা। ৩১ ॥

যোগীর ক্রিয়া ব্যবহার কিরূপ তাহা বলি শুন। তিনিই পরমযোগী যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। সমদৃষ্টির অর্থ এই যে অন্য সমস্ত জীবকে ব্যবহার স্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ অন্য জীবের সুখ নিজ সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য জীবের দুঃখ নিজ দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক এরূপ জানেন। অতএব সমস্ত জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন। ইহাকেই সমদর্শন বলে। ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ! ।
এতস্যাহংনপশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥ ৩৩॥
চঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং ।
তস্যাহং নিগ্রহংমন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

ভগবদুক্ত লক্ষণস্য সাম্যস্য দুষ্করত্ব মালক্ষ্যাহ যোঽয়মিতি। এতস্য সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগস্যস্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি। এষ যোগঃ সর্ব্বদা ন তিষ্ঠতি। কিন্তু ত্রিচতুর দিনান্যেবেত্যর্থঃ, কুতশ্চঞ্চলত্বাৎ। তথাহি আত্মসুখদুঃখসমমেব সর্ব্বজগদ্বর্ত্তিজনানাং সুখ দুখং পশ্যেদিতিসাম্যমুক্তং। তত্র যে বন্ধবস্তটস্থাশ্চ, তেষু সাম্যাভবেদপি। যে রিপবো ঘাতকাঃ দ্বেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব। নহি ময়া স্বস্য যুধিষ্ঠিরস্য দুর্য্যোধনস্য চ সুখদুঃখে সর্ব্বথা তুল্যে দ্রষ্টুং শক্যেতে। যদি চ স্বস্য স্বরিপুণাঞ্চ জীবাত্ম পরমাত্ম প্রাণেন্দ্রিয় দৈহিক ভূতানি সমানান্যেবেতি বিবেকেন পশ্যেত, তদাতংখলু দ্বিত্রি দিনান্যেব স্যাৎ। বিবেকেনাতি প্রবলস্যাতি চঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহনাশক্যত্বাৎ। প্রত্যুত বিষয়াসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রসামানত্ব দর্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

এত দেবাহ চঞ্চলমিতি। নম্বাত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথ মেব চ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ।" প্রাহুঃ—শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়া ন ভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশং। বর্ত্মাতি মাত্রাধিষণাঞ্চ সূতমিতি স্মৃতেশ্চ বুদ্ধের্মনোনিয়ন্তৃত্ব দর্শনাদ্বিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা মনোবশীকর্ত্তুং শক্যমেবেতি চেত্তত্র আহ। প্রমাথি বুদ্ধিমপি প্রকর্ষেণ মথ্নাতীতি, তৎ কুত ইতি চেত্তত্র আহ বলবৎ। স্বপ্রশমক মৌষধমপি বলবান্ রোগো যথা নগণয়তি, তথৈব স্বভাবাদেব বলিষ্ঠং মনোবিবেকবতীমপি বুদ্ধিং। কিঞ্চ দৃঢ়ং অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসূচ্যাপি লোহমিব সহসা ভেত্তুমশক্যং। বায়োরিতি আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিগ্রহং কুম্ভকাদিনানিরোধমিব যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোঽপি নিরোধং দুষ্করং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে। তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ যে বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি যে বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনের আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রু মিত্র প্রভৃতি সমবুদ্ধি কেবল দুই চারি দিন থাকা সম্ভব। তত্রা-

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপইতিমে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্তমর্থমঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি অসংশয়মিতি। তয়োক্তং সত্যমেব। কিন্তু বলবানপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধ সেবয়া সদ্বৈদ্য প্রযুক্ত প্রকারয়া মুহুরভ্যস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা দুর্নিগ্রহমপি মনঃ অভ্যাসেন সদ্গুরূপদিষ্ট প্রকারেণ পরমেশ্বর ধ্যান যোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তথাচ পাতঞ্জল সূত্রং। "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ ইতি।" মহাবাহো ইতি সংগ্রামে ত্বয়া যন্মহাবীরা অপি বিজীয়ন্তে। সচ পিণাকপাণিরপি বশীকৃতস্তেনাপি কিং যদি মহাবীর শিরোমণি র্মনোনামা প্রাধানিকোভটো মহাযোগাস্ত্র প্রয়োগেন জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহুতেতি ভাবঃ। হে কৌন্তেয়! ইতি তত্র ত্বং মাভৈষীঃ। মৎপিতুঃ স্বসুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রেত্বয়ি ময়াসাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ। অসংযতাত্মনা অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনোযস্য তেন। তাভ্যাং তু বশ্যাত্মনা বশীভূত মনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো নিরোধ লক্ষণঃ সমাধিরুপায়তঃ সাধনভূয়স্ত্বাৎ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান কহিলেন হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে। কিন্তু যোগ শাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

আমার উপদেশ এই যে যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না। কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন তিনি যোগ সিদ্ধ অবশ্যই হইয়া থাকেন। যথার্থ উপায় সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি দ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য সহকারে বিষয় স্বীকার করেন তিনি যোগ সিদ্ধি ক্রমশঃ লাভ করিতে থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাংগতিংকৃষ্ণ! গচ্ছতি ॥৩৭॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃপথি ॥ ৩৮ ॥

নমু অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নবতৈব পুংসা যোগোলভ্যত ইতি ত্বয়োচ্যতে। যস্য এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কাগতিরিতি পৃচ্ছতি। অযতিঃ অল্পযত্নঃ। অনবর্ণায় খাগুরিতি বদল্পার্থে নঞ্। অথচ শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগশাস্ত্রাস্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, নতু লোকবঞ্চকত্বেন মিথ্যাচারঃ। কিন্তু, অভ্যাস বৈরাগ্যয়োরভাবেন যোগাচ্চলিতং বিষয় প্রবণীভূতং মানসং যস্য সঃ। অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিং অপ্রাপ্যেতি যৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিন্তু প্রাপ্ত এবেতি যোগারুরুক্ষাভূমিকাতোঽগ্রিমাং যোগারোহ ভূমিকায়াঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃচিৎ ইতি প্রশ্নে উভয় বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাচ্চ্যুতঃ। যোগমার্গঞ্চ সম্যগপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি। যথা ছিন্নং অভ্রং মেঘঃ পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্ট মভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে বিলীয়তে। তেনাস্য ইহলোকে যোগমার্গেঽপ্রবেশাদ্বিষয় ভোগত্যাগেচ্ছা সম্যগ্বৈরাগ্যাভাবাদ্বিষয় ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টং। পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ মোক্ষসাধনস্য যোগস্যাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যুভয় লোকে এবাস্য বিনাশ ইতিদ্যোতিতং। অতো ব্রহ্ম প্রাপ্ত্যুপায়ে পথিমার্গে বিমূঢ়োঽয়ং অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাস্পদমপ্রাপ্তঃ সন্ কৃচিৎ কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছ্যসে ॥ ৩৮ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি কহিলে সম্যক্ যত্ন সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয় কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যোগ উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ~~[illegible]~~ কিন্তু যতি হইতে পারেন না অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন। সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্য অভাবে বিষয়-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচালিত হয়। তাহাদের কি গতি হয়? ॥ ৩৭ ॥

সকাম কর্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত যোগ চেষ্টা হয় না। সকাম কর্ম্মই মূঢ় লোকের পক্ষে শুভকর, যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ, ও পুণ্য দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত তাহার যোগ সংসিদ্ধি হইল না। অতএব

এতন্মে সংশয়ংকৃষ্ণ! ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি॥৪০॥
প্রাপ্য পুণ্যংকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১॥

এতৎ এতং॥ ৩৯॥

ইহলোকে অমুত্র পরলোকেঽপি কল্যাণং কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সঃ॥ ৪০॥

তর্হি কাংগতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং অশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকামিতি যোগস্তফলং মোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি। তত্রপক্ব যোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যং যোগভ্রংশেসতি ভোগএব। পরিপক্ব যোগিনস্তু ভোগেচ্ছায়া অসম্ভবান্মোক্ষএব। কেচিত্তু পরিপক্ব যোগিনোঽপি দৈবাদ্ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং কর্দ্দম সৌভর্য্যাদি দৃষ্ট্যা ভোগমপ্যাহুরিতি। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিক বণিগাদীনাং রাজ্ঞাং বা॥ ৪১॥

ব্রহ্মলাভের যে পথ তাহাতে বিমূঢ় হইয়া অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। সে উভয় মার্গ ভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে?॥ ৩৮॥

শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ নন, তুমি পরমেশ্বর অতএব সর্ব্বজ্ঞ। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদ করিতে ক্ষমবান হইবে না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয়টী সম্পূর্ণ রূপে ছেদন কর॥ ৩৯ ॥

হে পার্থ! ইহকালে বা পরকালে কখনই যোগানুষ্ঠান কর্ত্তার বিনাশ হয় না। কল্যাণ প্রাপক যোগ অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে মানব সকল দুই ভাগে বিভাজ্য, অবৈধ ও বৈধ। যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় মাত্র তৃপ্তি করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধি শূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবান হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশু তুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মীগণকে সকামকর্ম্মী ও নিষ্কামকর্ম্মী এই দুইভাগে বিভাগ

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥ ৪২ ॥

অল্পকালাভ্যস্ত যোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা। চিরকালাভ্যস্ত যোগভ্রংশেতু পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগিনাং নিমি প্রভৃতীনামিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

করা যায়। সকামকর্ম্মী সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য, অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে কল্যাণ বলা যায় তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ লাভই কল্যাণ। সেই নিত্যানন্দ লাভ যে পর্ব্বে নাই সে পর্ব্বই নিরর্থক। কর্ম্ম-কাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ লাভের উদ্দেশ সংযুক্ত হয় তখনই কর্ম্মকে কর্ম্ম-যোগ বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান-যোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ স্বীকারের বিধান আছে তাহা দ্বারা কর্ম্মীকেও তপস্বী বলা যায়। তপস্যা যতই হউক সে সকলের অবধি ইন্দ্রিয় সুখ বই আর কিছুই নাই। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করত ইন্দ্রিয় তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় তর্পণ রূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণ উদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যান-যোগী বা জ্ঞানযোগী অধিকতর কল্যাণ কারী। সকাম কর্ম্ম দ্বারা জীবের যাহা কিছু লভ্য হয় তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অল্পকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট ও চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট। অল্পা-ভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন তিনি সকাম পুণ্যবানদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদিলোক সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অথবা শ্রীমান ধনিক বণিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

চিরাভ্যাসের পর যাঁহারা যোগভ্রষ্ট হয়, তিনি, জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার সংকুলে জন্মলাভ করা দুর্লভতর বলিয়া

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন! ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

তত্র দ্বিবিধেঽপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাত্মনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বজন্মভবং ॥ ৪৩ ॥

ক্রিয়তে আকৃষ্যতো যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি। অতঃ শব্দ ব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতি বর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মমার্গমতিক্রম্য বর্ত্ততে। কিন্তু যোগমার্গ এবতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৪৪ ॥

এবং যোগভ্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব। "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেত ইত্যুক্তেঃ।" তস্যচ যত্ন শৈথিল্যবতো যোগভ্রষ্টস্য জন্মান্তরে পুনর্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা, নতু সংসিদ্ধিঃ। সংসিদ্ধিস্তু যাবদ্ভির্জন্মভিস্তস্যযোগস্য পরিপাকঃস্যাৎ, তাবদ্ভিরেবেত্যবসীয়তে। যস্তু ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্য প্রযত্নস্তু সন্‌ যোগভ্রষ্ট শব্দবাচ্যঃ। কিন্তু বহুজন্ম বিপক্বৈশ্চ সম্যগ্‌যোগসমাধিভিঃ। 'ভ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদমিতিকর্দ্দমোক্তেঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীত্যাহ'প্রযত্নাদ্‌যতমানঃ প্রকৃষ্ট যত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ। তুকারঃ পূর্ব্বোক্তাৎ যোগভ্রষ্টাদস্য ভেদং বোধয়তি। সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সম্যক্‌ পরিপক্ব কষায়ঃ। সোঽপি নৈকেনজন্মনা সিধ্যতীতি সঃ। পরাং গতিং মোক্ষং ॥ ৪৫ ॥

জানিবে। যেহেতু তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ বশত জীবের অধিক উন্নতির সম্ভব ॥ ৪২ ॥

হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদেহিক বুদ্ধি সংযোগ লাভ করেন। অতএব নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগ সংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নিসর্গ বশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম মার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সকাম কর্ম্মমার্গে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

তখন প্রকৃষ্ট রূপ যত্ন সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ব হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক জন্ম পর্য্যন্ত

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিক।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন! ॥৪৬॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমোমতঃ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রী মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রেশ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদেধ্যানযোগোনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মজ্ঞানতপো যোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মোপাসকেভ্যোঽপি যোগী পরমাত্মোপাসকোঽধিকোমতঃ ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ। যদি জ্ঞানিভ্যোঽপ্যধিকস্তদা কিং; উত কর্ম্মিভ্য ইত্যাহ কর্ম্মিভ্যশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

তর্হি যোগিনঃ সকাশান্নান্যোঽধিকঃ কোঽপীত্যবসীয়তে; তত্র নৈবংবাচ্যমিত্যাহ যোগিনামিতি। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী নির্দ্ধারণা যোগাৎ। তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিকইতি পঞ্চম্যর্থক্রমাচ্চযোগীভ্যঃ সকাশাদপীত্যর্থঃ। ন কেবলং যোগিভ্য একবিধেভ্যঃ সকাশাৎ অপিতু যোগিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগারূঢ়েভ্যঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধ্যসংপ্রজ্ঞাত সমাধিমদ্ভ্যোঽপীতি। যদ্বা যোগাঃ উপায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানতপো যোগভক্ত্যাদয়স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজেত, মদ্ভক্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ। কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানীচ যোগীমতঃ। অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ইতি॥' ৪৭ ॥

আগ্রমাধ্যায়ষ্টকং যদ্‌ভক্তি যোগনিরূপকং।
তস্য সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণং॥
প্রথমেন কথা সূত্রং গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ।
দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন তুর্য্যেনাকাম কর্ম্মচ॥

যোগাভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষ শূন্য হইলে যোগী পরম গতি রূপ মোক্ষ লাভ করেন॥ ৪৫ ॥

উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে সকাম কর্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমিান্য কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও॥ ৪৬ ॥

জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ ষষ্ঠেন কীর্ত্তিতঃ।
প্রাধান্যেন তদপ্যেতৎ ষট্কং কর্ম্ম নিরূপকং॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
গীতাসুষষ্ঠোঽধ্যায়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

যত প্রকার যোগী আছে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি সর্ব্ব যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা ইহাঁরা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটী সোপান ময় মার্গ বিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্ম-পথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রম রূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগ রূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎ প্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তি-যোগ রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতি ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রম গমনের জন্য পূর্ব্ব ক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না। অতএব যেখানে আবদ্ধ থাকেন সেই ক্রমের নাম সংযুক্ত একটী খণ্ড যোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী কেহ বা ভক্তি-যোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ! যাঁহার চরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তিকরা তিনি ঐ সমস্ত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই প্রকার যোগী হও॥ ৪৭ ॥

নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান, তদ্দ্বারা ধ্যান যোগ ও অবশেষে ভক্তি যোগই জীবের লভ্য, ইহা এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রংমাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

কদা সদানন্দ-ভুবো মহাপ্রভোঃ
কৃপামৃতাব্ধে শরণৌ শ্রয়ামহে।

যথা তথা প্রোজ্‌ঝিত মুক্তিতৎপথা
ভক্ত্যধ্বনা প্রেমসুধাময়া মহে॥

সপ্তমে ভজনীয়স্য শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্যমুচ্যতে।
ন ভজন্তে ভজন্তে যে তেচাপ্যুক্তাশ্চতুর্বিধাঃ॥

প্রথমেনাধ্যায় ষট্‌কেনান্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থক নিষ্কাম কর্ম্ম সাপেক্ষৌ মোক্ষফলসাধকৌ জ্ঞান-যোগাবুক্তৌ। ইদানীমনেন দ্বিতীয়াধ্যায় ষট্‌কেন কর্ম্মজ্ঞানাদি মিশ্রশ্রবণাৎ নিষ্কামত্ব সকাম-ত্বাভ্যাং চ সালোক্যাদি সাধকঃ, তথা সর্ব্বমুখ্যঃ কর্ম্মজ্ঞানাদি নিরপেক্ষএব প্রেমবৎ পার্ষদত্ব-লক্ষণমুক্তিফল সাধকঃ, তথা "যৎকর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চযৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং

হে পার্থ! অন্তঃকরণ শোধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাপেক্ষ মোক্ষ ফল সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে বলিলাম। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি শ্রবণ কর। আমাতে আসক্ত চিত্ত ~~হইয়া মদাশ্রয়~~ যোগ অভ্যাস করিলে মৎ সম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ব্রহ্মজ্ঞান রূপ যে জ্ঞান তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা সবিশেষ জ্ঞান নয়। জড়ীয় বিশেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে একটী নির্ব্বিশেষ চিন্তালাভ করা যায়, তাহাতেই নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয় রূপ আমার নির্ব্বি-শেষ আবির্ভাব রূপ ব্রহ্ম উদয় হয়। তাহা নিগুর্ণ নয়, কেন না তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান তাহাই মাত্র। ভক্তি নিগুর্ণ বৃত্তি বিশেষ, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নিগুর্ণ স্বরূপ যে আমি, জীবের নিগুর্ণ চক্ষে পরিলক্ষিত হই॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" ইত্যাদ্যুক্তে র্বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদি নিখিল সাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বসুকরোঽপি সর্ব্বদুষ্করঃ শ্রীমদ্ভক্তি যোগ উচ্যতে। নমু 'তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যু মেতীতি' শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যেবকথং মোক্ষংব্রূষে। মৈবং, তমেব তৎপদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদনুভূয়, নতু ত্বং পদার্থ মাত্মানং নাপি প্রকৃতিং নাপি প্রাকৃতিং বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতীতি অস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ। তত্রসিত শর্করা রসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণং, নতু চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকং; তথৈব পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিরেব কারণং। ভক্তেগুর্ণাতীতত্বাত্তয়ৈব গুণাতীতস্য ব্রহ্মণো গ্রহণংসম্ভবেৎ; নতু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন সাত্ত্বিকেন। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভগবদুক্তেরিতি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যত্রসবিশেষং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। জ্ঞান যোগয়ো র্মুক্তিসাধনত্ব প্রসিদ্ধিস্তু তত্রস্থ গুণীভূত ভক্তি প্রভাবাদেব; তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বস্য বহুশঃ শ্রবণাৎ। কিঞ্চাস্যাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরং এবকারস্যাপ্রয়োগাদেবা যোগব্যবচ্ছেদাভাবে জ্ঞাপিতে সতি, তস্মাদেব পরমাত্মনো বিদিতাৎ কুচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভ্যতে। ততশ্চ ভক্ত্যুত্থেন নির্গুণেন পরমাত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ। কৃচিত্ত্ব ভক্ত্যুত্থং তজ্‌জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তিমাত্রেণ মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। যথা মৎস্যণ্ডিকা পিণ্ডাদ্রসনা দোষেণালব্ধ স্বাদাদপি ভুক্তাত্তদেক নাশ্যো ব্যাধি র্নশ্যত্যেবাত্র ন সন্দেহঃ। মৎস্যণ্ডিকানিতে খণ্ড বিকারে শর্করাসিতে ইত্যমরঃ। শ্রীমদুদ্ধবেনাপ্যুক্তং,—"নস্বীশ্বরোঽপি ভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোগদরাজ ইবোপযুক্তঃ 'ইতি। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণেঽপ্যুক্তং।—'যাবৈ সাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ' ইতি। একাদশেঽপ্যুক্তং।—"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চ যৎ' ইত্যাদৌ "সর্ব্বংমদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা' ইতি। অতএব "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কসোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদি বহুশো বাক্যৈ র্ভক্ত্যৈব মোক্ষঃ প্রতি পাদ্যতে ইতি। অথ প্রকৃত মনুসরামঃ। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমেযুক্ততমোমতঃ "ইতি ত্বদ্‌বাক্যেন ত্বন্মনস্কত্বেসতি ত্বদ্‌ভজন বিষয়ক শ্রদ্ধাবত্ত্বমিতি ত্বয়া স্বভক্ত বিশেষ লক্ষণ মেব কৃতমিত্যব গম্যতে। কিন্তু স চ কীদৃশোভক্তস্ত্বদীয়জ্ঞান বিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ ময্যাসক্তেতি দ্বাভ্যাং। যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি রেকত্র চৈষ ত্রিকএককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং" ইত্যুক্তের্মদ্‌ভজন প্রক্রমতএব মদনুভব পক্রমোঽপি ভবতি। তদপ্যেক গ্রাস মাত্র ভোজিনো যথা তুষ্টি পুষ্ট্যো স্পষ্টে ভবতঃ। কিন্তু বহুতর

আমার ভক্তসকল আমাতে আসক্ত হওয়ার পূর্ব্বেই মৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা ঐশ্বর্য্যময়, অতএব তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। আসক্তি

যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

গ্রাসে ভোজিন এব। তথৈব ময়ি শ্যাম সুন্দরে পীতাম্বরে আসক্তং আসক্তি ভূমিকারূঢ়ং মনো যস্য তথাভূত এব ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি ; যথাস্পষ্ট মনুভবিষ্যসি, তৎশৃণু। কীদৃশঃ যোগং ময়াসহ-সংযোগং যুঞ্জন্‌ শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্‌ মদাশ্রয়ঃ মামেব ; নতু জ্ঞানকর্ম্মাদিকং আশ্রয়মাণঃ অনন্য ভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্র অসংশয়ং সমগ্রমিতি পাদাভ্যাং মদীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানং। 'ক্লেশো-ঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাং। অব্যক্তাহি গতি র্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।' ইত্যগ্রি-মোক্তেঃ সংসশয়মেব। তথা জ্ঞানিনা মুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম পরম মহতো মম মহিম স্বরূপমেব। যদুক্তং ময়ৈব সত্যব্রতং প্রতি মৎস্যরূপেণ।—' মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে ইতি।" অত্রাপি ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি। অতো মজ্‌জ্ঞানাপেক্ষয়াত জ্‌জ্ঞানমসমগ্রমিতি দ্যোতিতং ॥ ১ ॥

তত্র মদ্‌ভক্তেরাসক্তি ভূমিকারূঢ়ঃ পূর্ব্বমপি মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যময়ং ভবেৎ। তদুত্তরং বিজ্ঞানং মাধুর্য্যানুভবময়ং ভবেৎ। তদুভয়মপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ জ্ঞানমিতি। অন্যজ্‌জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত ইতি মন্নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে অপ্যেতদন্তর্ভূতে এবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্‌জ্ঞানং পূর্ব্বমধ্যায় ষট্‌কে প্রোক্ত লক্ষণৈ র্জ্ঞানিভি র্যোগিভিরপি দুর্ল্লভমিতি বদন্‌ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চিদেব মনুষ্যোভবতি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে। তাদৃশানামপি মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্যামসুন্দরাকারং তত্ত্বতো বেত্তি সাক্ষাদনুভবতীতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দাৎ সহস্র গুণাধিকঃ সবিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

লাভের পর আমার যে নিগূঢ় জ্ঞান লাভ করেন, তাহা মাধুর্য্যময়। তাহার নাম বিজ্ঞান। আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব ছয় অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগী সকল চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু চিন্তার বিষয় বিলক্ষণ রূপ ভগবজ্‌জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্ল্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎকেহই মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ সিদ্ধির জন্য যত্ন পায়। সহস্র সহস্র যত্নসিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ স্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অথ ভক্তিমতে জ্ঞানং নাম ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমেব; নতু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞান মেবেতি। অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যজ্ঞানং নিরূপয়ন্ পরাপর ভেদেন স্বীয়প্রকৃতি দ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাং। ভূম্যাদি শব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মভূতৈ র্গন্ধাদিভিঃ সহৈকী কৃত্য সংগৃহ্যন্তে অহঙ্কার শব্দেন তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি। তৎকারণভূত মহত্তত্ত্বমপি গৃহ্যতে; বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রধান্যাৎ। ইয়ং প্রকৃতিবহিরঙ্গাখ্যাশক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা; জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা-উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ চেতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভগবৎ স্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানের নাম ভগবজ্ জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই। আমি সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত শক্তি সম্পন্ন তত্ত্ব বিশেষ। ব্রহ্ম আমার শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাব মাত্র। তাহার স্বরূপ নাই। সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মা ও আমার শক্তি-গত জগন্মধ্যে আবির্ভাব বিশেষ। তাহাও ফলতঃ অনিত্য জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ। তাহারও নিত্য স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎ স্বরূপই নিত্য। তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটী পরিচয়ের নাম বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তি। তাহাকে জড় জননী বলিয়া অপরা শক্তিও বলা যায়। আমার অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তি মধ্যে আটটী তত্ত্ব সংখ্যা লক্ষ করিবে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী পঞ্চ মহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয় সকল ও কারণ ভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি কেবল তত্ত্ব সমুহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা এক তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটী তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীব সমস্ত

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!।
ময়িসর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভাস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ।

এতচ্ছক্তিদ্বয় দ্বারৈব স্বস্যজগৎ কারণত্বমাহ এতদেতি। এতে মায়াশক্তি জীবশক্তী ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যোনী কারণভূতে যেষাং তানি স্থাবর জঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জানীহি। অতঃ-কৃৎস্নস্য সর্ব্বস্যাস্য জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিদ্বয় প্রভূতত্বাৎ অহমেব স্রষ্টা। প্রলয় তচ্ছক্তিমতি ময্যেব প্রলীনভাবিত্বাদহমেবাস্য সংহর্ত্তা॥ ৬ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদহমেব সর্ব্বমিত্যাহ। মত্তঃ পরতরমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তি কার্য্যকারণ-য়োরৈক্যাৎ শক্তি শক্তিমতোরৈক্যাচ্চ। তথাচশ্রুতিঃ।—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি।" এবং স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বমুক্ত্বা সর্ব্বান্তর্যামিত্বঞ্চাহ ময়ীতি। সর্ব্বমিদং চিজ্জড়া-ত্মকং জগৎ মৎকার্য্যত্বাৎ মদাত্মকমপি পুনর্ময্যন্তর্যামিনি প্রোতং গ্রথিতং যথা সূত্রে মণিগণাঃ প্রোতাঃ। মধুসূদন সরস্বতী পাদাস্তু সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে নতু কারণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদি বদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ ইত্যাহুঃ॥ ৭ ॥

স্বকার্য্যে জগত্যত্র যথাহমন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোবর্ত্তে, তথা ক্বচিৎ কারণরূপেণ, ক্বচিৎ কার্য্যেষু মনুষ্যাদিষু সাররূপেণাপ্যহং বর্ত্তে ইত্যাহ রসোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। অপ্সু রসস্তৎকারণ ভূতো মদ্বিভূতি রিত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রাগ্রেঽপি প্রভারূপ প্রণবঃ ওঁকারঃ সর্ব্ববেদকারণং। খে আকাশে শব্দস্তৎকারণং নৃষুপৌরুষং সফল উদ্যম বিশেষ এব মনুষ্যাসারঃ॥ ৮ ॥

নিঃসৃত হইয়া এই জড় জগৎকে চৈতন্য বিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্ত-রঙ্গা শক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি নিঃসৃত এই জড় জগৎ, উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীব শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায়॥ ৪ ॥ ৫ ॥

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অতএব ভগবৎ স্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণি-গণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ আমাতে প্রোত রূপে অবস্থান করে॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব,

প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনং।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতং।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ! ॥ ১১ ॥
যে চৈব সাত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

পুণ্যোঽবিকৃতোগন্ধঃ পুণ্যস্তু চার্ব্বপীতাম্বরঃ। চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। তেজঃ সর্ব্ববস্তু পাচন প্রকাশন শীতত্রাণাদিসামর্থ্যরূপঃসারঃ। জীবনমায়ুরেব সারঃ তপোদ্বন্দ্ব সহনাদিকমেব সারঃ ॥ ৯ ॥

বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানাখ্যামিত্যর্থঃ। সনাতনং নিত্যং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেবসারঃ ॥ ১০ ॥

কামঃ স্বজীবিকাদ্যাভিলাষঃ, রাগঃ ক্রোধস্তদ্বিবর্জ্জিতং, নতদ্দ্বয়োত্থমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বভার্য্যায়াং পুত্রোৎপত্তি মাত্রোপযোগী ॥ ১১ ॥

এবং বস্তু কারণভূতাঃ বস্তুসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুক্তাঃ। কিন্তলমতি বিস্তরেণ। মদধীনং বস্তুমাত্রমেব মদ্বিভূতি রিত্যাহ যে চৈবেতি। সাত্বিকাভাবাঃশম দমাদয়ঃ দেবাদ্যাশ্চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়োঽসুরাদ্যাশ্চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ। তান মত্ত এবেতি মদীয় প্রকৃতি গুণাকার্য্যত্বাৎ। তেষ্বহং ন বর্ত্তে, জীববত্তদধীনোঽহং নভবামীত্যর্থঃ। তেতু ময়ি মদধীনাঃ সন্তএবর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ, সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানের বল, ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, এবং কাম রাগ বিবর্জ্জিত তত্ত্ব স্বরূপ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত প্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতির গুণ কার্য্য। আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, তাহারা সমুদায় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

নন্বেবং ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো নজানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি। গুণময়ৈঃ শমদমাদি হর্ষাদিশোকাদ্যৈঃ ভাবৈঃ স্বাভাবীভূতৈ র্জগৎ জগজ্জাত জীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নির্গুণত্বাদেভ্যঃ পরং অব্যয়ং নির্ব্বিকারং ॥ ১৩ ॥

ননু তর্হি ত্রিগুণময় মোহাৎ কথমুত্তীর্ণাভবন্তি, তত্রাহ দৈবী। বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ। গুণময়ী শ্লেষেণত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা। মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গাশক্তি দুরত্যয়া দুরতিক্রমা। পাশ পক্ষে ছেত্তুং উদ্গ্রন্থয়িতুং বা কেনাপ্যশক্যেত্যর্থঃ। কিন্তু, মদ্বাচি বিশ্বসিহি ইতি স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বাহ মাংশ্যামসুন্দরাকারমেব ॥ ১৪ ॥

ননু তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতিত্বাং নপ্রপদ্যন্তে। তত্র যে পণ্ডিতাস্তেমাং প্রপদ্যন্ত এব; পণ্ডিত মানিন এব নমাং প্রপদ্যন্ত ইত্যাহ ন মামিতি। দুষ্কৃতিনঃ দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ। তেচ চতুর্ব্বিধাঃ।—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কর্ম্মিণঃ। যদুক্তং—"নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুত কথাসুধাং। হিত্বা শৃন্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষ মিব বিড়্ভুজঃ ইতি।' মুকুন্দং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতর মিতিচ। অপরে নরাধমাঃ কঞ্চিৎকালং ভক্তিমত্বেন প্রাপ্ত নরত্বাঃ অপান্তে ফলপ্রাপ্তৌ ন

আমার অপরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ। সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। তদ্ধেতুক ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া সমুদ্র পার হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

অসুর ভাব আশ্রয় করত দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধম ও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান মনুষ্যগণ আমার প্রপত্তি স্বীকার করে না। নিতান্ত অবৈধ-জীবন ব্যক্তিই দুষ্কৃতি। নিরীশ্বর নৈতিক লোকেরা মূঢ়, যেহেতু তাহারা নীতির অধীশ্বর যে আমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে না। যাহারা নীতির অঙ্গ বলিয়া

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

সাধনোপযোগঃ ইতিমত্বা স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তিত্যাগিনঃ। স্ব কর্ত্তৃক ভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেষামধমত্ব মিতিভাবঃ। অপরে শাস্ত্রাধ্যয়নধ্যাপনাদিমত্বেঽপি মায়য়া অপহৃত' জ্ঞানং যেষাং তে। বৈকুণ্ঠ বিরাজিনী নারায়ন মূর্ত্তিরেব সার্ষ্টি কালিকী ভক্তি প্রাপ্যা; নতু কৃষ্ণরামাদি মূর্ত্তি মানুষীতি মন্যমানা ইত্যর্থঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—"অবজানন্তিমাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিত মিতি'। তে খলু মাং প্রপদ্যমানা অপি ন মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ। অপরে অসুরং ভাব মাশ্রিতাঃ। আসুরাঃ জরা- সন্ধাদয়ঃ; মদ্বিগ্রহ' লক্ষ্যীকৃতাশরৈ র্বিদ্ধন্তি। তথৈব দৃশ্যত্বাদি হেতুমৎ কুতর্কৈ র্মদ্বিগ্রহ' বৈকুণ্ঠস্থমপি খণ্ডয়ন্ত্যেব নতু প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

তর্হি কে ত্বাং ভজন্তে ইত্যত আহ চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতং বর্ণাশ্রমাচার লক্ষণোধর্ম্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে তত্রআর্ত্তঃ রোগাদ্যাপদ্‌গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিকামঃ। জিজ্ঞাসুঃ আত্মজ্ঞানার্থী ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থীবা। অর্থার্থী ক্ষিতি গজতুরগ কামিনী কনকাদৈহিক পারত্রিক ভোগার্থীতি এতেত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ। জ্ঞানী বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থোঽয়ং নিষ্কামঃ। ইত্যেতে প্রাধানীভূত ভক্ত্যধিকারিণশ্চত্বারো নিরূপিতাঃ। তত্রাদি মেষু ত্রিষু কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ। অন্তিমে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রাঃ। সর্ব্বদ্বারানি সংযম্য ইত্যগ্রিম গ্রন্থে যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞান কর্ম্মাদ্যমিশ্রা কেবলা ভক্তির্যা, সাতু সপ্তমাধ্যায়ারম্ভে এব ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ইত্যনেনউক্তা। পুনশ্চাষ্টমেঽপ্যধ্যায়ে অনন্যচেতাঃ সতত মিত্যনেন নবমে মহাত্মনস্তু মাংপার্থেতি শ্লোকদ্বয়েন, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং ইত্যনেন চ। নিরূপয়িত ব্যেতি প্রধানীভূতা কেবলেতি দ্বিবিধৈব ভক্তি র্মধ্যমেঽস্মিন্নধ্যায় ষট্‌কে ভগবতোক্তা। যা তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ, কর্ম্মিণি, জ্ঞানিনি যোগিনি চ কর্ম্মাদি ফলসিদ্ধ্যর্থা দৃশ্যতে। তস্যাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন ভক্তিত্ব ব্যপদেশঃ; কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনা মেব প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন কর্ম্মত্ব জ্ঞানত্ব যোগত্ব ব্যপদেশঃ তদ্বতামপি কর্ম্মিত্ব জ্ঞানিত্ব যোগিত্ব ব্যপদেশো নতু ভক্তত্ব ব্যপদেশঃ। ফলঞ্চ সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ, নিষ্কাম কর্ম্মণো জ্ঞানযোগো জ্ঞানযোগয়ো নির্ব্বাণ মোক্ষ ইতি। অথ দ্বিধায়াঃ ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে। তত্র প্রধানীভূতাসু-ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রা যাঃ কর্ম্মমিশ্রা স্তিস্রঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলং

আমাকে মানে কিন্তু নীতির ঈশ্বর বলিয়া মানে না, তাহারা নরাধম। যাহারা ঈশ ব্রহ্মাদির উপাসনা করে কিন্তু আমার শক্তিমৎ স্বরূপ জীবের নিত্য চিৎস্বরূপ, অচিদ্বস্তুর সহিত তাহাদের অনিত্য সম্বন্ধ স্বরূপ ও আমার নিত্য দাস্য রূপ তাহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ জানে না তাহারা বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান থাকে॥ ১৫ ॥

দুষ্কৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজনা প্রায়ই দুর্ঘট, যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি প্রথা নাই। তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহার আকস্মিকী প্রথা দ্বারা মদ্ভজন লাভ হইয়াছে। বৈধ জীবনাবস্থিত সুকৃতি-ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারি প্রকার লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয়। যাহারা কাম্য কর্ম্ম পরায়ণ তাহারা প্রাপ্ত ক্লেশ দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে মনে করে। ইহারাই আর্ত্ত। দুষ্কৃতি ব্যক্তিও আর্ত্ত হইয়া আমাকে কখন কখন মনে করে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

তত্তৎকাম প্রাপ্তিঃ। বিষয়সাদ্গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্য প্রধান সালোক্য মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ। নতু কর্ম্মফল স্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—'যান্তি মদ্যাজিনোঽমামিতি চতুর্থ্যাঃ জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্তু ফলং শান্তিরতিঃ সনকাদিম্বিব। ভক্তভগবৎ কারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিম্বিব। কর্ম্মমিশ্রাভক্তির্যদি নিষ্কামাস্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রাভক্তিঃ; তস্যাঃ ফলমুক্তমেব। কৃচিচ্চ স্বভাবাদেব দাস্যাদি ভক্তসঙ্গোত্থবাসনা বশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদি মিশ্র ভক্তিমতামপি দাস্যাদি প্রেমস্যাৎ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য প্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যা মিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞ্চনোত্তমাদি পর্য্যায়াঃ ভক্তে র্বহুপ্রভেদায়াঃ দাস্য সখ্যাদি প্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলং ইত্যাদিকং শ্রীভাগবত টীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতং অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যাভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ ॥ ১৬ ॥

চতুর্ণাং ভক্ত্যধিকারিণাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ,* ইত্যপেক্ষায়া মাহ। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ। নিত্যযুক্তঃ নিত্যং ময়ি যুজ্যতে ইতি সঃ। জ্ঞানাভ্যাস বশীকৃত চিত্তত্বান্মনসোকাগ্রচিত্ত ইত্যর্থঃ। আর্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তু নৈবং ভূতা ইতি ভাবঃ। নন্ন সর্ব্বোঽপি জ্ঞানী জ্ঞান বৈয়র্থ্যভয়াৎত্বাং ভজতে এব। তত্রাহ, একা মুখ্যা প্রধানীভূতা ভক্তিরেব; নতু অন্যেষাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূতং যস্য সঃ। যদ্বা একাভক্তিরেব তত্রৈবাসক্তিমত্বাৎ যস্যসঃ; নামমাত্রেণৈব জ্ঞানীতিভাবঃ। এবম্ভূতস্য জ্ঞানিনোঽহং শ্যামসুন্দরাকারোঽত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ। সাধন সাধ্যদশয়োঃ পরিহাতুমশক্যঃ। "যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে" ইতি ন্যায়েন মমাপি সঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনতা বোধ করে তখন জিজ্ঞাসানুরূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্ব্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া অর্থার্থীরূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া, আমার শুদ্ধ ভগবজ্ জ্ঞানকে আশ্রয় করে তখন মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে, জীব ভগবৎ স্বরূপের নিত্য দাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিকজ্ঞানাবদ্ধতা রূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তি আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় এবং ভগবতত্ত্বে অনিত্যত্ব বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে ঐ চারি প্রকার জীবভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি প্রধানীভূতা।] কষায় দূর হইলে, কেবলা, অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তিলাভ করে॥ ১৬ ॥

কষায় শূন্য আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া ভক্ত হয়।

উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাংগতিং ॥ ১৮ ॥
বহূনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে।

তর্হি কি মার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তব ন প্রিয়াস্তত্র নহি নহীত্যাহ উদারা ইতি। যে মাং ভজন্তে, মত্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহ্ণন্তি তে ভক্তবৎসলায় মহ্যং বহুপ্রদায়িনঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানিত্বাত্মৈবেতি সবহি ভজন্নথ চ মত্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাঙ্ক্ষতে ইতি অতস্তদধীনস্য মম স আত্মৈবেতি মম মতং মতিঃ। যতঃ স মাংশ্যাম সুন্দরা কার মেবানুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্; নতু মম নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ নিষ্কাম প্রধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাত্মত্বেনাভিমন্যতে। কেবল ভক্তি মানিন্যস্ত আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন। যদুক্তং—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। ন চ শঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবানিতি ॥" নাহমাত্মান মাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভি র্বিনা ইতি আত্মারামোঽপ্যারী রমদিত্যাদি ॥ ১৮ ॥

কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান কষায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিযোগ যুক্ত হইয়া, অন্যান্য তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চৈতন্য স্বরূপ জীবের স্বরূপ লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্মকষায় শূন্য হইলেও স্বস্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্ত সঙ্গক্রমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি চরমে লব্ধ হইয়া পড়ে। সাধন দশায় উক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানী তক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীশুকাদির ভগবজ্জ্ঞান স্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞান লব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীয় ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য বিশুদ্ধ চিন্ময়। জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

কেবলা ভক্তি স্বীকার করত পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অধিকারী সকলেই পরম উদার হন। কিন্তু জ্ঞানীভক্তের আত্ম নিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় চৈতন্য গতি রূপ সর্ব্বোত্তম গতি যে আমি আমাতে অবস্থিতি হন। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

নন্থ মামেবানুত্তমাং গতিমাস্থিত ইতি ক্রমে। অতঃ স জ্ঞানিভক্তস্ত্বামেব প্রাপ্নোতি। কিন্তু, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং সজ্ঞানী ভক্ত্যধিকারী ভবতীত্যত আহ বহূনামিতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহূনাং জন্মনাং অন্তে মাং প্রপদ্যতে। তাদৃশ সাধুর্যাদৃচ্ছিক সঙ্গবশাৎ মৎপ্রপত্তিং প্রাপ্নোতি। স চ জ্ঞানীভক্তো মহাত্মা সুস্থিরচিত্তঃ সুদুর্ল্লভঃ। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু ইতি মদুক্তেঃ। ঐকান্তিক ভক্তস্তু কিমুতেতি। স তু অতি সুদুর্ল্লভ এবেতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

নন্থ আর্ত্তাদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তং ত্বাং ভজন্তং ত্বাং ভজন্তঃ কৃতার্থাইব ইত্যবগতং। যেতু আর্ত্তাদয়ঃ আর্ত্তিহানাদি কামনয়া—দেবতান্তরংভজন্তে, তেষাং কাগতিরিত্যাপেক্ষায়ামাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। হৃতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্ত্তিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্য্যাদয়স্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টবুদ্ধয়ঃ। প্রকৃত্যেতি স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ তেষাং দুষ্টা প্রকৃতিরেব মৎপ্রপত্তৌ পরাঙ্মুখীতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

জীব সকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে অর্থাৎ চৈতন্য নিষ্ঠ হয়। চৈতন্য নিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণ জড় ত্যাগকালীয় অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করে। তখন জড়ীয় বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য ধর্ম্মে একটু অবস্থিতি হইলেই চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্ম তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত হইয়া পরম চৈতন্য রূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে। তখন এই মনে করে যে এই জড় জগৎ স্বতন্ত্র নয়। চৈতন্য বস্তুর একটী হেয় প্রতি ফলন মাত্র ইহাতেও বাসুদেব সম্বন্ধ আছে। অতএব সমস্তই বাসুদেব ময়। এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎ প্রপত্তি, তাঁহারা মহাত্মা ও দুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায় শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না। আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥ ২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধন মীহতে।
লভতেচ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥২২॥
অন্তবত্তু ফলংতেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।

তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রসন্নাস্তেষাং স্ব স্ব পূজকানাং হিতার্থং স্বভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িষ্যন্তীতি মাবাদী র্যতস্তেদেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ, কিংপুনর্মৎভক্তাবিত্যাহ যো যইতি। যাং যাং তনুং সূর্য্যাদি দেবরূপাং মদীয়াং মূর্ত্তিং বিভূতিং অর্চ্চিতুং পূজয়িতুং। তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব; নতু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্যাম্যেব বিদধামি, নতু সা সা দেবতা॥ ২১॥

ঈহতে করোতি। সতস্তত্তদ্দেবতারাধনাত্ কামান্ আরাধন ফলানি লভতে। নচ তে তে কামাঅপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ ময়ৈব বিহিতান্ পূর্ণীকৃতান্॥ ২২॥

কিন্তু তেষাং দেবতান্তর ভক্তানাং ফলং তত্তদ্দেবতারাধনজন্যং অন্তবৎ নশ্বরং কৈঞ্চিৎকালিকং ভবতি। নন্বারাধনে শ্রমেতুল্যেহপি দেবতান্তর ভক্তানাং ফলং নশ্বরং করোষি, স্বভক্তানান্তু অনশ্বরং করোষীতি ত্বয়ি পরমেশ্বরে অয়মন্যায়স্তত্র নায়মন্যায় ইত্যাহ দেবানিতি। দেবযজো দেবপূজকাঃ দেবানেবযান্তি প্রাপ্নুবন্তি মৎপূজকা অপিমাং। অয়মর্থঃ যেহি যৎপূজ

কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহির্ম্মুখ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জন্য সেই সেই কাম্যফল দাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে। তাহারা বিশুদ্ধ সত্বরূপ আমাকে ভাল বাসে না; যেহেতু তাহাদের স্বীয় স্বীয় তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতা সকলের উপাসনা করে॥ ২০॥

অন্তর্যামী স্বরূপ আমি, যাঁহার যে স্পৃহনীয় দেব মূর্ত্তিতে তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি॥ ২১॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কাম সকল প্রাপ্ত হন॥ ২২॥

অল্প বুদ্ধি দেবতান্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। যেহেতু দেবযাজীগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।

কান্তেতান প্রাপ্নুবন্তোবেতি স্থায়ঃ এব। তত্র যদি দেবাঅপি নশ্বরাস্তদাতদ্ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলং বা ন নশ্যতু। অতএব, তদ্ভক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ। ভগবাংস্তু নিত্যস্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তির্ভক্তিফলঞ্চ সর্ব্বং নিত্যমেবতি ॥ ২৩ ॥

দেবতান্তর ভক্তানাং অল্পমেধসাং বার্ত্তাদূরে তাবদাস্তাং বেদাদি সমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্বং ন জানন্তি। "অথাপি তে দেবপদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানু গৃহীত এবহি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥" ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তং। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ব জ্ঞানে সর্ব্বত্রবাল্পবুদ্ধয়ঃ ইত্যাহ। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারস্থৈনৈব ব্যক্তিং বসুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্তং নির্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্তৈব দৃশ্যত্বা দিতি ভাবঃ। যতো মমপরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপ জন্মকর্ম্ম লীলাদিকং অজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশং? অব্যয়ং নিত্যং অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং। ভাবঃ সত্ত্বাস্বভাবাভি প্রায় চেষ্টাত্মজন্মসু। ক্রিয়া লীলা পদার্থেষ্বিতি মেদিনী।" ভগবৎ স্বরূপ গুণজন্ম কর্ম্মলীলানা মনাদ্যন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপ গোস্বামি চরণৈ র্ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রতিপাদিতং মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যবিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ব মূর্ত্তিমিতি স্বামি চরণৈশ্চোক্তং ॥ ২৪ ॥

নম্নু যদিত্বং নিত্য রূপ গুণলীলোঽসি তদা তে তথা ভূতা সার্ব্বকালিকী স্থিতিঃ কথংন মিতি; দৃশ্যতে তত্রাহ নাহং অহং সর্ব্বস্য সর্ব্ব দেশ কালবর্ত্তিনোজনস্য ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ। যথা

অন্তলাভ করে। আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্য ফল স্বরূপ আমাকেই লাভ করে॥ ২৩ ॥

যাহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিলাভ করি, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিত্য বিশেষ সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সাচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্যাম সুন্দর রূপে ব্যক্তিলাভ করিয়াছি এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যামসুন্দর স্বরূপ

মূঢ়োঽয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥২৫॥
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন ! ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ নকশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ! ।

গুণলীলা পরিকর বন্ধেন সদৈব বিরাজমানোপি কদাচিদেব কেষু চিদেব ব্রহ্মাণ্ডেষু কিঞ্চ সূর্য্যো যথা সুমেরু শৈলাবরণ বশাৎ সর্ব্বদা লোক দৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদেব তথৈ-বাহমপি যোগ মায়য়া সমাবৃতঃ। ননু চ জ্যোতিশ্চক্র বর্ত্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রস্থঃ জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে সামস্ত্যেন সদৈব বিরাজ মানোঽপি সূর্য্যঃ সর্ব্ব কাল দেশবর্ত্তি জনস্য ন প্রকটঃ, কিন্তু কদাচিৎকেষু চ ন ভারতাদিষু খণ্ডেষু বর্ত্তমানস্য জন স্যৈব তথৈবাহমপি স্বধাম স্বস্বরূপ সূর্য্যোযথা সদৈব দৃশ্যস্তথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরা দ্বারকাদৌ স্থিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং তত্রস্থঃ কৃষ্ণঃ কথংন দৃশ্যোভবতি উচ্যতে। যদি জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে সুমেরু রভবিষ্যত্তদা তত্রাপিতদাবৃতঃ সূর্য্যোদৃশ্যোনাভবিষ্যৎ। তত্রতু মথুরাদি কৃষ্ণদ্যুমণি ধামনি সুমেরুস্থানীয়া যোগমায়ৈব সদা বর্ত্ততে ইত্যতস্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদান দৃশ্যতে কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব্ব মনবদ্যং। অতো মূঢ়ো লোকো মাংশ্যামসুন্দরাকারং বসুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িক জন্মাদি শূন্যংনাভিজানাতি। অতএব কল্যাণগুণবারিধিং মাপপ্যন্তস্তত্যক্ত্বা মন্নির্ব্বিশেষ স্বরূপং ব্রহ্মৈবোপাসত ইতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ মায়ায়াঃ স্বাশ্রয় ব্যামোহকত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গা মায়া অন্তরঙ্গাযোগ মায়াচ মম জ্ঞানং নাবৃণোতীত্যাহ বেদাহ মিতি। মাস্তুকশ্চন প্রাকৃতোঽপ্রাকৃতশ্চ লোকো মহারুদ্রাদি র্মহা সর্ব্বজ্ঞোঽপিন কাৎস্ন্যেন দেব যথা যোগং মায়য়া যোগ মায়য়াচ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ত্বন্মায়য়াজীবাঃ কদারভ্য মুহ্যন্তীত্যপেক্ষায়া মাহইচ্ছেতি সর্গে জগৎ স্রষ্টারম্ভ কালে সর্ব্বভূতানি সর্ব্বেজীবাঃ সম্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীন কর্ম্মোদ্বুদ্ধৌ যাবিচ্ছাদ্বেষৌ ইন্দ্রিয়াণাম-

---

নিত্য। ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়া রূপ-ছায়া দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ় লোকেরা অব্যয় স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ আমি সমস্ত অতীত বিষয় বর্ত্তমান সমাচার ও যাহা কিছু পরে হইবে সমুদায় অবগত আছি। হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্ম ও পর-মাত্ম স্বরূপ আমার প্রকাশ দ্বয়কে অবগত হইয়াও আমার নিত্য মধ্যমাকার শ্যামসুন্দর রূপকে নিত্য বলিয়া মায়াবদ্ধ লোক সকল জানে না ॥ ২৬ ॥

ইহার হেতু এই যে জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয় দ্বারা আমার

সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ! ॥ ২৭ ॥
যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্ব মোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

মুকূলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষঃ প্রতিকূলেদ্বেষঃ। তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যোদ্বন্দ্বে মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণাদ্যোঃ সুখ দুঃখয়োঃ স্ত্রী পুংসয়োর্মোহঃ অহং সম্মানিতঃ সুখী, অহমবমানিতো দুঃখী, মমেয়ংস্ত্রী মমায়ং পুরুষঃ ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যকোয়োমোহস্তেন সম্মোহংস্ত্রী পুত্রাদিষ্বত্যন্তাসক্তিং প্রাপ্নুবন্তিঅতএব অত্যন্তাসক্তানাংন মদ্ভক্তাবধিকারঃ। যদুদ্ধবং প্রতি ময়ৈব বক্ষ্যতে। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌজাত শ্রদ্ধস্তুযঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

তর্হি কেষাং ভক্তাবধিকার ইত্যত আহ। যেষাং পুণ্য কর্ম্মাণাং পাপংতু অন্তং গতং অন্তকালং প্রাপ্তঃ নষ্টপ্রদবস্থং তত্তু সম্যক নষ্ট মিত্যর্থঃ। তেষাং সত্ব গুণোদ্রেকে সতি তমোগুণ হ্রাসঃ। তস্মিন্ সতি তৎকার্য্যোমোহোঽপি হ্রসতি। মোহ হ্রাসে সতি তে খল্বত্যাসক্তি রহিতা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্ত সঙ্গেন ভজন্তে মাত্রং। যেতু ভজনাদেসতঃ সম্যক্নষ্টপাপা তে মোহেন নিশেষেণ মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্ত নিষ্ঠাঃ সন্তো মাংভজন্তে। নচৈবং পুণ্য কর্ম্মৈব সর্ব্ব বিধায়া ভক্তেঃ কারণ মিতি মন্তব্যং। সন্ন্যাসাদের্ন সাংখ্যেন দানব্রত তপোধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্ন্যাসেঃ প্রাপ্নুয়াদযত্ববানপি। ইতি ভগবদুক্তেঃ। কেবল ভক্তি যোগস্য পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়ং নৈবকারণ মিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাৎ ॥ ২৮ ॥

এই নিত্য স্বরূপ দেখিতে পায়। যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি মধ্যে বর্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যা বশতঃ ইচ্ছা দ্বেষ জনিত দ্বন্দ্ব মোহ দ্বারা সকলেই সম্মোহিত হইয়া পড়ে। তখন আর বিদ্বৎ প্রতীতি থাকে না। আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং তাহাদের জড় চক্ষুর বিষয়ী ভূত হইয়াছি। তথাপি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা আমার স্বরূপের অবিদ্বৎ প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে অনিত্য মনে করিতেছে। ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

আমার এই নিত্য স্বরূপের বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যে রূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎ প্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্ম্ম সম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভৃত পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যান যোগ দ্বারা আমার চিত্তত্ত্ব সমাধিক্রমে উপলব্ধ হয়। আমার নিত্য স্বরূপকে তাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি ক্রমে দেখিতে পান। অবিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম অবিদ্বৎ প্রতীতি। বিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহা বিদ্বৎ প্রতীতি। তাঁহারাই

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলং॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যেবিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিজ্ঞান যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

তদেব মার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়ঃ সকামা মাং ভজন্তঃ কৃতার্থাভবন্তীতি। দেবতান্তরং ভজন্তস্তু চ্যবন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বস্যাভজনে হপ্যধিকারিণ শ্চোক্তা। ভগবতা ইদানীং অন্যঃ সকামঃ চতুর্থোঽপি মদ্ভক্তোঽস্তীত্যাহ। জরেতি—জরা মরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে যে মোক্ষ কামা মাং ভজন্তি ইতিফলিতোঽর্থঃ তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎস্নমাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়াবর্ত্তমানং অধ্যাত্মং জীবাত্মানঞ্চ অখিলং কর্ম্ম নানাবিধ কর্ম্ম জন্যং জীবস্য সংসারঞ্চ মদ্ভক্তি প্রভাবাদেব বিদুর্জানন্তি ॥ ২৯ ॥

মদ্ভক্তি প্রভাবাৎ যেষা মীদৃশং মজজ্ঞানং স্যাত্তেষামন্তকালে হপিতদেব জ্ঞানং স্যাৎ নত্বন্যেষামিব কর্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহ প্রাপ্ত্যানুরূপা মতি রিত্যাহ সাধিভূতেতি। অধিভূতাদয়োঽগ্রিমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যন্তে। ভক্তাএব হরেস্তত্ত্ববিদো মায়াং তরন্তিচ। তেচোক্তাঃ ষড়্বিধা অত্রেত্য ধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাসু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈত রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ় ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন॥ ২৮ ॥

জড় শরীরেরই জরামরণ ঘটিয়া থাকে। জীবের যে নিত্য চিদ্দেহ তাহাতে জরা মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভ পূর্ব্বক আমার নিত্য দাস্য রূপ নিত্য ধর্ম্ম লাভকেই মোক্ষবলা যায়। আমার সাধন ভক্তি দ্বারা যাঁহারা জরামরণ মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের যত্নই সুষ্ঠু। সেই যুক্ত চিত্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব,অখিল কর্ম্ম তত্ত্ব,অধিভূততত্ত্ব,অধিদৈব তত্ত্ব, ও অধিযজ্ঞ তত্ত্ব রূপ ছয় তত্ত্ব সহজেই পরিজ্ঞাত হয়। তাঁহারাই মরণ কালে আমাকে জানিতে পারেন॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ভক্তগণই ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়ান্ধকার পার হইতে পারেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তব্রহ্ম কি মধ্যাত্মং কিংকর্ম্ম পুরুষোত্তম!।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধি দৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণ কলে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

পার্থ প্রশ্নোত্তরং যোগং মিশ্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ।
শুদ্ধাঞ্চভক্তিং প্রোবাচত্বেগতী অপিচাষ্টমে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ন্তে ব্রহ্মাদি সপ্ত পদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তং অত্রতেষাংতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাং ॥ ১ ॥

অত্রদেহে কোঽধি যজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাতা স চাস্মিন দেহে কথংজ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুষঙ্গীঃ ॥ ২ ॥

উত্তরমাহ অক্ষর মিতি নক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং যৎ পরমং তদ্‌ব্রহ্ম এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিব্রহ্মণা অভিবদন্তীতি শ্রুতেঃ। স্বভাবঃ সমাত্মানাং দেহাধ্যাসবশাদ্ভাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবোজীবঃ স্বমাত্মং ভাবয়তি পরমাত্মানাং প্রাপয়তি ইতি। স্বভাবঃ শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্ম শব্দ

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, এই ছয়টী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এবং নিয়তাত্ম পুরুষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণ কালে জানিতে পারেন? এই সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ১ ॥ ২ ॥

অক্ষর তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশ রহিত এবং অবস্থান্তর শূন্য তত্ত্বই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা কেবল নিত্য বিশেষ যুক্ত ভগবৎ স্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে। স্বরূপ শূন্য জ্ঞান মার্গীয় ব্রহ্ম বা যোগ মার্গীয় পরমাত্মাকে

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥
অধিভূতংক্ষরোভাবঃ পুরুষ শ্চাধি দৈবতং ।
অধিযজ্ঞো ঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥ ৪ ॥
অন্তকালেচ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বাকলেবরং ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

বাচ্য ইত্যর্থঃ। ভূতৈরেব ভাবনাং মনুষ্যাদিদেহানাং উদ্ভবং করোতীতি। সঃ বিসর্গোজীবস্য সংসারঃ কর্ম্মজন্যত্বাৎ কর্ম্মসংজ্ঞঃকর্ম্ম শব্দেন জীবস্য সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষরো নশ্বরোভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ অধিভূতং অভিভূত শব্দ বাচ্যঃ। পুরুষঃ সমষ্টি বিরাট্ অধিদৈবতং অধিদৈবতশব্দ বাচ্যঃ। অধিকৃত্য বর্ত্তমানানি সূর্য্যাদি দৈবতানি যত্রেতি তন্নিরুক্তেঃ। অত্রদেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ অন্তর্যামী অহং মদংশকত্বাৎ অহমেবেত্যে বকারেণ কথং জ্ঞেয় ইত্যস্যোত্তরম অন্তর্যামীত্বহমেব মদভিন্নত্বে নৈব জ্ঞেয়ঃ নত্বধ্যা স্নাদিরিব মভিন্নত্বে নেত্যর্থঃ ॥ দেহে দেহ ভৃতাংবরেতিত্বস্তু সাক্ষাৎমৎ সখত্বাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং ভবসীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্য স্যোত্তরমাহ অন্তকালে চেতি। মামেব স্মরন্নিতি মৎস্মরণ মেব মজ্জ্ঞানং নতু ঘটপটাদি রিবাহং কেনাপি তত্বতো জ্ঞাতুং শক্য ইতি ভাবঃ। স্মরণ রূপ-জ্ঞানস্য প্রকারস্তু চতুর্থ শ্লোকে বক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥

বুঝিতে হইবে না। অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা বিশেষকে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ দ্বারা জড় সম্বন্ধ শূন্য শুদ্ধ জীবকে লক্ষ করিবে। ভূতগণ দ্বারা জীবের দেহ নির্ম্মাণ রূপ সংসার কর্ম্ম হইতে জন্মে, তজ্জন্যই কর্ম্মকে ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ বলিয়া জানিবে। নশ্বর পদার্থ জনক ভাবকে ক্ষরো ভাব বা অধিভূতবলা যায়। অধিদৈব শব্দে সূর্য্যাদি দৈবত সমষ্টি বিরাট রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানা-ধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহী দিগের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী পুরুষরূপ আমিই অধি যজ্ঞ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক যাঁহার ভগবৎ স্মৃতি মরণ কালেও উদিত হয়, তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মানোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ॥ ৭॥
অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু চিন্তয়ন্॥ ৮॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতার

মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবন্নান্যমপি স্মরন্নদন্যমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ যংযমিতি। তস্য ভাবেন ভাবনেন অনুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তন্ময়ীভূতঃ॥ ৬॥

মনঃসকল্পাত্মকং বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা॥ ৭॥

তস্মাৎস্মরণাভ্যাসিন এবন্তকালে স্বতএব মৎস্মরণং ভবতি, তেনচ মাং প্রাপ্নোতীত্যতশ্চেতসো মৎস্মরণমেব পরমোযোগ ইত্যাহ অভ্যাস যোগ ইতি। অভ্যাসো মৎস্মরণস্য পুনঃ পুনরাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্ভুক্তেন চেতসা, অতএব নান্য বিষয়ং গন্তুংশীলং যস্যাতেন স্মরণাভ্যাসেন চিত্তস্য স্বভাব বিজয়োপি ভবতীতিভাবঃ॥ ৮॥

যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয় গ্রামান্নিবৃত্তি দুর্ঘটাত। যাচ বিনা সাতত্যেন ভগবৎ স্মরণমপি দুর্ঘট মিতি যুক্তা। কেন চিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতৈবভক্তিঃ ক্রিয়তে ইতিতাং যোগ

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন তিনি সেই ভাব ভবিত তত্বকেই লাভ করেন॥ ৬॥

অতএব তুমি সর্ব্বকালেই আমার পরব্রহ্ম ভাবকে স্মরণ পূর্ব্বক তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সংকল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে॥ ৭॥

অভ্যাস যোগ যুক্ত অনন্য গামী চিত্তের দ্বারা পরম পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরম পুরুষকে লাভকরিবে। অর্থাৎ ক্ষর তত্বাদিতে পুনরাবৃত্ত হইবেনা॥ ৮॥

পরম পুরুষেরধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সনাতন, নিয়ন্তা, অতি সূক্ষ্ম, সকলেরবিধাতা, জড় বুদ্ধির অচিন্ত্য রূপ, পুরুষ বিধবলিয়া নিত্য

মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ
মাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যোগ যুক্তো বলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥
যদক্ষরং বেদ বিদোবদন্তি

মিশ্রাং ভক্তিমাহ কবিমিতি পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যজ্ঞঃ সনকাদিঃ সার্ব্ব কালিকঃ নভবত্যত আহ। পুরাণমনাদিং সর্ব্বজ্ঞোঽনাদিরপ্যন্তর্যামী সভক্ত্যুপদেষ্টা নভবত্যত আহ অনুশাসিতারং কৃপয়া স্বভক্তি শিক্ষকং কৃষ্ণ রামাদি স্বরূপ মিত্যর্থঃ। তাদৃশ কৃপালুরপি সুদুর্ব্বিজ্ঞেয়তত্ত্ব এব ইত্যাহ। অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াং সংতর্হি সকিংজীব ইব পরমাণু প্রমাণস্তত্রাহ। সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্ব বস্তু মাত্র ধারকত্বেন সর্ব্ব ব্যাপকত্বাৎ পরম মহাপরিমাণ মপীত্যর্থঃ। অতএবাচিন্ত্যরূপং। পুরুষ বিধত্বেন মধ্যম পরিমাণ মপিতস্য অনন্ত প্রকাশ্যত্বমাহ, আদিত্য বর্ণং আদিত্যবৎ স্বপর প্রকাশকোবর্ণঃ স্বরূপং যস্য তথাতমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্ত্তমানং মায়া শক্তিমত্ত মপি ময়াতীতস্বরূপ মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণ কালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা যা সংতত স্মরণ ময়ীভক্তিস্তথা যুক্তঃ। কথং মনসো নৈশ্চল্যং অত আহ যোগস্য যোগাভ্যাসস্য বলেন যোগ প্রকারং দর্শয়তি ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ॥ ১০ ॥

নমু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতোতাবন্মাত্রোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে। তস্মাৎতত্র যোগে

মধ্যমাকার তথাপি স্বপ্রকাশ বশতঃ আদিত্যবৎ স্বরূপ প্রকাশক বর্ণ বিশিষ্ট এবং জড়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ॥ ৯ ॥

মরণ কালে অচল মন হইয়া ভক্তি সহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাস বশতঃ ভ্রু দ্বয় মধ্যে প্রাণকে স্থিত করিয়া সেই দিব্য পুরুষের নিকট প্রয়াণ করিবে। মরণ ক্লেশ দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপ না হয়, তাহার উপায় স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট ॥ ১০ ॥

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি

বিশন্তিযদ্ যতয়োবীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্যচ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাং॥ ১২॥
ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃপ্রযাতি ত্যজন্ দেহংস যাতি পরমাংগতিং॥১৩॥
অনন্যচেতাঃ সততং যোমাংস্মরতি নিত্যশঃ।

প্রকারঃ কঃ, কিংজপ্যং কিংবাধ্যেয়ং কিংবা প্রাপ্যং ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রুহীত্যপেক্ষায়া মাহ যদিতি ত্রিভিঃ। যদেবাক্ষরং ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি। যদেব ওমিত্যেকাক্ষর বাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশন্তি তৎপদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সম্যক্তয়া গৃহ্যতে হনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়স্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু॥ ১১॥

উক্তমর্থং বদন্ যোগে প্রকারমাহ সর্ব্বাণি চক্ষুরাদীন্দ্রিয় দ্বারাণি সংযম্য বাহ্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়ান্তরেষু অসংকল্প মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে এব প্রাণ মাধায় যোগ ধারণাং আনথ শিখমন্মূর্ত্তিভাবনাং আশ্রিতঃ সন্॥ ১২॥

ওঁ মিত্যেক মেবাক্ষরং ব্রহ্ম স্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্। তদ্বাচ্যং মামনুস্মরননুধ্যায়ন্ পরমাং গতিং মৎসালোক্যং॥১৩॥

তদেবং আর্ত্ত ইত্যাদিনা কর্ম্ম মিশ্রাংজরা মরণ মোক্ষায় ইত্যনেনাপি কর্ম্ম মিশ্রাং কবিং

সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী সকল ব্রহ্ম চর্য্য করেন সেই প্রাপ্য বস্তু তোমাকে উপায় সহকারে বলিতেছি॥ ১১॥

যোগ ধারণা ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে মনকে নিরোধ পূর্ব্বক এবং প্রাণকে মূর্দ্ধ্নি অর্থাৎ ভ্রু দ্বয় মধ্যে সন্নিবেশ করত ওঁ এই বেদ মূল অক্ষরটীকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপ পরমা গতি লাভ করেন॥ ১২॥ ১৩॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইতে জরা মরণ মোক্ষ পর্য্যন্ত তোমাকে কর্ম্ম মিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম প্রধানী ভূতা ভক্তির

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ। নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ ॥ ১৫ ॥

পুরাণ মিত্যাদিভিঃ। যোগ মিশ্রাঙ্কসপরিকরাং প্রধানীভূতাং ভক্তিমুক্ত্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠাং নির্গুণাং কেবলাং ভক্তিমাহ অনন্য চেতা ইতি। ন বিদ্যতে অন্যস্মিন কর্ম্মণি জ্ঞানেযোগে বা অনুষ্ঠেয়ত্বেন তথা দেবতান্তরেব আরাধ্যত্বেন তথা স্বর্গাপবর্গা দাবপি প্রাপ্যত্বেন চেতো যস্য। সততং সদেতি কাল দেশ পাত্র শুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষত যৈব নিত্যশঃ প্রতিদিন মেব যো মাংস্মরতি তস্য তেন ভক্তেনাহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। যোগজ্ঞানাভ্যাসাদি দুঃখ মিশ্রনাভাব্যাদিতিভাবঃ। নিত্য যুক্তস্য নিত্যমদে‌্যাগাকাঙ্খিণঃ আসংশায়াং ভূতবচ্চেতি ভাবিন্যপি যোগে আসংশিতেক্ত প্রত্যয়ঃ। যোগীনো ভক্তি যোগবতঃ যদ্বাযোগ সম্বন্ধঃ দাস্য সখ্যাদিস্তদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

ত্বাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিংস্যাদিত্যাহমামিতি দুঃখালয়ং দুঃখ পূর্ণং অশাশ্বতং অনিত্যঞ্চ জন্মনাপ্নুবন্তি,কিন্তু সুখ পূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্মতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি। শাশ্বতস্তুধ্রুবোনিত্যঃ সদাতন সনাতনা ইত্যমরঃ। যদা বসুদেব গৃহে সুখ পূর্ণং নিত্যভূতং অপ্রাকৃতং মজ্জন্ম ভবেত্তদৈব তেষাং মদ্ভক্তানামমপি মন্নিত্য সঙ্গিনাং জন্মস্যান্নান্যদা ইতি ভাবঃ। পরমামিতি অন্যেভক্তাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্য চেতসস্তু পরমাং সংসিদ্ধিং মল্লীলা পরিকর তামিত্যর্থঃ। তেনোক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্ব্বভক্তেভ্যো দৃশ্য শ্রৈষ্ঠং দ্যোতিতং ॥ ১৫ ॥

স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং কবি, পুরাণ ইত্যাদি, শ্লোক হইতে এপর্য্যন্ত যোগ মিশ্রা অর্থাৎ যোগ প্রধানী ভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহার মধ্যে মধে কেবলা ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কেবলা ভক্তির স্বরূপ বলি শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্য চিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্য যুক্ত ভক্ত যোগী দিগের সম্বন্ধে আমি সুলভ। অর্থাৎ প্রধানী ভূতা ভক্তিতে আমি দুর্লভ ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

অনিত্য ও দুঃখালয় রূপ পুনর্জ্জন্ম ভক্ত যোগী সকল প্রাপ্ত হন না। যে হেতু তাঁহারা পরম সংসিদ্ধিলাভ করেন। অনন্য চিত্তত্বই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্য রূপ আশ্রয় করেন তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোঁকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ! ।
মামুপেত্যতু কৌন্তেয় ! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
সহস্র যুগপর্য্যন্ত মহর্যদ্ ব্রহ্মণোবিদুঃ ।
রাত্রিংযুগ সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্র বিদোজনাঃ ॥১৭॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

সর্ব্ব এব জীবাঃ মহা সুকৃতিনোঽপি জায়ন্তে মদ্ভক্তাস্তু তদ্বন্ন জায়ন্ত ইত্যাহ আব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো ভবনং সত্যালোকঃস্তমভিব্যাপ্য ॥ ১৬ ॥

নমু অমৃতংক্ষেম মভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽ ধায়িমূর্দ্ধ্নস্বিতি দ্বিতীয় স্কন্ধক্তোঃ কেষাঞ্চিন্মতে ব্রহ্মলোকস্য অভয়ত্ব শ্রবণাৎ। সন্ন্যাভিরপি জিগমিষিত্বাৎ তত্রত্যানাং পাতোন সম্ভাব্যতে। মৈবং—তল্লোকস্বামিনো ব্রহ্মণোঽপি পাতঃস্যাৎ কি মুতান্যেষাং ইতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ সহস্রংযুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ ব্রহ্মণোঽহর্দিনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জ্জানন্তি। তেঽহোরাত্র বিদোজনাঃ রাত্রিমপিতস্যানাং যুগ সহস্রাং বিদুঃ। তেন তাদৃশাহন্নাত্রৈঃ পক্ষ মসাদিক্রমেণ বর্ষ শতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ু রিতি। এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যচিদ্বৈষ্ণবস্য তস্য ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৭ ॥

যেতুততোঽর্ব্বাচীনা স্ত্রিলোকস্থা স্তেষাস্তু তস্য হন্য হন্যপি পাত ইত্যাহ অব্যক্তাদিতি।

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য সেই সেই লোক গত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু কেবলা ভক্তির বিষয় রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। কর্ম্ম যোগী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও প্রধানীভূতা ভক্তিকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবলা ভক্তিই এ সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করত পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

মনুষ্যমানের সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিন। এবং সহস্র যুগ তাঁহার এক রাত্র। এই প্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎ পরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এই রূপ গতি তখন তল্লোক গত সন্ন্যাসী দিগের অভয়ত্ব নিত্য নয় ॥ ১৭ ॥

এই ত্রিলোক মধ্যস্থিত দেব, তির্য্যক, মানবাদির্ তদপেক্ষা অধিক

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে। ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃসএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্য হরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃস সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যংপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তেতদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অত্রদৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়য়ো রাকাশাদীনাং সত্বাৎ অব্যক্ত শব্দেন স্বাপাপরস্থঃ প্রজাপতিরেবোচ্যতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ। ততশ্চ অব্যক্তাৎ স্বাপাপরস্থাৎ প্রজাপতেঃ সকাশাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীর বিষয়াদিরূপাঃ ভোগ ভূময়োভবন্তি। ব্যবহারক্ষমা স্যুঃরাত্র্যাগমে। তস্য স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে তস্মিন্নেব ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

এবমেব ভূতানাং চরাচর প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদুক্ত লক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ প্রজাপতে র্হিরণ্য গর্ভাৎ সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। হিরণ্য গর্ভস্যাপিকারণভূতো যোঽন্যঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ ॥ ২০ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকোক্তমব্যক্ত শব্দং ব্যাচষ্টে অব্যক্ত ইতি নক্ষরতীত্যক্ষরো নারায়ণঃ "একোনারায়ণ আসীন্নব্রহ্মানশঙ্কর ইতি শ্রুতেঃ" মম পরমংধাম নিত্যং স্বরূপং। যদ্বা অক্ষরঃ পরংধাম ব্রহ্মৈব মদ্ধাম মত্তেজো রূপং ॥ ২১ ॥

অনিত্যত্ব, যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয়। পুনরায় রাত্রিআগমে সেই অব্যক্ত তত্ত্বে সমস্তই লয় হয়। চরাচর প্রাণি সকল ব্রহ্মার দিবা ভাগে উৎপন্ন হইয়া রাত্রিআগমে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

ব্যক্ত ভাব হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই নিত্য। যেতত্ত্ব সর্ব্বভূত নাশ হইলেও নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে। তাহাই ভূত সকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্ত মধ্যে তাহাকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে, যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতি নিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্ব মিদং ততং ॥ ২২ ॥
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তি মাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তিতংকালং বক্ষ্যামিভরতর্ষভ! ॥ ২৩ ॥
অগ্নি র্জ্যোতি রহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং।

সচমদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদ্যতে অন্যৎ কর্ম্ম জ্ঞান যোগ কামনাদিকং যস্যাংতয়ৈব। অতএব পূর্ব্বং ময়োক্তং। অনন্যচেতাঃ সততমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নমু যংপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতিত্বদুক্ত্যাত্বদ্ভক্তা স্ত্বাং প্রাপ্তানা পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং নতত্রত্বৎ প্রাপ্তৌ কশ্চিন্মার্গ নিয়মঃ ইত্যুক্তঃ ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ গুণাতীতত্বাত্তন্মামার্গোঽপিগুণাতীত এবঅবসীয়তে। নতু সাত্ত্বিকে ঽর্চ্চিরাদিঃ যস্ত মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চাপি তমহং জিজ্ঞাসে ইত্যপেক্ষায়া মাহ যত্রেতি প্রাণোৎ ক্রমনানন্তরংতত্র কালে কালোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃত্তি মাবৃত্তি ঞ্চযান্তিতং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র অনাবৃত্তি মার্গ মাহ অগ্নিরিতি অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাং তেঽর্চ্চিষমভি সম্ভবন্তীতি শ্রুত্যুক্ত্যা অর্চ্চিরভি মানিনী দেবতো পলক্ষ্যতে। অহরিতি অহরভিমানিনী শুক্ল ইতি পক্ষাভি

সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম পুরুষই অনন্য ভক্তি লভ্য। হে পার্থ! সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়া ভূত সকল বর্ত্তমান। এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্যামী রূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

আমার অনন্য ভক্ত গণ অক্লেশেই আমাকে লাভকরেন। কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎ প্রাপ্তি অনেক কষ্ট মিশ্রিত। তাহাদের গমন কাল ও মার্গ—দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ কর। যে কালে মৃত্যু হইলে যোগী দিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম বিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন ও উত্তরায়ণ কালে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। অগ্নি ও জ্যোতি শব্দ দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, অহঃ শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, শুক্ল শব্দে পক্ষাভিমানিনী

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ২৪
ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসাদক্ষিণায়ণং।
তত্র চান্দ্রমসংজ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ২৫ ॥
শুক্ল কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগ যুক্তোভবার্জ্জুন ? ২৭ ॥

মানিনী উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা ব্রতদ্রূপো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা ব্রহ্মবিদোজ্ঞানিনঃ ব্রহ্মপ্রাপ্নুবন্তি। তথাচশ্রুতিঃ "তেঽর্চ্চিষমভি সম্ভবন্তি আর্চ্চিষো-হহরহ্নঃ পক্ষংবা পূর্য্যমাণ পক্ষং আপূর্য্যমাণ পক্ষান্ যন্ষুড়ুক্তেতি ষণ্মাসান্নুদঙঙাদিত্য এতীতি ॥ ২৪ ॥

কর্ম্মিণামাবৃত্তিমার্গ মাহ ধূম ইতি ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদি শব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেবতত্ত-দভি মানিন্যস্তিস্রো দেবতা লক্ষন্তে। এতাভির্দ্দেবতাভি রুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতঃ কর্ম্ম যোগী চান্দ্র মসংজ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গ লোকং প্রাপ্য তত্র কর্ম্ম ফলং ভুক্ত্বা নিব-র্ত্ততে পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

উক্তৌ মার্গাবুপ সংহরতি শুক্ল কৃষ্ণে ইতি শাশ্বতে অনাদী সংসারস্যানাদিত্বাৎ একয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং অন্যয়া কৃষ্ণয়া আবর্ত্ততে পুনঃ পুন রত্রজায়তে ॥ ২৬ ॥

এতন্মার্গদ্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদক মতস্তদ্বন্তং স্তৌতিনৈতে ইতি যোগ যুক্তঃ সমাহিত চিত্তোভব ॥ ২৭ ॥

দেবতা, উত্তরায়ণ শব্দে উত্তরায়নাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কাল প্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্ম লাভের কারণ হয়। এই রূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগী দিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৪ ॥

কর্ম্ম যোগী সকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ণ রূপ ছয়মাস ও চন্দ্র জ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া দ্বারা পুনরাবৃত্তি মার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইটী সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ। শুক্ল মার্গ দ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণ মার্গ গতি দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই দুই মার্গের তাত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎপুণ্য ফলং প্রদিষ্টং।
অত্যেতি তৎসর্ব্ব মিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে তারক ব্রহ্ম যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

এতদধ্যায়োক্তার্থ জ্ঞান ফলমাহ বেদেষ্বিতি তৎ সর্ব্বং অত্যেতি অতিক্রম্য চ যোগী ভক্তিমান ততোপি শ্রেষ্ঠং স্থানং আদ্যং অপ্রাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি॥ ২৮॥

ভক্তানাং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠং পুর্ব্বোক্তং তেষ্বপিস্ফুটং।
অনন্য ভক্তস্তেতার্থোঽত্রাধ্যায়ে ব্যঞ্জিতোঽভবৎ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
শ্রীগীতাস্বষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

ভক্তি যোগ মার্গ তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক যোগ যুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ উভয় মার্গকে ক্লেশকর জানিয়া অনন্য ভক্তি যোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর॥ ২৭॥

ভক্তি যোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবেনা। বেদ পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে সে সমুদায়ে যে ফল তাহা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া আদি ও পরম স্থানকে প্রাপ্ত হও॥ ২৮॥

অনন্য ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল।

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১॥

আরাধ্যত্বে প্রভোর্দাসৈ রৈশ্বর্য্যং যদপেক্ষতিং।
তৎশুদ্ধ ভক্তে রুৎকর্ষ শোচ্যতেনবমেস্ফুটং॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদিভ্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকর্ষঃ। সাচভক্তিঃ প্রধানীভূতা কেবলাচেতি সপ্তমাষ্টময়োরুক্তং। তত্রাপি কেবলায়া অতি প্রবলায়া জ্ঞানবদন্তঃকরণ শুদ্ধ্যাদানপেক্ষিণ্যা ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্ব্বোৎ কর্ষঃ। তসামপেক্ষিত মৈশ্বর্য্যঞ্চ বক্তুংনবমো ঽয় মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্ব শাস্ত্র সারভূতস্য গীতা শাস্ত্র স্যাপি মধ্যম মধ্যায়ষ্টকমেব সারং তস্যাপি মধ্যমৌ নবম দশমাবেব সারা বিত্যত্রেঽত্র নিরূপয়িষ্যমাণ মর্থং স্তৌতি ইদন্ত্বিতি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়াদিনু যদুক্তং মোক্ষোপযোগি জ্ঞানং গুহ্যং সপ্তমাষ্টময়োর্মৎ প্রাপ্ত্যুপযোগি জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেন ভগবত্তত্ত্ব মিতি জ্ঞানং ভক্তিতত্ত্বং যং গুহ্যতরং। অত্রতু কেবল শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণং জ্ঞানং গুহ্যতমং প্রকাষেনৈব তুভ্যং বক্ষ্যামি। অত্রজ্ঞান পদেন ভক্তিরবশ্যং ব্যাখ্যেয়া নতুপ্রথম ষষ্ঠোক্তং প্রসিদ্ধংজ্ঞানং পরশ্লোকে অব্যয় মনশ্বর মিতি বিশেষণ দানাৎ গুণাতীতত্ব লাভাৎ গুণাতীতা ভক্তিরেব নতু জ্ঞানং তস্য সাত্ত্বিকত্বাৎ অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্যেত্যগ্রিম শ্লোকে ধর্ম্ম শব্দেনাপি ভক্তিরেবোচ্যতে। অনসূয়বে অমৎসরায় ইত্যস্যো ঽপীদমমৎসরায় এবোপ দিশেদিতি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। বিজ্ঞান সহিতং মদপরোক্ষানুভব পর্য্যন্ত মিত্যর্থঃ। অশুভাৎ সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধকা দন্ত রায়াদ্বা॥১॥

হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়া রহিত পুরুষ। অতএব তোমাকে পরম বিজ্ঞান যুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথাবলিয়াছি তাহা গুহ্য। সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান বলিয়াছি, তাহা, ভক্তি জনক বলিয়া গুহ্যতর। এখন যে জ্ঞানের কথা

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদমুত্তমং।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তু মব্যয়ং ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ ! ।
অপ্রাপ্য মাংনিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ ইদং জ্ঞানং রাজ বিদ্যা বিদ্যা উপাসনা বিবিধাএব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা রাজ দন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। গুহ্যানাং রাজেতি ভক্তি মাত্র মেবাতিগুহ্যং। তস্য বহুবিধ স্যাপিরাজেত্যতিগুহ্যতমং পবিত্র মিদমিতি সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ। ত্বং পদার্থ জ্ঞানাচ্চ সকাশাদপি পাবিত্র্যকরং। অনেক জন্ম সহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং স্থূল সূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণ স্যাজ্ঞানস্যচ সদ্য এবোচ্ছেদকং অতঃসর্ব্বোত্তমং পাবন মিদমেবেতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ। প্রত্যক্ষএবাবগমো হনুভবো যস্যতৎ। ভক্তিঃ পরেশানু ভবোবিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ। প্রপদ্য মানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়ো হনুঘাসং। ইত্যেকাদশোক্তেঃ প্রতি নবমেব ভজনানুরূপ ভগবদনুভবলাভাৎ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সর্ব্ব ধর্ম্মা করণেহপি সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধেঃ যথাতরো মূ্লনিষেচনেন তৃপ্যন্তিতৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হন মচ্যুতেজ্যা। ইতি নারদোক্তেঃ। কর্ত্তুং সুসুখমিতি কর্ম্ম জ্ঞানাদাবিব নাত্র কোহপি কায় বাঙ্মানস ক্লেশাতিশয়ঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয় ব্যাপার মাত্রত্বাৎ অব্যয়ং কর্ম্মজ্ঞানাদিবন্ননশ্বরং নির্গুণত্বাৎ ॥ ২ ॥

নম্বেবমস্য ধর্ম্মস্যাতি সুকরত্বে সতি কোনাম সংসারী স্যাৎ। তত্রাহ অশ্রদ্দধানাঃ অস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী আর্ষী ইমং ধর্ম্মং অশ্রদ্দধানাঃ শাস্ত্র বাক্যৈঃ প্রতি পাদিতং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষং স্তুত্যর্থবাদ মেব মন্যমানা আস্তিকোন ন স্বীকুর্ব্বন্তি। যে তে উপায়ান্তরৈ র্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃত প্রযত্না অপি মাম প্রাপ্য মৃত্যুব্যাপ্তে সংসার বর্ত্মনি নিতরামতিশয়েন বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

বলিতেছি, তাহা কেবলা ভক্তি লক্ষণ, অতএব ইহা গুহ্য তম। ইহা দ্বারা গুণ রূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করত তুমি, গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

এই জ্ঞানকে রাজ বিদ্যা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্য সাধক, আত্ম প্রত্যক্ষানুভব স্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্ম সাধক, নির্গুণ এবং সহজ বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যে হেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধ রতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বদ্ধ জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হয়। যে সকল

ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎ স্থানি সর্ব্ব ভূতানি ন চাহংতেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূত ভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

মদ্দাসা ভক্তা বেতন্মাত্রংমদৈশ্বর্য্য জ্ঞানং মদ্ভক্তৈরপেক্ষিতব্যং ইত্যাহ সপ্তভিঃ। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্যতেন ময়াকারণ ভূতেন সর্ব্ব মিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং। অতএব মৎস্থানি ময়িকারণ ভূতে পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপে স্থিতানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি। এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃদাদি বত্তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অতএব ময়ি স্থিতান্যপি ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বাদেবেতিভাবঃ। নন্বুতর্হিতব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধা মিত্যাহ। পশ্যমে যোগমৈশ্বরং অসাধারণং যোগৈশ্বর্য্যং অঘটিত না ঘটনা চাতুর্য্য মম্বং। অন্তদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি। ভূতভৃৎ ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতিভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মভূতস্থোনভবতি মমেতি ভগবতি দেহি দেহ বিভাগাভাবাৎ রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদেঽপি ষষ্ঠী। অয়ং ভাবঃ যথাজীবোদেহং দধৎ পালয়ন্নপিতস্মিন্নাসক্ত্যা দেহস্থ এব ভবতি এব মহং ভূতানি দধৎ পালয়ন্নপি মায়িক সর্ব্বভূত শরীরোঽপি ন তত্রস্থঃ নিঃসঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা, হে পরন্তপ! এই পরম ধর্ম্ম রূপ ভগবদ্ভক্তি প্রসূ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, আমা হইতে নিবর্ত্ত এবং দুরন্ত সংসার বর্ম্মে পতিত থাকে॥ ৩ ॥

অব্যক্ত মূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। চৈতন্য স্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। আমি ঘটাদিতে মৃত্তিকা যে রূপ অবস্থিত থাকে, সে রূপ অবস্থিত নই। অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়। আমি চৈতন্য স্বরূপ আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করিণী। আমি পূর্ণ চৈতন্য রূপে লব্ধ স্বরূপ একটী পৃথক তত্ত্ব॥ ৪ ॥

আমি বলিলাম যে আমাতেই সর্ব্ব ভূত অবস্থিত। তাহাতে এরূপ বুঝিবেনা যে আমার শুদ্ধ স্বরূপ ভূত সকল অবস্থিত, যে হেতু আমার যে মায়াশক্তি প্রভাব তাহাতেই সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীব বুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবেনা, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোমহান্।
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

অসঙ্গেময়ি ভূতানি স্থিতান্যপি ন স্থিতানি তেষ্বপি অহং স্থিতোঽপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টা ন্তমাহ যথেতি বথৈবা সঙ্গ স্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদা চলন স্বভাবঃ। অতএব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ মহান পরিমাণতঃ যথা আকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতো ঽপি ন স্থিতঃ। আকাশোঽপি বায়ৌ স্থিতোপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব তথৈব অসঙ্গ স্বভাবে ময়ি সর্ব্বানি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাপিস্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু ননু তর্হি পশ্যমে যোগমৈশ্বরমিতি। ভগবদুক্তং যোগৈশ্বর্য্যস্যাতর্ক্যত্বং কথং সিদ্ধমভূৎ দৃষ্টান্ত লাভাৎ উচ্যতে। আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বং চেতনস্যতু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বেব পরমেশ্বরং বিনানাস্যত্রাস্তীত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব তদপি আকশদৃষ্টান্তো লোক বুদ্ধি প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

নম্নু অধুনা দৃশ্য মানানি এতানি ভূতানি ত্বয়ি স্থিতানি ইত্যবগম্যতে। মহা প্রলয়ে ক্ব যাস্যন্তীত্যপেক্ষায়া মাহ। সর্ব্বেতি মামিকাংমদীয়াং মম ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়া শক্তৌ লীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

যোগ জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি কার্য্যকে আমার কার্য্য বোধে আমাকে ভূত ভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে আমাতে দেহ দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

এই রূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষ কর নয়। অতএব এই তত্ত্ব বদ্ধ জীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন অংশে একটী উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি। বিচার পূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক ধরণা না করিতে পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে। আকাশ একটী সর্ব্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা তাহা সর্ব্বত্র গতি বিশিষ্ঠ। তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্ব ভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশ স্থানীয় আমি সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয়! সমস্ত ভূত কল্প সমাপ্তি হইলে আমারই প্রকৃতিতে

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়!।
উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০।

ননু অসঙ্গো নির্ব্বিকারস্তং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়াং অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্ব্বশাৎ স্বীয় স্বভাব বশাৎ প্রচীন কর্ম্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ অবশং কর্ম্মাদি পরতন্ত্রং॥ ৮॥

নম্বেবং নানা কর্ম্মণি কুর্বতস্তব জীববন্ধঃ কথং ন স্যাদত আহ। নচেতি তানি সৃষ্ট্যাদীনি। কর্ম্মাশক্তির্হি বন্ধ হেতুঃ সচাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি উদাসীন বদিতি। অন্য উদাসীনো যথা বিবদ মানানাং দুঃখ শোকাদি সংসৃষ্টোনভবতি তথৈবাহ মিতার্থঃ॥ ৯॥

ননু সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তুস্তবেদমৌদাসীনাং ন প্রত্যেমি ইত্যত আহ। ময়েতি অধ্যক্ষেণ ময়া নিমিত্ত ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতি রেব জগৎ জনয়তি মম অত্রাধ্যক্ষতা মাত্রং যথা কস্য চিদম্বরীষাদেরিব ভূপতেঃ প্রকৃতি রেব রাজাকৃত্যং নির্ব্বাহ্যতে অত্রোদাসীনস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্র মিতি যথা তস্যারাজ সিংহাসনে সত্ত্বামাত্রেণ বিনা প্রকৃতিভিঃ কিমপি ন শক্যতে কর্ত্তুংতথৈব মমাধিষ্টান লক্ষণ মধ্যক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়াকি মপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ। অনেন মদধিষ্টানেন হেতুনা ইদংজগৎ বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে॥ ১০॥

প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতি দ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃজন করি॥ ৭॥

এই জগত আমার প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময় যে আমি আমা কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে সৃজন করি॥ ৮॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারেনা। আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীন বৎ থাকি। আমি বাস্তব উদাসীন নই। চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টি কারিণী আমার মায়া ও তটস্থা শক্তি এই ভুত গ্রাম সৃজন করিয়া থাকেন। আমার

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিতং।
পরং ভাব মজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরং ॥ ১১ ॥

নমু চ সত্যং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। কারণার্ণবশায়ী মহা পুরুষঃ স্ব প্রকৃত্যা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিদ্ধঃ সএবহি ভবান্। কিন্তু বসুদেব সুতোস্তবেয়ং মানুষী তনু রিত্যেতদংশেনৈব কেচিত্তব নিকর্ষং বদন্তীত্যত আহ অবজানন্তীতি। মমমনুষ্যাস্তনো রস্যাঃ পরংভাবং কারণার্ণবশায়ি মহা পুরুষাদিভ্যোপ্যুৎকৃষ্টং স্বরূপং অজানন্ত এব তে। কীদৃশং ভূতং সত্যং যদ্ব্রহ্ম তচ্চতন্মহেশ্বরঞ্চেতি। তন্মহেশ্বর পদং সত্যান্তর ব্যাবর্ত্তকং অত্রজ্ঞেয়ং যুক্তেক্ষ্মাদাবৃতে ভূতমিত্যমরঃ। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবন সুর ভূরুহভাবনাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়াস্তুত্যা তোষয়ামীতি শ্রুতে„ নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মৃতেশ্চ মমাস্যাঃ মনুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ত্বং মদভিজ্ঞভক্তৈরুচ্যতে এব তথা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্বঞ্চ বাল্যে মন্মাত্রা শ্রীযশোদায়া দৃষ্টমেব। যদ্বা মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি পরং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্বং সচ্চিদানন্দ স্বরূপমিত্যর্থঃ। ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি মমভূত মহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যা স্তেষামপি মহান্তমীশ্বরং। তস্মাজ্জীবস্যেব মম পরমেশ্বরস্য তন্মুর্নভিন্না তনুরেবাহং অহমেব তনুঃ সাক্ষদ্ব্রহ্মৈব "শাব্দংব্রহ্ম দধদ্বপুরিতি„ মদভিজ্ঞ শুকোক্তে রিতি ভবাদৃশৈস্ত বিশ্বস্যতাং ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচালিত হয় না। ইহারা মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ বিলাসের পুষ্টি হয়। জড়ীয়ব্যাপার সম্বন্ধে আমায় উদাসীন ভাব সহজেই লক্ষিত হয়। প্রকৃতি আমার শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন। আমার চিদ্বিলাস সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে আমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময়, আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে যে আমি লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তি প্রভাব। আমি জড় বিধি সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও

মোঘাশামোঘকর্ম্মাণো মোঘ জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসী মাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

নমু যে মানুষীং মায়াময়ীং তনুমাশ্রিতোঽয়ং ঈশ্বর ইতি মত্বা ত্বাং অবজানন্তি তেষাং কাগতি স্তত্রাহ মোঘাশাইতি। যদি ভক্তা অপি স্যু স্তদপি মোঘাশাভবন্তিমৎ সালোক্যাদিং অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি। যদি তে কর্ম্মিণস্তদা মোঘ কর্ম্মাণঃ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকংন-লভন্তে। যদি তে জ্ঞানিন স্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞান ফলং মোক্ষং ন বিদন্তি। তর্হিতে কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ রাক্ষসীমিতি। তে রাক্ষসীং প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বস্বরূপে প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীম ভাবের বিশেষ আদর করে সে তাহাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধির কার্য্য মাত্র। আমার পরম ভাব তাহা নয়। আমার পরম ভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক। মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তি দ্বারা আমি সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা যুগপৎ ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ প্রকাশ কেবল অচিন্ত্য শক্তি ক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানব তনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চ বিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর তাহা বুঝিতে পারেনা। অতএব অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা আমাকে একটী ক্ষুদ্র ভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥ ১১॥

যদিবল অবিদ্বৎ প্রতীতি কিজন্য উদিত হয়—তবেশুন। মূঢ়লোকেরা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরর্থক হয়। লোক প্রাপ্তির আশা দ্বারা চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়। তুচ্ছ ফলদ কর্ম্মানুষ্ঠান করত আর বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারেনা। যদি কখন জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদ বাদ রূপ দুষ্ট জ্ঞান দ্বারা তাহাদের বিদ্যা লোপ হয়। তখন তাহারা মনে করে যে, আমার এই মূর্ত্তি মায়াময়ী। আমি ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীন তত্ত্ব। আমার উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হইবে। তাহাদের ফল এই হয় যে

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ যে মহাত্মানঃ যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্ত কৃপয়া মহাত্মত্বং প্রাপ্তাস্তেতু মানুষা অপিদৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মানুষাকারমেব ভজন্তে। ন বিদ্যতে হন্যত্র জ্ঞান কর্ম্মাণ্য কামনাদৌ মনো যেষাংতে। মাং ভূতাদিং "ময়া তত মিদং সর্ব্ব মিত্যাদি" মদৈশ্বর্য্য জ্ঞানেন মাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তানাং কারণং। অব্যয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বাৎ অনশ্বরং জ্ঞাত্বেতি মমারাধ্যত্বে মদ্ভক্তেরেতাবন্মাত্রং মজ্জ্ঞান মপেক্ষিতব্যং ইয়মেব ত্বং পদার্থ জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনপেক্ষাভক্তি রনন্যা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা রাজ বিদ্যা রাজগুহ্য মিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ১৩ ॥

ভজন্তীত্যুক্তং তদ্ভজন মেব কিং ইত্যত আহ, সততং সদেতি নাত্র কর্ম্ম যোগ ইব কাল দেশ পাত্র শুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। "ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিশেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামলুব্ধকে" ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তো যতমানাঃ। যথা কুটুম্ব পালনার্থ দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিক দ্বারাদৌধনার্থং যতন্তে তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে প্রাপ্যাচ, ভক্তিং অধীয়মানং শাস্ত্রং পঠতঃ ইব পুনঃ

অবশেষে রাক্ষসী ও আসুরী স্বভাব দ্বারা জীবের দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্য মনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ ফলদ কর্ম্ম ও আত্ম বিনাশী শুষ্ক অভেদবাদ রূপ জ্ঞানের প্রতি আস্তা না করিয়া, সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণ স্বরূপ, তাহাই চরম তত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

সেই বিদ্বৎ প্রতীতি যুক্ত মহাত্মা ভক্ত সকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন। অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য দাস্য লাভের জন্য তাঁহাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া, আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মেচিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, এই জন্য সংসার নির্ব্বাহ কালে ভক্তিযোগ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥ ১৬ ॥

পুনরভ্যস্তঞ্চ। এতাবন্তি নাম গ্রহণানিএতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ এতাবত্যঃ পরিচর্য্যা শ্চাবশ্য-কর্ত্তব্যাঃ ইত্যেবং দৃঢানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে। যদ্বা দৃঢানি অপতিতানি একাদশ্যাদি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে। নমস্যন্তশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণ পাদসেবনাদ্যমুক্তসর্ব্ব ভক্তি সংগ্রহার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্য সংযোগং আকাঙ্খান্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্তঃ প্রত্যয়ঃ। অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্ত নাদিকমেব মদুপাসন মিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্য মাশঙ্কানীয়ং ॥ ১৪ ॥

তদেবং অত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়েচ অনন্য ভক্ত এব মহাত্ম শব্দ বাচ্যঃ, আর্ত্তাদি সর্ব্বভক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতং। অথান্যেঽপি অনুক্ত পূর্ব্বা যে ত্রিবিধাভক্তাঃ পূর্ব্বতো ন্যূনা, অহংগ্রহো-পাসকাঃ প্রতীকোপাসকাঃ বিশ্বরূপোপাসকা স্তান দর্শয়তি। জ্ঞান যজ্ঞেনেতি অন্যেন মহাত্মানঃ ইত্যর্থঃ পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ জ্ঞান যজ্ঞেন তং বা অহমস্মি ভগবোদেবতা

হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্ত সকল যে আর্ত্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মহাত্মা পদবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্ত-পূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিন প্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিন প্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ অহং গ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক, এবং বিশ্বরূপোপাসক বলিয়া থাকেন। উক্ত তিন প্রকার ন্যূন ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসক প্রধান। তিনি আপনাকে ভগবান বলিয়া অভিমান সহকারে উপাসনা করেন। ইহাই পরমেশ্বর যজন রূপ এক প্রকার যজ্ঞ। এই অভেদ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজন পূর্ব্বক অহং গ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন। প্রতীকোপাসকগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন। তাঁহারা ভগবান হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। তাহাদের অপেক্ষা মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপ বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন। এই প্রকার জ্ঞান যজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হইবে॥ ১৫ ॥

আমিই অগ্নিষ্টোমাদিশ্রৌত এবং বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥

অহং বৈত্বমসীত্যাদি শ্রুত্যুক্তমহং গ্রহোপাসনং জ্ঞানং সএব পরমেশ্বর যজন রূপত্বাৎ যজ্ঞস্তেন চকার এবার্থে অপিশব্দঃ সাধনান্তর ত্যাগার্থঃ একত্বেন উপাস্যোপাসকয়ো রভেদ চিন্তরূপেণ। ততো হপি ন্যূনা অন্যে পৃথক্ত্বেন ভেদ চিন্তন রূপেণ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনেনজ্ঞান যজ্ঞেন। অন্যেততোহপি মন্দা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈর্বিশ্বতো মুখং বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবোপাসতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদানাং ব্যাখ্যা। অত্রনাদেবোদেব মর্চ্চয়েদিতি তান্ত্রিক দৃষ্ট্যা গোপালোঽহমিতিভাবনাবত্বে যা গোপালোপাসনা অহং গ্রহোপাসনা। তথা যঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ সহি সূর্য্যএব নান্যঃ। সহি ইন্দ্র এব নান্যঃ। সহি সোম এব নান্যঃ। সহি সোম এব নান্যঃ ইত্যেবং ভেদেন একস্যা এব ভগবদ্বিভূতের্যা উপাসনা সা প্রতীকোপাসনা। বিষ্ণুঃ সর্ব্ব ইতি সমস্ত বিভূত্যুপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞান যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যং। যদ্বা একত্বেন পৃথক্ত্বেন ইত্যেক এব অহং গ্রাহোপাসনা গোপালোঽহং গোপালস্য দাসোঽহং ইত্যুভয় ভাবনাময়ী সমুদ্র গামিনী নদীব সমুদ্র ভিন্না ভিন্না চেতি। তদাচ জ্ঞান যজ্ঞস্য দ্বৈবিধ্যং ॥ ১৫ ॥

বহুধোপাসতে কথং ত্বামেব ইত্যাশঙ্ক্য আত্মানো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়ন্নেবভূভিঃ ক্রতুঃ শ্রৌতোঽপি,জ্যোমাদিঃ যজ্ঞঃ স্মার্ত্তো বৈশ্বদেবাদিঃ ঔষধং ওষধি প্রভবমন্নং ॥ ১৬ ॥

পিতাব্যষ্টি সমষ্টি সর্ব্বজগদুৎপাদনাৎ মাতা জগতোঽস্য স্বকুক্ষি মধ্য এব ধারণাৎ, ধাতা জগতেঽস্য পোষণাৎ, পিতামহঃ জগৎ স্রষ্টু ব্রহ্মণোঽপি জনকত্বাৎ, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু পবিত্রংশোধকং বস্তু ॥ ১৭ ॥

গতিঃ ফলং, ভর্ত্তাঃপতিঃ,প্রভুর্নিয়ন্তা,সাক্ষী শুভাশুভ দ্রষ্টা,নিবাসঃ আস্পদং, শরণং বিপত্ত্যাত্রাতা,

---

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজু, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়বীজ। নিদাঘ কালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্ কালে আমিই বৃষ্টি। আমিই জলবর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি। আমিই অমৃত। আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জ্জুন! আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপ স্বরূপে আমার উপাসনা হয় ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন! ॥ ১৯ ॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

সুহৃৎ নিরুপাধিহিতকারী। প্রভবাদ্যাঃ সৃষ্টি সংহার স্থিতয়ঃ ক্রিয়াশ্চাহং নিধানং নিধিঃ পদ্ম শঙ্খাদি বীজং কারণং, অব্যয়ং অবিনাশি নতু ব্রীহ্যাদিবন্নশ্বরং ॥ ১৮ ॥

আদিত্যোভূত্বা নিদাঘে তপামি প্রাবৃষি বর্ষং উৎসৃজামি। কদা চিচ্চৈবগ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্ণামিচ। অমৃতং মোক্ষঃ মৃত্যুঃ সংসারঃ সদসৎ স্থূল সূক্ষ্ম এতৎ সর্ব্বং অহমেব ইতি মত্বা বিশ্বতোমুখং মামুপাসতে ইতি পূর্ব্বে নান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোঽপি ভক্ত্যা এব মামেব পরমেশ্বরং জানন্তোমুচ্যন্তে। যেতু কর্ম্মিণ স্তেনমুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি। ঋগ্‌যজু সামলক্ষণাস্তিস্রোবিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তিবা ত্রৈবিদ্যাঃ। বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম পরা ইত্যর্থঃ। যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপা নীত্যা জানন্তোঽপি বস্তুতইন্দ্রাদি রূপেণ মামৈব ইষ্ট্বা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোম পাস্তে পুণ্যং পাপা ॥ ২০ ॥

এবম্ভূত ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তি গন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্তৎ কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শুদ্ধ ভক্তিলাভ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অহংগ্রহোপাসনায় যে উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা ক্রমে শুদ্ধ ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রতীকোপাসনায় যে অন্য দেবাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। বিশ্ব রূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্ম জ্ঞান, তাহা স্বরূপাবির্ভাব ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতা লক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য মঙ্গল স্বরূপ ভক্তিলাভ হয় না। অভেদ সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য বশতঃ মায়াবাদ রূপ কুতর্ক জালে পতিত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্ম তন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদ ত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যা ত্রয় অধ্যয়ন করত সোমপান

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতা গতং কাম কামা লভন্তে॥ ২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং॥২২॥

গতা গতং পুনঃ পুনর্মৃত্যু জন্মনী॥ ২১॥

মদনন্য ভক্তানাং সুখন্তু ন কর্ম্ম প্রাপ্যং কিন্তু মদ্দত্তমেব ইত্যাহ অনন্যা ইতি। নিত্যমেব সদৈবাভিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি তদন্যো নিত্যমপণ্ডিতা ইতি ভাবঃ। যদ্বা নিত্যসংযোগ স্পৃহাবতাং যোগ ধ্যানাদি লাভঃ। ক্ষেমং তৎপালনঞ্চ তৈরনপেক্ষিত মপ্যহমেব বহামি অত্রকরোমীত্য প্রযুজ্য বহামীতি প্রয়োগাৎ। তেষাং শরীর পোষণ ভারো ময়েবোহ্যতে যথা স্বকলত্র পুত্রাদি পোষণ ভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ। নচান্যেষা মিব তেষামপি যোগক্ষেমং কর্ম্ম প্রাপ্য মে বেত্যত আত্মারামস্য সর্ব্বত্রোদাসীনস্য পরমেশ্বরস্যতব কিং তদ্বহনেনেতি বাচ্যং। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে নামুষ্মিনঃ কল্পন মেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্য মিতি শ্রুতে, মদনন্য ভক্তানাং নিষ্কামত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ তেষু দৃষ্টং সুখং মদ্দত্তমেব তত্র মম সর্ব্বত্রো দাসীনস্যাপি স্বভক্ত বাৎসল্য মেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। নচৈবং ত্বয়ি স্বেষ্ট দেবে স্বনির্ব্বাহভারং দদানাস্তেভক্তাঃ প্রেম শূন্যা ইতি বাচ্যং তৈর্ময়ি স্বভারস্য সর্ব্বথৈবানর্পণাৎ ময়ৈবা স্বেচ্ছয়া গ্রহণাৎ ন চ সঙ্কল্প মাত্রেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তুর্মমায়ং ভারোজ্ঞেয়ঃ। যদ্বাভক্ত জনাসক্তস্য মম স্বভোগ্য কান্তা ভার বহন মিব তদীয় যোগ ক্ষেম বহনমিতি সুখপ্রদ মিতি॥ ২২॥

দ্বারা ধৌত পাপ হয়। ক্রমে যজ্ঞ সকল দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্য লভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হয়। পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কাম কামী ব্যক্তিগণ বেদ-ত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে॥ ২০॥ ২১॥

তুমি এরূপ মনে করিবে না যে সকাম ত্রৈবিদ্য উপাসক সকল সুখলাভ করে এবং আমার ভক্ত সকল ক্লেশ পান। আমার ভক্ত সকল অনন্য রূপে আমাকেই চিন্তা করেন। দেহ যাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই তাঁহারা স্বীকার করেন। অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ! যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং ॥২৩॥

ননুচজ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে ইত্যনেন ত্বয়া স্বস্যোবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা। তত্র বহুধ বিশ্বতো মুখ মিতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থ মহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা স্বস্য বিশ্বরূপত্বং দর্শিতং। অতঃ কর্ম্ম যোগেন কর্ম্মাঙ্গ ভূতেন্দ্রাদি যাজকাস্তথা প্রাধান্যেনৈব দেবতান্তর ভক্তা অপি ত্বদ্ভক্তা এব কথং তর্হিতে ন মুচ্যন্তে। যদুক্তং "ত্বয়া গতা গতং কাম কামা লভন্তে" ইতি। অন্তবত্তু ফলং তেষামিতি চ তত্রাহ যে ২ পীতি সত্য মামেব যজন্তীতি মেব কিন্তু বিধি পূর্ব্বকং মৎ প্রাপকং বিধিং বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩।

তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন; তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং তৎপালন কার্য্য আমিই করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভক্তিযোগ বিহিত বিষয় স্বীকার করিলেও সমস্ত বিষয় ভোগ অনায়াসে হয়, তাহাতে সকামী প্রতীপোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছু মাত্র ভেদ নাই। অতএব ভক্তদিগের কাম না থাকিলেও আমি তাহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে তাহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথা যোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য বশতঃ ভক্তগণের উপকার চেষ্টা করিয়া আনন্দ লাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে না। আমি স্বয়ং তাহাদের অভাব সম্পন্ন করি॥ ২২ ॥

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই এক মাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন। আমি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে মায়ার গুণ দ্বারা আমার প্রতিভাত স্বরূপ গুলিকেই প্রপঞ্চ বদ্ধ মনুষ্য গণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে তাহারা আমার গৌণাবতার। তাহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার গুণাবতার বলিয়া সেই সেই দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি সোপান সম্মত। যাঁহারা

অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমাং ॥২৫॥

অবিধি পূর্ব্বকত্বমেবাহ অহমিতি দেবতান্তর রূপেণাহ মেব ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী ফলদাতা চাহমেবেতি। মান্তু তত্ত্বেন ন জানন্তি। যথা সূর্য্যস্যাহমুপাসকঃ সূর্য্য এব ময়ি প্রসীদতু। সূর্য্যএব মদভীষ্টং ফলং দদাতু। সূর্য্য এব পরমেশ্বর ইতি তেষাং বুদ্ধির্নতু পরমেশ্বরো নারায়ণ এব সূর্য্যঃ স এব তাদৃশ শ্রদ্ধোৎপাদকঃ স এব মহ্যং সূর্য্যোপাসনা ফল প্রদ ইতি বুদ্ধিরতস্তত্তো মদভিজ্ঞানাভাবাত্তেচাবন্তেভগবান্নারায়ণ এব সূর্য্যাদি রূপেণারাধ্যতে ইতি ভাবনয়া বিমতো মুখং মামুপাসীনাস্তু মুচ্যন্ত এব। তস্মান্মদ্বিভূতিষু সূর্য্যাদিষু পূজা মদ্বিভূতি জ্ঞানং পূর্ব্বিকৈব কর্ত্তব্যাঃ নত্বন্য থেতি দ্যোতিতং ॥ ২৪ ॥

নমু চ তত্তদ্দেবতা পূজা পদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্ত স্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব। যথা বিষ্ণু পূজা পদ্ধতৌ য এব বিধি স্তেনৈব বৈষ্ণবা বিষ্ণুং পূজয়ন্ত্যতঃ দেবতান্তর ভক্তানাং কোদোষ, ইতিচেৎ সত্যং তর্হি তাং তাং দেবতাং তদ্ভক্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যয়ং স্থায় এব ইত্যাহ যান্তীতি তেন তত্তদ্দেবতানামপি নশ্বরোত্বাৎ তত্তদেবতা ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্ত। "অহন্তু নশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরা" নিত্যা এবেতি দ্যোতিতং। ভবানেকঃ শিষ্যতেশেষ সংজ্ঞ ইতি। "একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি। "পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপ রূপো মে পুরস্তাদাবির্বভূব" ইতি। "ন চ্যবন্তে চ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াদপীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ॥ ২৫ ॥

ঐ দেবতা সকলকে নিত্য জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক যজন করেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না ॥ ২৩॥

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই প্রতীকোপাসক বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার বিভূতি বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বরও বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্য-ত্বকে লাভ করে। যাহারা পিতৃলোকের উপাসক তাহারা অনিত্য, পিতৃলোক লাভ করে। যাহারা ভূতোপাসক তাহারা ভূতত্বই লাভ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥ ২৭॥

যত্নং দেবতান্তর ভক্তা বায়াসাধিক্যং নতু মদ্ভক্তাবিত্যাহ পত্রমিতি। অত্র ভক্ত্যেতি কারণং তৃতীয়ায়াং ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। অতঃ সহার্থে তৃতীয়া ভক্ত্যা সহিতো মদ্ভক্ত ইত্যর্থঃ। তেন মদ্ভক্ত ভিন্নোজনস্তাৎ কালিক্যাভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃত মপি পত্র পুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতং। ততশ্চ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং যদ্দদাতি তৎ তস্যাহমশ্নামি যথোচিতমুপযুঞ্জে। কীদৃশংভক্ত্যা উপহৃতং নতু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্ত মিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মদ্ভক্তস্যাপ্য পবিত্র শরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধ শরীর স্যেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। যদ্বাপ্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনানাস্তঃ শুদ্ধান্তঃ করণ ইতি। ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণ পাদ মূলং ন মুঞ্চতীতি পরীক্ষিদুক্তেঃ মৎ পাদসেবাত্যাগ সামর্থ্য মেব শুদ্ধচিত্তত্ব চিহ্নং অতঃ কচিৎ কাম ক্রোধাদিঃ সত্বেপি উৎখাত দংষ্ট্রোরগদংশবত্তস্যা কিঞ্চিৎকরত্বং জ্ঞেয়ং॥ ২৬॥

নন্বার্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীত্যারভ্য এতাবতীষুক্তাসু ভক্তিষু মধ্যে খল্বহংকাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং ভোঅর্জ্জুন, সাম্প্রতং তাবত্তব কর্ম্ম জ্ঞানাদীনাং ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বোৎ কৃষ্টায়াং কেবলায়ামমন্ত ভক্তৌ নাধিকারঃ নাপি নিকৃষ্টায়াং সকাম ভক্তৌ তস্মাত্বং নিষ্কামাং কর্ম্মজ্ঞান মিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্ব্বিত্যাহ যৎকরোষীতিদ্বাভ্যাং। লৌকিকং

করে। যাঁহারা নিত্য চিত্তত্ত্ব স্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন। অতএব ফল দান সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতীত্ব নাই। আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষ রূপে জীবের কর্ম্ম ফল বিধান করে॥ ২৫ ॥

প্রযতাত্মা ভক্ত সকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তর উপাসকগণ অনেক আয়াসপূর্ব্বক বহু সম্ভার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যধিকারীদের শ্রেণী-চারিটী, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তি পদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার, অহং

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

বৈদিকং বা যৎকর্ম্মত্বংকরোষি যদশ্নাসি ব্যবহারতো ভোজন পানাদিকং যৎকরোষি যত্তপস্যসি তপঃ করোষি তৎসর্ব্বং মষ্যেবার্পণং যসাতৎ যথাস্যাৎ তথা কুরু। নচায়ং নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ এব নতু ভক্তি যোগ ইতি বাচ্যং। নিষ্কাম কর্ম্মিভিঃ শাস্ত্র বিহিতং কর্ম্মৈবভগবত্যর্প্যতে নতুব্যাবহারিকং, কিমপিকৃত্যং তথৈব সর্ব্বত্র দৃষ্টেঃ ভক্তেস্তু স্বাত্মমনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ব্যাপার মাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে। যদুক্তং ভক্তি প্রকরণ এব। "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা-বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।" ইতি। নন্বচ জুহোষীতি হবন] মিদমর্চ্চন ভক্ত্যাঙ্গভূতং বিষ্ণুদ্দেশ্যকমেব তপস্যতীতি তপোঽপ্যেত দেকাদশ্যাদি ব্রতরূপমেব অত ইয়মনন্যৈব ভক্তিঃ; কিমিতিনোচ্যতে সত্যং। অনন্যা ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্পতে কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে। যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং" ইত্যত্র পুংসার্পিত। বিষ্ণৌ "ইতি ভক্তিচেন্নবলক্ষণা" ক্রিয়েতে তি ব্যাখ্যাচ শ্রীস্বামি চরণানাং বিষ্ণৌ অর্পিতাভক্তিঃ ক্রিয়তে নতু কৃত্বাপশ্চাদর্প্যেত ইত্যত পদ্যমিদং ন কেবলায়াং পর্য্যবসোদিতি ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভ ফলৈরনন্তৈঃ কর্ম্ম রূপৈর্ব্বন্ধনৈ র্বিমোক্ষ্যসে। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহা মুত্রো-

---

গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তি পদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার সম্বন্ধে ব্যবহার চারি প্রকার, সকাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ। এই সমস্ত বলিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। এখন, হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্ম বীর স্বরূপ আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলা পুষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত আছ। অতএব তুমি নিরপেক্ষ ভক্ত বা সকাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পার না। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদায় আমাতে অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্য সংকল্প সহকারে কৃত হইয়া গেলে ব্যবহারিক মতে কর্ম্ম জড় লোকেরা অবশেষে আমাকে অর্পণ করে। সে কিছু নয়। কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পিত করিয়া ভক্তি রূপে অনুষ্ঠান কর॥ ২৭ ॥

তাহা হইলে, যুদ্ধাদি কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে কর্ম্ম ফল-

সমোহং সর্ব্ব ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তিতু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥২৯॥
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

পাধিনৈরাস্তেনামুষ্মিন্মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি শ্রুতেঃ" সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম ফলত্যাগঃ সএব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা মনোযস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি অপিতু বিমুক্তো মুক্তেষপি বিশিষ্টঃ সন্। মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুং মন্নিকট মেষ্যসি। "মুক্তানমপি সিদ্ধিনাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে" ইতি স্মৃতেঃ। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগ" মিতি শুকোক্তেঃ মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষান্মৎ প্রেম সেবায়া উৎকর্ষোঽয়মেবেতি ভাবঃ॥ ২৮॥

নমু ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি নত্ব ভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপিকিং রাগ দ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোঽহমিতি। তেভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপি তেষু বর্ত্তে ইতি ব্যাখ্যানে ভগবত্যেব সর্ব্বং জগদ্বর্ত্তত এব ভগবানপি সর্ব্ব জগৎসু বর্ত্ততএব ইতি নাস্তি বিশেষঃ "তস্মাৎ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"ইতি ন্যায়েন ময়িতে আসক্তা ভক্তা বর্ত্তন্তে যথা তথাহমপি তেষাসক্ত ইতি ব্যাখ্যেয়ং। অত্র কল্প বৃক্ষাদি দৃষ্টান্ত স্ত্বেকাংশেনৈব জ্ঞেয়ঃ। নহি কল্প বৃক্ষফলাকাঙ্খয়া তদাশ্রিতা আসজ্যন্তি নাপি কল্পবৃক্ষঃ স্বাশ্রিতেষ্বাসক্তঃ নাপি স আশ্রিতস্য বৈরিণং দ্বেষ্টি, ভগবাংস্তুস্বভক্তবৈরিণং স্বহস্তেনৈব হিনস্তি, যদুক্তং প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যে দ্ধনিবোপি বরোজ্জিতং ইতি। কেচিত্তু তুকারস্য ভিন্নোপক্রমার্থত্বমাখ্যায় ভক্ত বাৎসল্য লক্ষণস্তু বৈষম্যংময়ি বিদ্যত এবেতি, তচ্চ ভগবতো ভূষণং নতু দূষণমিতি ব্যাচক্ষতে। তথাহি ভগবতোভক্তবাৎসল্যমেব প্রসিদ্ধং নতুজ্ঞানি বাৎসল্যং, যোগিবাৎসল্যং বা যথাহ্যন্যোজনঃ স্বদাসেষেব বৎসলোনান্যদাসেষু তথৈব ভগবানপি স্বভক্তেষেব বৎসলো ন রুদ্র ভক্তেষু নাপি দেবী ভক্তেষিতি॥ ২৯॥

সভক্তেষ্বাসক্তির্ম্ম স্বভাবিক্যেব ভবতি সা দুরাচারেপিভক্তে নাপযাতি তমপ্যুৎকৃষ্টমেব করোমীত্যাহ। অপিচেদিতি সুদুরাচারঃ পরহিংসা পরদার পর দ্রব্যাদি গ্রহণ পরায়ণোপি

ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস যোগযুক্ত হইয়া, মুক্তিলাভ পূর্ব্বক আমার স্বরূপ গত তত্ত্ব লাভ করিবে॥ ২৮ ॥

আমার রহস্য এই যে আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা, আচরণ করি। আমার কেহদ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই। ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি॥ ২৯ ॥

যিনি আমাকে অনন্য চিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলে

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ ॥৩০॥

মাং ভজতে চেৎকীদৃক্ভজন বানিত্যত আহ, অনন্যভাক্ মত্তোঽন্য দেবতান্তরং মদ্ভক্তেরন্যৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিকং মৎকামনাতোঽন্যাং রাজ্যাদি কামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। ..নন্বেতাদৃশে কদাচারে দৃষ্টে স্তুতি কথং সাধুত্বং তত্রাহ মন্তব্যোমননীয়ঃ। সাধুত্বেনৈব সজ্জেয় ইতি যাবৎ। মন্তব্য মিতি বিধি বাক্যং অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ। অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণ মিতি ভাবঃ। নন্বনন্যভাক্ত্বাংশেন সাধুঃ পরদারাদি গ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ এবেতি সর্ব্বেনাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ কদাপি তস্যা সাধুত্বং ন দ্রষ্টব্য মিতি ভাবঃ সম্যগ্ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যক্ যোনীর্বা যামি ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি স শোভন মধ্য বসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

ও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসা সর্ব্ব প্রকারে সুন্দর। সুদুরাচার শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধ জীবের আচার দুই প্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপ-গত। শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাব নির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধ জীব স্বরূপ আত্মার যে আমার প্রতি চিৎকার্য্য রূপ আচার আছে তাহা জীবের স্বরূপ-গত। তাহার অন্য নাম অমিশ্র বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তিও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। অনন্য ভজন রূপ ভক্তি বদ্ধ জীবের উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণ রুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখন কখন ইতর রুচি বল প্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-রুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি সোপনারূঢ় জীবদিগের ব্যবসা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনা ক্রমে দুরাচার, এমত কি সুদুরাচর (পরহিংসা পরদ্রব্য হরণ, পরদার ক্রিয়া, যাহাতে-ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না) যদিও কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তি রূপ মদ্ভক্তি দূষিত হয় না, ইহাই জানিবে। কোন্ কোন পরম ভক্তের মৎস্যাদি ভোজন এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত পরদার সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে অসাধু মনে করিবে না। ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৩১॥

ননু তাদৃশস্যাধর্ম্মিণঃ কথংভজনং ত্বং গৃহ্লাসি কাম ক্রোধাদি দূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্ন পানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ। ক্ষিপ্রং শীঘ্র মেব সধর্ম্মাত্মা ভবতি। অত্র ক্ষিপ্রং ভাবী সধর্ম্মাত্মাশশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতি ইতি। অপ্রযুজ্য ভবতি গচ্ছতি ইত্তি বর্ত্তমান প্রয়োগাৎ অধর্ম্ম করণানন্তরমেব মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি। হন্ত হন্ত মত্তুল্যঃ কোপি ভক্তলোকঃ কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি, তদ্ধিগ্মামিতি শশ্বৎপুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি। যদ্বা কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্যভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তত এব। তন্মনসিভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথাপীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকাল পর্য্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোপি ন গণ্যত ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্ব গমকাঃ কাম ক্রোধাদ্যা উৎখাত দংষ্ট্রোরগদংশবদকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কাম ক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি। দুরাচারত্ব দশায়া মপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতিভাবঃ। ননু যদি সধর্ম্মাত্মস্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচার ভক্তোজন্ম পর্য্যন্ত মপি দুরাচারত্বং ন জহাতি, তস্য কা বর্ত্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান স প্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ কৌন্তেয়েতি। মেভক্তো ন প্রণশ্যতি তদপি প্রাণনাশেমধঃ পাতং ন যাতি, কুতর্ক কর্ক্কশ বাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শোকশঙ্কা ব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয়, পটহকাহলাদি মহা ঘোষ পূর্ব্বকং বিবদ মানানাং সভাং গত্বাবাহু মুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতি জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু, কথং মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোপি ন প্রণশ্যতি অপিতু কৃতার্থ এব ভবতি। ততশ্চ তে তৎ প্রৌঢ়ি বিজৃম্ভিত বিধ্বংসিত কুতর্কা নিঃশংসয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়ে রন্নিতি স্বামি চরণাঃ। ননু কথং ভগবান স্বয়ম প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুন মেবাতিদেশ। যথৈবাগ্রে মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োসিমে ইতি বক্ষ্যতে। তথৈবাত্রাপি কৌন্তেয় প্রতিজানেঽহং নমেভক্তঃ প্রণশ্যতি ইতি কথং নোক্তং। উচ্যতে। ভগবতা তদানীমেব বিচারিতং ভগবৎ সলেন ময়াস্বভক্তাপকর্ষণেশমপ্য সহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্ত প্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র। যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞা মপ্যপাকৃত্য ভীষ্ম প্রতিজ্ঞৈব রক্ষিষ্যতে। বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বাহসিষ্যন্তিঅর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাতু পাষাণ রেখেবেতি তে প্রতিয়ন্তি। অতোঽর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি অত্রৈতাদৃশ দুরাচারস্যাপ্যনন্য ভক্তি শ্রবণাদনন্য ভক্তাভিধায়ক বাক্যেষু সর্ব্বত্র ন বিদ্যতে

হে কৌন্তেয়! আমার এই প্রতিজ্ঞা যে আমার অনন্য ভক্তি পথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। তাহার অধর্ম্মাদি প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধি রূপ হরিভক্তি দ্বারা

মাংহি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তিপরাং গতিং ॥৩২॥
কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাং ॥ ৩৩ ॥

ঽনৎ স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তি বিধর্ম্ম শোক মোহ কাম ক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিত ব্যাখ্যা ন গ্রাহ্যা ইতি ॥ ৩১ ॥

এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তর্ন গণয়তীতি কিং চিত্রং,। যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বভাবিকানঽপি দোষান্ মদ্ভক্তির্নগণয়তীত্যাহ মামিতি পাপযোনয়োঽন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি, যদুক্তং। 'কিরাত হুণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর কঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যে ঽন্যেচ পাপাশ্রয়া শ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবেনমঃ॥ অহোবত শ্বপচোঽতোগরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তিযেতে। কিং পুনঃ স্ত্রী বেশ্যাদ্যা অশুদ্ধাঃলীকাদিমন্তঃ॥ ৩২ ॥

ততোপি কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ যে ভক্তাঃ তস্মাত্ত্বং মাংভজস্ব ॥৩৩॥

বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্য ধর্ম্মরূপ স্বরূপ-গত আচার নিষ্ঠ হইয়া ভক্তিজনিত পাপ পুণ্য বন্ধন হইতে পরম শান্তি লাভ করিবেন॥ ৩১ ॥

হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রী সকল তথা বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিকে বিশিষ্ঠ রূপে আশ্রয় করিলে পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে। আমার ভক্তি মার্গাশ্রিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই॥ ৩২ ॥

যখন অন্ত্যজ জাতি সকলও আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কেন না ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি অতি শীঘ্র প্রদমিত হয়, তখন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও স্বরূপ-গত ভক্তি সম্বন্ধীয় আচার দ্বারা পুণ্য ফল রূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখ ময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন মাত্রই কর॥ ৩৩ ॥

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানংমৎ পরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজগুহ্য যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভজন প্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিয়োজ্য ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রবিচারিত্বং স্বস্পর্শাৎ সর্ব্বশোধনং।
ভক্তেরেবাত্রেতদস্যা রাজগুহ্যত্ব মীক্ষ্যতে ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাসু নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর। তোমার শরীরকে আমার ভক্তি যজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে মৎ-পরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে॥ ৩৪ ॥

ভক্তিই যে রাজগুহ্য এবং তাহাতে পাত্রাপাত্রের দোষ প্রবল না হইয়া ভক্তি কর্তৃক সহজে নষ্ট হয়, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

——:)*(:——

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্য্যং জ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিং যৎসপ্তমাদিষু।
সরহস্যং তদেবোক্তং দশমে স বিভূতিকং ॥

আরাধ্যত্ব জ্ঞান কারণ মৈশ্বর্য্যং যদেব পূর্ব্বত্র সপ্তমাদিযূক্তং তদেব সবিশেষং ভক্তি মতা মানন্দার্থং প্রপঞ্চয়িষান্ পরোক্ষ বাদাশ্বিষয়ঃ পরোক্ষকঃ মম প্রিয়ং ইতি ন্যায়েন কিঞ্চিদ্দুর্ব্বোধ তরৈবাহ ভূয় ইতি পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদ মুচাত ইত্যর্থঃ। হেমহাবাহো ইতি যথা বাহুবলং সর্ব্বাধিকোন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বদ্ধ্যা বুদ্ধি বলমপি সর্ব্বাধিকোন প্রকাশয়িতব্য মিতি ভাবঃ শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপিতং বক্ষ্যমানেঽর্থেসম্যাগবধারণার্থং এব। পরমং পূর্ব্বোক্তা দপ্যুৎকৃষ্টং। তে ত্বামতি বিস্মৃতী কর্ত্তুং ক্রিয়ার্থোপপদস্য চেতি চতুর্থী। যতঃ প্রীয়মানায় প্রেমবতে ॥ ১ ॥

এতচ্চ কেবলং মদনুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদ্যং নানাথেত্যাহ নমে ইতি মম প্রভবং প্রকৃষ্টং সর্ব্ব বিলক্ষণং ভবং দেবকাং জন্ম দেবগণা ন জানন্তি, তে বিষয়াবিষ্টত্বান্নর্জ্ঞান্তঋষয়স্তু জানী-য়ুস্তত্রাহ ন মহর্ষয়োঽপি তত্র হেতুঃ, অহমাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈরেব প্রকারৈঃ নহি পিতু-র্জ্জন্মতত্বং পুত্রাজানন্তীতি ভাবঃ। নহি তে ভগবন ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবান্ দানবাঃ। ইত্য-গ্রিমানুবাদাদত্র প্রভব শব্দস্যান্যার্থতা ন কল্প্যা ॥ ২ ॥

হে মহাবাহো! তুমি প্রেমবান, তোমার হিত কামনায় আমি পূর্ব্বে যে সকল বাক্য বলিয়াছি. তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতেছি, তুমি পুনরায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

দেবতা ও মহর্ষিগণের আমিই আদি কারণ, অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলা প্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে নরাকার স্বরূপে উদয়েরতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয়

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।

নমু পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশ কালা পরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষয়শ্চ জানন্ত্যেব তত্র স্বতর্জ্জ্ঞা স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বাহ যো মামিতি যো মামজং বেত্তি কিং পরমেষ্ঠিনং ন অনাদিং সত্যং তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্তং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব তত্রাহচেতি অজমজন্তং বসুদেব জন্তঞ্চ মামনাদি মেবযোবেত্তি ইত্যর্থঃ। মামিতি পদেন বসুদেব জন্যত্বং বুধ্যতে জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্য মিতি মদুক্তেঃ মম জন্মবত্বং পরমাত্মত্বাৎ সদৈবাজত্বং চ ইত্যুভয়মপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্য শক্তি সিদ্ধমেব। যদুক্তং। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা সংভবামীতি। তথা চোবদ্ধ ব বাক্যং। কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্যতে ইত্যাদ্যনন্তরং খিদ্যতি ধীর্ব্বিদামিহ ইতি। অত্র শ্রীভাগবতামৃতকারিকাচ। তত্তন্নবাস্তবং চেৎস্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রম স্তদা। নস্যা দেবেত্যতো

বুদ্ধি বলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন। তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট নির্গুণ, স্বরূপ হীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া তাহাই যে পরম তত্ত্ব এরূপ মনে করেন। কিন্তু পরম তত্ত্ব তাহা নয়। পরম তত্ত্ব স্বরূপ আমি সর্ব্বদা অচিন্ত্য শক্তি বলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষ গুণ সম্পন্ন, নিত্য স্বরূপ বিশিষ্ঠ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। আমার অপরাশক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই ঈশ্বর। অপরাশক্তি দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটী অস্ফুট মূর্ত্তিই ব্রহ্ম। অতএব ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম এই দুই-টীই আমার স্ফূর্ত্তিদ্বয়, সৃষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রপঞ্চে স্বস্বরূপে উদিত হই। তখন উক্ত ধীশক্তি সম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্য শক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়াদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া মনে করে। এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্বস্বরূপের লয়ানুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্ত সকল স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিচালনা দ্বারা অচিন্ত্য তত্ত্বের অবগতি সহজ নয় মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তি বৃত্তিরই অনুশীলন করেন। তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহা-দিগকে সহজ জ্ঞান দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি॥ ২ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বলোকের মহেশ্বর ও অনাদি বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত

অসংমূঢ়ঃ সমর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃশমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তিভাবাভূতানাং মত্তএবপৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

হ্যচিন্ত্যাশক্তির্নানাস্থ কারণং। তস্মাৎ যথা মম বাল্যে দামোদরত্ব লীলায়ামেকদৈব কিঙ্কিণ্যা বন্ধনাৎ পরিচ্ছিন্নত্বং দাম্না স্বাবন্ধাদপরিচ্ছিন্নত্বং চাতর্ক্যমেব তথৈব মমাজত্ব জন্মবত্বে চাতর্ক্যে এব। দুর্বোধমৈশ্বর্য্যঞ্চাহ লোক মহেশ্বরং তব সারথি মপি সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং যোবেদ সএব মর্ত্ত্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সর্ব্ব পাপৈর্ভক্তি বিরোধিভিঃ। যস্তুঅজত্বানাদিত্ব সর্ব্বেশ্বরত্বান্যেব বাস্তবানিস্যুর্জন্ম বত্বাদীনিতু অনুকরণ মাত্র সিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে স সংমূঢ়এব সর্ব্বপাপৈ র্ন প্রমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নচশাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধ্যাদিভিঃ মত্তত্বং জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি যতোবুদ্ধ্যাদীনাং সত্বাদিবন্মায়াগুণ জন্যত্বান্মত্তএব জাতানামপি গুণাতীতে ময়ি নাস্তি স্বতঃ প্রবেশ যোগ্যতেত্যাহ বুদ্ধিঃসূক্ষ্মার্থ নিশ্চয় সামর্থ্যং জ্ঞানমাত্মানাত্ম বিবেকঃ অসংমোহো বৈয়গ্র্যাভাবঃ এতে ত্রয়োভাবা মত্তত্ব জ্ঞান হেতুত্বেন সংভাব্যমানাইব নতু হেতবঃ। প্রসঙ্গাদন্যাপিভাবান লোকেষু দৃষ্টা ন স্বতএবো-ভূতানাহ ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং সত্যং যথার্থভাষণং দমোবাহেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ শমোঽন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ এতে সাত্বিকাঃ। সুখং সাত্বিকং দুঃখং তামসংভবাভাবৌ জন্ম মৃত্যু দুঃখ বিশেষৌ। ভয়ং তামসং অভয়ং জ্ঞানোত্থং সাত্বিকং রাজসাদ্ভ্যথং রাজসং ॥ ৪ ॥

সমতা আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখ দুঃখাদি দর্শনং। অহিংসা সমতে সাত্বিকৌতুষ্টিঃ সংতুষ্টিঃ সা নিরুপাধিঃ সাত্বিকীসোপাধিস্তু রাজসী তপোদানে অপি সোপাধি নিরুপাধি-ত্বাভ্যাং সাত্বিকরাজসে যশোঽযশোসী অপিতথা। মত্তইতি এতে মন্মায়াতো ভবন্তোঽপি শক্তি শক্তিমতোরৈক্যাৎ মত্তএব ॥ ৫

হন, তিনি প্রপঞ্চ-দুষ্ট বুদ্ধি রূপ সমস্ত পাপ আর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা আমার তত্ব কেন জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে সূক্ষ্মার্থ নিশ্চয় সামর্থ্যরূপ বুদ্ধি, আত্মানাত্ম বিবেকরূপ জ্ঞান ও অসংমোহ তথা ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশঃ, এই সমস্তই ভূত সকলের ভাব। আমিই

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃপ্রজাঃ ॥ ৬ ॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭ ॥

বুদ্ধি জ্ঞানা সংমোহান স্বতত্ত্ব জ্ঞানে ঽসমর্থানুক্ত্বা তত্ত্বতো ঽপি তত্রা সমর্থানাহ মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচ্যাদয়ঃ তেভ্যোপি পূর্ব্বে ঽন্যে চত্বারঃ সনকাদয়ঃ মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মত্ত এব হিরণ্য গর্ভাত্মনঃ সকাশাদ্ভাবো জন্ম যেষাংতে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্নাজাতাঃ অভুবন্নিত্যর্থঃ। যেষাং মরীচ্যাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্য রূপাশ্চ ॥ ৬ ॥

কিন্তু ভক্ত্যাহ মেকয়া গ্রাহ্য ইতি মদুক্তে র্মদনন্যভক্ত এবম ৎপ্রসাদান্মদ্বাচি দৃঢ় মাস্তিক্যং দধানো মত্তত্ত্বং বেত্তীত্যাহ এতাং সংক্ষেপেনৈব বক্ষ্যমানাং বিভূতিং যোগং ভক্তি যোগঞ্চযস্তু ত্বতো বেত্তি মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যত্বাদিদমেব পরমং তত্ত্বমিতি দৃঢ়তরাস্তিক্যবানেব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মত্তত্ত্ব জ্ঞান লক্ষণেন যুজ্যতে যুক্তোভবেদত্র নাস্তি কোপি সন্দেহঃ॥ ৭ ॥

এ সকলের আদি কারণ বটে, কিন্তু আমি এই সকল হইতে পৃথক্। আমার অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব জানিতে পারিলে, আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন সেইরূপ শক্তিমান যে আমি আমা হইতে আমার শক্তি নিঃসৃত সমস্ত বস্তু ও ভাবময় জগৎ নিত্য ও অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, তাহার পূর্ব্বজাত সনকাদি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু সকলেই আমার শক্তি সম্ভূত হিরণ্য গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন। তাহাদেরই বংশে বা শিষ্যাদি ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে॥ ৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমা যে আমার স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি জনিত বিভূতি জ্ঞান এবং ক্রিয়া যোগের চরম সীমা যে ভক্তি যোগ এই দুই বিষয় যিনি তত্ত্বত জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ রহিত যোগের অনুষ্ঠান করেন॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতাঃ॥ ৮ ॥
মচ্চিত্তা মদ্‌গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ ॥ ৯ ॥

তত্র মহৈশ্বর্য্য লক্ষণাং বিভূতি মাহ অহং সর্ব্বস্য প্রাকৃতা প্রাকৃত বস্তু মাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তি প্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ। মত্ত এবান্তর্যামি স্বরূপাৎ সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টতে তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারাত্মকাৎ সর্ব্বং ভক্তি জ্ঞান তপঃ কর্ম্মাদিকং সাধনং তত্তৎ সাধ্যঞ্চ প্রবৃত্তিং ভবতি। ঐকান্তিক ভক্তি লক্ষণং যোগমাহ ইতিমত্বা আস্তিক্যতো জ্ঞানেন নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ। ভাবো দাস্য সখ্যাদি তদ্‌যুক্তাঃ॥ ৮ ॥

এতাদৃশা অনন্য ভক্তা এব মৎপ্রসাদাল্লব্ধ বুদ্ধি যোগাঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণং দুর্ব্বোধমপি মত্তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ মচ্চিত্তা মদ্রূপ নাম গুণ লীলা মাধুর্য্যা স্বাদেনৈব লুব্ধ মনসঃ। মদ্‌গত প্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান ধর্ত্তুমসমর্থাঃ অন্নগত প্রাণানরা ইতি বৎ। বোধয়ন্তঃ ভক্তি স্বরূপ প্রকারাদিকং সৌহার্দ্দেন জ্ঞাপয়ন্তঃ। মাং মহা মধুর রূপ গুণ লীলা মহোদধিং কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদি ব্যাখ্যানেনোৎকীর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বন্তঃ ইত্যেবং সর্ব্ব ভক্তিষ্বতি শ্রেষ্ঠাৎ স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তনান্যুক্তানি। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ভক্ত্যৈব সন্তোষশ্চ রমণঞ্চেতি রহস্যং। যদ্বা সাধন দশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্ব্বিঘ্নে সংপদা মানে সতি তুষ্যন্তি তদৈব ভাবি স্বীয় সাধ্যদশা মনুস্মৃত্য রমন্তিচ মনসা স্বপ্রভুনা সহরমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তি র্দ্যোতিতা॥ ৯ ॥

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জান। এই রূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত। অপর সকলেই অপণ্ডিত॥ ৮ ॥

এতাদৃশ অনন্য ভক্ত দিগের চরিত্র এইরূপ। তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ আমাতে সমর্পণ করত পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরি কথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেই রূপ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি সুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ প্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগ মার্গে ব্রজ রসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ করিয়া থাকেন॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥ ১০॥
তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১॥

নমু তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎ সাক্ষাৎ প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ সচ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ তেষা মিতি সতত যুক্তানাং নিত্য মেব মৎ সংযোগা কাঙ্খিণাং তংবুদ্ধি যোগং দদামি তেষাহৃদ্বৃত্তিষহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধি যোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্ত মশক্যঃ কিন্তু মদেক দেয় স্তদেক গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০ ॥

নমুচ বিদ্যাদিবৃত্তিং বিনা কথং ত্বদধিগমঃ তস্মাত্তৈরপি তদর্থং যতনীয়ং মেব তত্র নহি নহীত্যাহ তেষামেব নত্বন্যেষাং যোগিনাং অনুকম্পার্থং মদনুকম্পা যেন প্রকারেণ স্যাত্তদর্থমিত্যর্থঃ তৈর্মদনুকম্পা প্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্য্যা যত স্তেষাং মদনুকম্পা প্রাপ্ত্যর্থমহমেব যত্নমানো বর্ত্তে এবেতি ভাবঃ। আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধি বৃত্তৌ স্থিতঃ। জ্ঞানং মদেক প্রকাশ্যত্বান্নসাত্ত্বিকং নিগু‍র্ণত্বেপিভক্ত্যুত্থ জ্ঞানতোপি বিলক্ষণং যত্তদেবদীপস্তেন। অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ং। তেষাং নিত্যাভি যুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহামাহমিতি মদুক্তে স্তেষাং ব্যাবহারিকঃ পারমার্থিকশ্চ সর্ব্বোপিভারো ময়া বোঢ়ুমঙ্গীকৃত এবেতি ভাবঃ। শ্রীমদ্গীতা সর্ব্ব সার ভূতা ভূতাপতাপহৃৎ। চতুঃ শ্লোকীয় মাখ্যাতা খ্যাতা সর্ব্ব নিশর্ম্মকৃৎ॥ ১১॥

নিত্য ভক্তি যোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বিমল প্রেম যোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামকে লাভ করেন॥ ১০ ॥

এরূপ ভক্তি যোগের অনুষ্ঠাতা দিগের অজ্ঞান থাকিতে পারেনা। এরূপ অনেকের মনে উদয় হয় যে, যাঁহারা অতৎ নিরসন ক্রমে তৎ বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। কেবল ভক্তি ভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে। হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই নিজ বুদ্ধির অনুশীলন ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা। যতই বিচার করুক কিছুতেই

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বা মৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনারদ স্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষিমে ॥ ১৩
সর্ব্বমেতদৃতংমন্যে যন্মাং বদসি কেশব ॥

সংক্ষেপেনোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুং মিচ্ছন্ স্তুতি পূর্ব্বকমাহ পরমিতি পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্যামসুন্দরং বপুরের পরংব্রহ্ম। গৃহদেহত্বিট্ প্রভাবা ধামানীত্যমরঃ। তদ্ধামৈ ভবান ভবতি। জীবন্তেব তব দেহ দেহি বিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ। ধাম কীদৃশং পরং পবিত্রং দ্রষ্টৄ,ণা মবিদ্যামালিন্য হরং অতএব ঋষয়োঽপিত্বাং শাশ্বতং পুরুষমাহুঃ পুরুষাকারস্যাস্য নিত্যত্বং বদন্তি ॥ ১২ ॥

নাত্র মম কোঽপ্য বিশ্বাস ইত্যাহ সর্ব্বমিতি কিঞ্চ তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং ত্বাং অজং আহুরেব নতু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদুঃ। পরব্রহ্ম স্বরূপস্য তব অজত্বং জন্মবত্বঞ্চ কিং প্রকারক মিতিতুন বিদুরিত্যর্থঃ। অতএব নমে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবংন মহর্ষয় ইতি যত্তয়োক্তংতৎ

বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবেনা। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলে অনায়াসে আমার অচিন্ত্য শক্তিবলে ক্ষুদ্রজীবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্ম ভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞান দীপ দ্বারা আলোকিত হন। আমি বিশেষ অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত তাহাদের জড় সঙ্গ বশতঃ যে অজ্ঞান জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণ রূপে নাশ করি। যে শুদ্ধ জ্ঞানে জীবের অধিকার তাহা ভক্তি অনুশীলন ক্রমেই উদিত হয়। তর্ক দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত পাঁচটী শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন মহাশয় বিষয়টীকে আরো সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন, হে ভগবান্। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আপনিই পরম ব্রহ্ম, পরম স্বরূপ পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু। হে কেশব!

নহিতে ভগবন্! ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবান দানবাঃ॥ ১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম!।

ভূত ভাবন! ভূতেশ! দেব দেব! জগৎপতে!॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ।

যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বংব্যাপ্যতিষ্ঠসি॥১৬॥

সর্ব্বং ঋতং সত্যমেব মন্যে হে কেশব কোব্রহ্মা ঈশোরুদ্রশ্চতাবপি বয়সে স্বতত্ত্বা জ্ঞানেন যন্নাসি কিং পুনর্দ্দেবদানবাদ্যাঃ ত্বাং ন বিদন্তীতি বাচ্যং ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥ ১৪॥

তস্মাত্ত্বং স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ইতি এবকারেণ তবাজস্য জন্ম বত্বাদীনাং দুর্ঘটানামপি বাস্তবত্বমেব ত্বত্তক্তো বেত্তি তচ্চকেন প্রকারেণেতিতু সোপি ন বেত্তীত্যর্থঃ তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অতএব ত্বং পুরুষেষু মহৎ শ্রষ্টাদিষ্বপি মধ্যে উত্তমঃ ন কেবল মুত্তমএব যতো ভূতভাবন ভূতা ভূতভাবনরূপা যে তদাদয়ঃ পরমেষ্ঠ্যন্তাঃ তেষামীশঃ ন কেবল মীশ এব যতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যস্য ইতি ত্বৎক্রীড়োপকরণ ভূতা এব তে ইত্যর্থঃ। তদপ্যপার কারুণ্য বশাৎ জগদ্বর্ত্তিনা মস্মাদৃশানামপি ত্বমেব পতির্ভবসীতি চতুর্ণাং সম্বোধন পদানামর্থঃ। যদ্বা পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি হে ভূতভাবন সর্ব্বভূত পিতঃ পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টে তত্রাহ হে ভূতেশ ভূতেশাপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ হে দেব দেব। দেবা রাধ্যোপি কশ্চিন্নপালয়তীতি তত্রাহহে জগৎপতে॥ ১৫॥

তব তত্ত্বং দুর্গমস্তব বিভূতিষ্বেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দ্যোতয়ন্নাহ বক্তুমিতি দিব্যা উৎকৃষ্টায়া আত্ম বিভূতয়স্তাবক্তুং অর্হসীত্যন্বয়ঃ। নত্বশেষেণ মদ্বিভূতয়ঃ সর্ব্বাবক্তুমশক্যা এব তত্রাহ যাভিরিতি॥ ১৬॥

আমি এসকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার অচিন্ত্য ব্যক্তি তত্ত্ব দেব দানব গণ মধ্যে কেহই জানেনা॥ ১৪ ॥

হে ভূতভাবন্! হে ভূতেশ! হে দেব দেব! হে জগৎ পতে! হে পুরুষোত্তম! তুমিই নিজেই চিচ্ছক্তি দ্বারা আপনার ব্যক্তি তত্ত্ব অবগত আছ। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন মূর্ত্তি থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি কি প্রকারে জড় বিধির স্বতন্ত্ররূপে জড় মধ্যে ব্যক্ত হয়, একথা নরযুক্তি বা দেব যুক্তি দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না। তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই কেবল ইহা বুঝিতে পারে॥ ১৫ ॥

তোমার স্বরূপ তত্ত্ব তোমার কৃপা দ্বারা আমি হৃদয়ে এবং নেত্রাগ্রে

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসিভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন ! ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতং ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

যোগো যোগ মায়া শক্তি বর্ত্ততে যস্ত হে যোগিন বন মালীতি বৎ। ত্বামহং কথং পরিচিন্তয়ন্ সন্ ত্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াং। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ। ইতি ত্বদুক্তেঃ। তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু ত্বং চিন্ত্যঃ ত্বচ্চিন্তন ভক্তি র্ময়া কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

নন্বহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যনেনৈব সর্ব্বে পদার্থা মদ্বিভূতয়ঃ মদুক্তা এব বিভূতয়ঃ। তথা ইতি মত্বা ভজন্তে মাং ইতি ভক্তি যোগ শ্চোক্ত এব তত্রাহ বিস্তরেণেতি হে জনার্দ্দনেতি মাদৃশ জনানাং ত্বমেব হিতোপদেশ মাধুর্য্যেণ লোভ মুৎপাদ্য অর্দ্দয়সে যাচয়সীতি বরং কিং কুর্ম্ম ইতিভাবঃ। তদুপদেশ রূপমমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রুতি রসনয়া আস্বাদয়তঃ ॥ ১৮ ॥

হন্তেত্যনুকম্পায়াং প্রধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তোনাস্তি বিভূতয়ো বিভূতীঃ দিব্যা উত্তমা এব নতু তৃণেষ্টকাদ্যাঃ অত্র বিভূতি শব্দেন প্রাকৃতা প্রাকৃত বস্তুন্যেবোচ্যন্তে তানি সর্ব্বাণ্যেব ভগবচ্ছক্তি সম্ভূত ত্বাৎ ভগবদ্রূপেণৈব তারতম্যেনধ্যেয়ন্তে নাভি মতানি জ্ঞেয়ানি ॥ ১৯ ॥

আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি। ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক সকলে, ব্যাপ্ত হইয়া আছ। সেই সকল আত্ম বিভূতি অশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বল ॥ ১৬ ॥

তোমাতেই যোগ মায়া শক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে। হে ভগবন্! তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব। কি কি ভাবেতেই বা তুমি আমা দ্বারা চিন্তনীয় হও ॥ ১৭ ॥

হে জনার্দ্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃত পূর্ব্বক আমাকে পুনরায় বল। তোমার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রবণ পিপসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! 'আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব ভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্তএবচ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং।
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥

অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ব্ববিভূতি কারণং ত্বং ভাবয়েত্যাহ অহমিতি। আত্মা প্রকৃত্যন্তর্যামী মহৎ স্রষ্টা পুরুষঃ পরমাত্মা হে গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইতিধ্যান সামর্থ্যং সূচয়তি। সর্ব্বভূতো যো বৈরাজ স্তস্যাশয়েস্থিত ইতি সমষ্টি বিরাড়ন্তর্যামী। তথা সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়ে স্থিত ইতিব্যষ্টি বিরাড়ন্তর্যামী চ। ভূতানামাদির্জন্ম মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ তত্তদ্ধেতুরহমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অথ নির্দ্ধারণ ষষ্ঠাৎকচিৎ সম্বন্ধ ষষ্ঠ্যাচ বিভূতীরাহ যাবদধ্যায় সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি তন্নামা সূর্য্যো মদ্বিভূতি রিত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র প্রকাশ কানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালীরবিরহং। মরীচিঃ পবন বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনাজ্ঞান শক্তিঃ ॥ ২২ ॥

বিত্তেশঃ কুবেরঃ ॥ ২৩ ॥

নাই। গুটি কতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

হে গুড়াকেশ! হে জিতনিদ্র! আমার স্বরূপ তত্ত্ব তোমকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিকতত্ত্ব এই যে, আমিইসমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষ। আমি সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ২০ ॥

আদিত্য দিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সকলের মধ্যে কিরণ মালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্র দিগের অধিপতি

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিং।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চনারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ॥ ২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং॥ ২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রংধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥

সেনানীনামিত্যার্থং স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ॥ ২৪॥
একমক্ষরং প্রণবঃ॥ ২৫॥
অমৃতোদ্ভবং অমৃত মথনোদ্ভূতং॥ ২৬॥ ২৭॥
কামধুক্ কামধেনুঃ কন্দর্পানাং মধ্যেপ্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পোহং॥ ২৮॥

চন্দ্র, বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেব গণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মন, সমস্ত ভূতের চেতন স্বরূপ রুদ্র দিগের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসু দিগের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বত গণের মধ্যে আমি সুমেরু, পুরোহিত দিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনা পতি গণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥ ২৪॥

মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, এবং স্থাবর গণ মধ্যে আমি হিমালয়॥ ২৫॥

বৃক্ষ গণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষি গণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে আমি চিত্র রথ এবং সিদ্ধগণ মধ্যে আমি কপিল মুনি॥ ২৬॥

আমি অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈশ্রবা রূপে সমুদ্র মন্থন সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তি গণ মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্য গণ মধ্যে আমি সম্রাট॥ ২৭॥

অস্ত্রগণ মধ্যে আমি বজ্র, গাভিগণ মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহং।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহং॥ ২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহংবৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং॥ ৩০॥
পবনঃ পবতা মস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহং।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন!।

যাদসাং জলচরানাং সংযমতাং দণ্ডয়তাং॥ ২৯॥

কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ বৈনতেয়োগরুড়ঃ॥ ৩০॥

পবতাং বেগবতাং পবিত্রী কুর্ব্বতাং বা মধ্যে রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতার-ত্বাদা বেশানাঞ্চ জীব বিশেষত্বাৎ যুক্তমেববিভূতিত্বং। তথাচভাগবতামৃতধৃত পাদ্ম বাক্যং এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিনঃ প্রভোঃ। আবিষ্টো ভার্গবেচাভূদিতিচ। আবেশাবতার লক্ষণঞ্চ তত্রৈবভাগবতা মৃতে যথা জ্ঞান শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশানিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ইতি ঝষাণাং মৎস্যানাং মকরো মৎস্য জাতি বিশেষঃ স্রোতসাং স্রোতস্বতীনাং॥ ৩১॥

সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয় স্তেষামাদিঃ সৃষ্টিঃ অন্তঃ সংহারঃ মধ্যং পালনঞ্চ ইতি

উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি॥ ২৮ ॥

নাগ গণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতা দিগের মধ্যে আমি যম॥ ২৯॥

দৈত্যগণ মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারক দিগের আমি কাল, মৃগ-দিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড়॥ ৩০॥

বেগবান ও পবিত্রকারী বস্তুগণ মধ্যে আমি পবন, শস্ত্র ধারী পুরুষ দিগের মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশ লব্ধ জীব বিশেষ পরশুরাম, জলচর দিগের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণ মধ্যে আমি গঙ্গা॥ ৩১॥

আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য। সমস্ত বিদ্যার

অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্যচ ।
অহমেবাক্ষয়ঃকালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহ মুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধাধৃতিঃক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা পরমেশ্বর এবোক্তঃ। বিদ্যানাং জ্ঞানানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানং। প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন পরপক্ষ দূষণাদিরূপ জল্প বিতণ্ডাদি কুর্ব্বতাং বাদস্তত্ত্বনির্ণয়ঃ প্রবৃত্তি সিদ্ধান্তে যঃ সোঽহং ॥ ৩২ ॥

সামাসিকস্য সমাস সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ উভয় পদার্থ প্রধানত্বেন তস্য সমাসেষু শ্রেষ্ঠ্যাৎ। অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্ত্তৃণাং মধ্যে মহাকালো রুদ্রঃ বিশ্বতোমুখশ্চতুর্ভো ঽহংধাতা স্রষ্টৄণাং মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

প্রতিক্ষণিকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ সর্ব্ব স্মৃতিরো মৃত্যুরহং। যদুক্তং মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিরিতি। ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণি বিকারাণাং মধ্যে উদ্ভব প্রথম বিকারো জন্মাহং নারীনাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ শ্রীঃ কান্তিঃ বাক সংস্কৃতা বাণীতি তিস্রঃ তথা স্মৃত্যাদয় শ্চতস্রঃ চকারাৎ মূর্ত্ত্যাদয়শ্চান্যা ধর্ম্ম পত্ন্যশ্চাহং ॥ ৩৪ ।

মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ স্বস্বরূপ জ্ঞান। স্বপক্ষ স্থাপন, পরপক্ষ দূষণাদি রূপ জল্প বিতণ্ডাদিকারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্ণয় ॥ ৩২ ॥

অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাস গণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস। সংহর্ত্তা দিগের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র। স্রষ্টৃগণ মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

হরণকারী দিগের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু। ভাবী বস্তু গণের মধ্যে আমি উদ্ভব। নারী দিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী ও বাণী। তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মূর্ত্ত্যাদি ধর্ম্ম পত্নী ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজ স্তেজস্বিনামহং।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বংসত্ত্ববতামহং॥ ৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসং কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭॥
দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং।
মৌনং চৈবাস্মিগুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং॥৩৮॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তং তত্র সাম্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম। ত্বামিদ্ধিহবামহ ইত্যস্যাং ঋচিবিগীয়মানং বৃহৎ সাম। ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রীনাম ছন্দঃ কুসুমাকরো বসন্ত॥ ৩৫॥

ছলয়তামন্যোন্য বঞ্চন পরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি জেতৄণাং জয়োস্মি ব্যবসায়ি নামুদ্যম বতাং ব্যবসায়োস্মি সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বল মস্মি॥ ৩৬॥

বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবঃ বসুদেবো মৎপিতামদ্বিভূতিঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থিকোঽণ। বৃষ্ণী না মহমেবাসীত্যনুক্তেঃ অসাধান্যার্থতা নেষ্টা॥ ৩৭॥

দমন কর্ত্তৄ্ণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহং॥ ৩৮॥

সাম বেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দ দিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাস গণ মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত॥ ৩৫॥

পরস্পর বঞ্চনকারীগণের মধ্যে আমি দ্যূত, ক্রিড়া তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজ, উদ্যমবান্ পুরুষ দিগের আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবান দিগের আমি বল॥ ৩৬॥

বৃষ্ণীদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডব দিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবি দিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য॥ ৩৭॥

দমন কারী দিগের আমি দণ্ড, জয় অভিলাষ কাম্মী দিগের আমি নীতি, গুহ্য ধর্ম্মের মধ্যে আমি মৌন, এবং জ্ঞানবান দিগের আমি জ্ঞান॥ ৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজংতদহমর্জ্জুন। ।
নতদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ! ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে র্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্‌যদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ! ।

বীজং প্ররোহ কারণং যত্তদহমস্মি তত্র হেতুঃ ময়াবিনা যৎস্যাচ্চরমচরং বা তন্নৈবাস্তি মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণ মুপসংহরন্তি নান্তোঽস্তীতি এষতু বিস্তারো বাহুল্যং উদ্দেশতো নাম মাত্রতএব কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকী র্ব্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ যদ্‌যদিতি বিভূতি মৎঐশ্বর্য্য যুক্তং। শ্রীমৎ সম্পত্তি যুক্তং। উর্জ্জিতং বল প্রভাবাদ্যধিকং সত্বং বস্তুমাত্রং ॥ ৪১ ॥

বহুনা পৃথক্‌পৃথগ্‌জ্ঞাতেন কিংফলং সমুদিত মেব জানীহি ইত্যাহ বিষ্টভ্যেতি একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বাৎ

সর্ব্ব ভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকেনা ॥ ৩৯ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি গণের অন্ত নাই। কেবল নাম মাত্র তোমার নিকট আমার বিভূতির কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য্য যুক্ত, সম্পত্তি যুক্ত, বল প্রভাবাদির আধিক্য যুক্ত যত বস্তু আছে সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি তেজাংশ সম্ভূত ॥ ৪১ ॥

অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন। সংক্ষেপ এই আমার প্রকৃতি সর্ব্ব শক্তি সম্পন্না। তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা অমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। জড় প্রভাব দ্বারা জড়ীয় সত্তায় এবং জীব প্রভাব

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায় নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য। ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য। কারণত্বাৎ সৃষ্ট্বা স্থিতো ঽস্মি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যস্তদ্দত্তয়া ধিয়া।
স এবাস্বাদ্য মাধুর্য্য ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাস্বদশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

দ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট জগতে সাম্বন্ধিক ভাবে বর্ত্তমান আছি ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বিশ্ব। বিশ্ব গত বিভূতি
বিচার পূর্ব্বক স্বরূপ তত্ত্বের মাধুর্য্যাস্বাদন
করার সর্ব্ব প্রাধান্য এই অধ্যায়ের
তাৎপর্য্য।

ইতি দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্য মধ্যাত্ম সংজ্ঞিতং।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতোমম ॥ ১ ॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাংশ্রুতৌ বিস্তরশোময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্য মপি চাব্যয়ং ॥ ২ ॥

একাদশে বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তধীঃ স্তুবন্।
পার্থ আনন্দিতো দর্শয়িত্বা স্বংহরিণা পুনঃ।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে। বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিতি সর্ব্ববিভূত্যাশ্রয় মাদি পুরুষং স্বপ্রিয় সখস্যাংশংশ্রুত্বা পরমানন্দ নিমগ্ন স্তদ্রূপং দিদৃক্ষমানো ভগবদুক্তং অভিনন্দতি মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ। অধ্যাত্মমিতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ। আত্মনি যাথাসংজ্ঞা বিভূতি লক্ষণা সা সংজ্ঞাতা যস্যতদ্বচঃ মোহ স্বদৈশ্বর্য্যা জ্ঞানং ॥ ১ ॥

অস্মিন্ ষষ্টে তু ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টি সংহারৌ ত্বত্ত ইতি অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেঽপ্যধিকারা সঙ্গাদি লক্ষণং। ময়া ততমিদং সর্ব্ব মিতি নচমাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তীত্যাদিনা ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কলমপত্রাক্ষ! অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তোমার পরম গুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব গত ব্যতিরেক চিন্তারূপ মোহ দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে তুমি সর্ব্বদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত এবং বিশ্বরূপাদি প্রকাশ কেবল তোমার শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের একাংশ মাত্র। অতএব আমি তোমার ভূত সকলের সৃষ্টি ও সংহার সম্বন্ধীয় সান্বন্ধিক ভাব এবং অব্যয় মাহাত্ম্য রূপ স্বরূপগত ভাব, এতদুভয় তত্ত্বই অবগত হইলাম ॥ ১ ॥ ২ ॥

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ! ।
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টু মিতি প্রভো ! ।
যোগেশ্বর ! ততোমে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্যমে পার্থ ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনিচ ॥ ৫ ॥

ইদানীমাত্মানং ত্বং যথাত্থ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিত ইতি তচ্চৈব মেব মম নাত্র কোঽপ্যবিশ্বাসোঽস্তীতিভাবঃ। কিন্তু তদপি শ্বংশ্রুতার্থা বুভুৎসয়া তবৈশ্বরং তদ্রূপং দ্রষ্টু মিচ্ছামি যেনৈকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্ত্তসে তস্যৈব তেরূপ মহমিদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টু মিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যোগেশ্বরেতি অযোগ্যস্যাপি মম তদ্দর্শন যোগ্যতায়াং তবযোগৈশ্বর্য্যমেব কারণ মিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততশ্চ স্বাংশস্য প্রকৃত্যান্তর্যামিনঃ প্রথম পুরুষস্য সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ইতি পুরুষসূক্ত প্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন তস্যৈবকাল রূপত্ব মপি জ্ঞাপয়িষ্যামীতি মনসি বিমৃষ্য অর্জ্জুনং প্রতি সাবধানো ভবেত্যাভি

হে পুরুষোত্তম ! হে পরমেশ্বর। তোমার স্বরূপ তত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি; কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টি সময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

জীব অণুচৈতন্য। অতএব বিভূচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না। আমি জীব, তোমার অনুগ্রহ বশতঃ তোমার স্বরূপ তত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও তোমার জীব চিন্তাতীত ঐশ্বর স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। তুমি যোগেশ্বর আমার প্রভু। তোমার অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য্য (যাহা স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ) আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ। আমার শত শত ও সহস্র সহস্র নানা বিধ দিব্যরূপ এবং নানা বর্ণাকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্রুদ্রানশ্বিনৌ মরুত স্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি। ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থংজগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং।
মমদেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টু মিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ ৮ ॥

মুখীকরোতি। পশ্যেতি রূপাণীতি একস্মিন্নপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি মদ্বিভূতীঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপিজগৎ ইহ প্রস্তাবে একস্মিন্নপি মদ্দেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একস্থং যচ্চান্যৎ স্বজয় পরাজয়াদিকঞ্চ সমাস্মিন দেহে জগদাশ্রয় ভূত কারণ রূপে ॥ ৭ ॥

ইদমিন্দ্রজালং মায়াময়ং বা রূপ মিত্যর্জ্জুনো মামন্যতাং কিন্তু সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তর্ভূ্ত সর্ব্বজগৎ ক মতীন্দ্রিয়ত্বেনৈব বিশ্বসিতুং ইত্যেদর্থ মাহ নত্বিতি অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং চিদ্‌ঘ নাকারং দ্রষ্টুং নশক্যসে নশক্নোষি ইতি অতস্তভ্যং দিব্যং অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দদামি তেনৈব পশ্যতি প্রাকৃত নর মানিনমর্জ্জুনং কমপি চমৎকারং প্রাপয়িতুং এব। যতোহি অর্জ্জুনো ভগবৎ পার্ষদমুখ্যত্বাৎনরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃতনরইব নচর্ম্মচক্ষুঃ। কিঞ্চ সাক্ষাদ্ভগবন্মাধুর্য্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি সোঽর্জ্জুনো

হে ভারত! আদিত্য সকল, বসুসকল, রুদ্র সকল, অশ্বিনী কুমার দ্বয় ও মরুত সকল এবং অনেক অদৃষ্ট পূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপদেখ ॥ ৬ ॥

সচরাচর জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও সমস্তই আমার এই ঐশ্বর স্বরূপস্থ। অতএব, হেগুড়াকেশ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ স্বরূপের এক দেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

তুমি আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা আমার কৃষ্ণ স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্য ময় স্বরূপটী সাম্বন্ধিক-ভাব-গত। নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা লক্ষিত হয় না। স্থূল জড়দর্শী চক্ষু-ও আমার ঐশ্বর স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারেনা। যে চক্ষু সোপাধিক কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে দিব্যচক্ষু বলা যায়। সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বাততো রাজন্! মহাযোগেশ্বরোহরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরং॥ ৯॥
অনেক বক্ত্র নয়ন মনেকাদ্ভুত দর্শনং।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ্যং॥ ১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥ ১১॥
দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।

ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশক্নুবন্ দিব্যং চক্ষু গৃহ্নীয়াদিতি কঃ খলুন্যায়ঃ। একেন্থেব মাচক্ষ্যতে ভগবতো নরলীলত্ব মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি সর্ব্বোৎকৃষ্টং যত্তৎইতি তচ্চক্ষুরনন্ত ভক্তইব ভগবতো দেবলীলত্ব সম্পদং নৈব গৃহ্নাতি। নহি সিতোপলারসাস্বাদিনী রসনা খণ্ড' গুড়ং বা স্বাদয়িতুং শক্নোতি। তস্মাদর্জ্জুনায় তৎ প্রার্থিতঃ চমৎকার বিশেষং দাতুং দেবলীলত্ব ময়ৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহয়িষু ভগবান প্রেমরসানমুকুলং দিব্যমমানুষং এব চক্ষু র্দদাবিতি। তথা দিব্যচক্ষুর্দানাভিপ্রায়োঽধ্যায়ান্তেব্যক্তীভবিষ্যতীতি॥ ৮॥ ৯॥ ১০॥

বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্যতৎ॥ ১১॥

একদৈব যদি ভাঃ কান্তিরুত্থিতা ভবেৎ তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপ পুরুষস্য ভাসঃ

দান করি। তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিময় বিদ্যচক্ষু লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরূপাধিক কৃষ্ণ স্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর স্বরূপে সহজেই প্রীতি লাভ করেন, যেহেতু তাহাদের নিরুপাধিক স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে॥ ৮ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন॥ ৯ ॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র নয়ন, অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক দিব্য অস্ত্র ছিল॥ ১০ ॥

দিব্য মালা ও বস্ত্র শোভিত, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রা বস্থিত অনন্ত মূর্ত্তি পরিদৃশ্য হইল॥ ১১ ॥

যদি কখন সহস্র সূর্য্য এক কালে উদিত হয়, তবে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা।
অপশ্যদ্দেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ সবিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাং স্তবদেব! দেহে-
সর্ব্বাং স্তথাভূত বিশেষ সংঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

একসন্তাঃকান্তেঃ সদৃশী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

তত্র তস্মিন্ যুদ্ধ ভুমাবেব দেব দেবস্য শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সর্ব্বমেব গণয়িতু মশক্য মিত্যর্থঃ। প্রবিভক্তং পৃথক্ পৃথক্তয়া স্থিতং একস্থং একদেশস্থং প্রতিরোমকূপস্থং প্রতি কুক্ষিস্থং বা ইত্যর্থঃ। অনেকধা মৃণ্ময়ং হিরণ্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটি যোজন প্রমাণং শতকোটি যোজন প্রমাণং লক্ষ্য কোট্যাদি যোজন প্রমাণং বা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকায়াং সুমেরৌ স্থিতং ব্রহ্মাণং ॥ ১৫ ॥

তেজ সদৃশকথক হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তখন অর্জ্জুন সেই পরম দেবের শরীরে অনন্তজগৎ একত্র স্থিত এবং অনেক রূপে বিভক্ত এরূপ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোম ধনঞ্জয় প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত সংঘ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগ গণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

অনেক বাহূদরবক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিংসর্ব্বোতো দীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্ণিরীক্ষ্যং সমন্তা—
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্ব মব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥ ১৮ ॥
অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশি সূর্য্যনেত্রং।

হেবিশ্বেশ্বর আদি পুরুষ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥
বেদিতব্যং মুক্তেজ্ঞে য়ং যদক্ষরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নিধানংলয়স্থানং ॥ ১৮ ॥
অনাদীত্যত্র মহা বিস্ময় রসসিন্ধু নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং নদোষায়

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার শরীরে অনেক বাহু উদর, বক্ত্র, নেত্র, সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি। তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইনা ॥ ১৬ ॥

তোমার মূর্ত্তি দুনিরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্ক দ্যুতি স্বরূপ অপ্রমেয়। তাহাতে নানাবিধ, কিরীটি, গদা, চক্র ও তেজরাশি সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর তত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন ধর্ম্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

তুমি আদি মধ্য ও অন্তহীন অনন্তবীর্য্য, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্যঃ রূপ নেত্র

পশ্যামিত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥ ১৯ ॥
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদ মন্তরংহি
ব্যাপ্তংত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদংতবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্! ॥ ২০ ॥
অমীহি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধ সঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষা সুর সিদ্ধ সঙ্ঘা।
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

যদুক্তং প্রমাদে কিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং নদুষ্যতি ॥ ১৯ ॥
অথ প্রস্তুতোপযোগিত্বাত্তস্যৈব রূপস্য কালরূপত্বং দর্শয়ামাস দ্যাবেত্যাদি দশভিঃ ॥ ২০ ॥
ত্বা ত্বাং ॥ ২১ ॥
উষ্মাণং পিবন্তীতি উষ্মপাঃ পিতরঃ উষ্মভাগাহি পিতর ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

বান ও দীপ্ত হুতাস বক্ত্র। স্বীয় তেজ দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, তুমি এক হইয়াও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। হে মহাত্মন! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহা দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ঐ দেবতা সকল তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ ভীততাপ্র-যুক্ত প্রাঞ্জলী বদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন। এবং পুষ্কল স্তুতি দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু সকল, সাধ্য, বিশ্বদেব সকল, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, মরুত

রূপংমহত্তেবহুবক্ত্র নেত্রং
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদং।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বালোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহং ॥ ২৩ ॥
নভস্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং।
দৃষ্ট্বাহিত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো! ॥ ২৪ ॥
দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ২৫ ॥

শমং উপশমং ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

সকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো! তোমার বহু বক্ত্র নেত্র, বহু বাহু ও উরু পাদ বিশিষ্ট বহু উদর, করাল দংষ্ট্র বিশিষ্ট রূপ দেখিয়া আমার ন্যায় ব্যথিত হইতেছেন ॥ ২৩ ॥

হে বিশ্বব্যাপীন্। তোমার নভস্পর্শ, অনেক দীপ্তবর্ণ ব্যাত্তানন ও দীপ্ত বিশাল নেত্র দৃষ্টি করিয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানলের ন্যায় করাল দংষ্ট্রাযুক্ত মুখ সকল দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি। কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারিনা। হে দেব! জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপাল সঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধ মুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথানদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভি মুখাদ্রবন্তি ।
তথাতবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্য ভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তিনাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈবনাশায় বিশন্তিলোকা-
স্তবাপিবক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা প্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল দন্ত বিশিষ্ট মুখের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ দন্ত মধ্যে বিলগ্ন হইয়া উত্তমাঙ্গ চুর্ণিত রূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

যেমত নদীগণের জল বেগ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নর বীর সকল তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে জ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পতঙ্গ সকল সমৃদ্ধ বেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ! ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোস্মিলোক ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতে পিত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যে বস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

সেইরূপ তোমার মুখ মধ্যে লোক সকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধ বেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

হে বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্বলিত মুখ দ্বারা এই সমস্ত লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ। সমস্ত জগৎকে তোমার তেজ দ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥৩০ ॥

উগ্ররূপ তুমি কে তাহা আমাকে বল। হে দেব ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তোমার প্রবৃত্তিইআমি অবগত নই। তোমাকে বিশেষ রূপে জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥৩১ ॥

ভগবান কহিলেন, এই প্রবৃদ্ধ লোক সকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় আমি কাল রূপে অবতীর্ণ। প্রতিপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা গণকে আমি বিনাশ করিব। এই বিনাশ কার্য্যে তুমি কর্ত্তা নও কিন্তু আমি কর্ত্তা ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্! ॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়াহতাং স্ত্বংজহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলি র্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্যভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

নমস্কৃত্বা ইত্যার্ধং ॥ ৩৪ ॥৩৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহস্যাতিপ্রসন্নত্বমতিঘোরত্বঞ্চ ইদমুন্মুখ বিমুখ বিষয়কমিতি সহৈসব জাতাত্তদেব তত্ত্বং ব্যাচক্ষাণঃ স্তৌতি। স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থঃ। হেহৃষীকেশ স্বভক্তেন্দ্রিয়াণাং স্বাভক্তেন্দ্রিয়াণাঞ্চ স্বাভিমুখ্যে স্ববৈমুখ্যেচ প্রবর্ত্তক তব প্রকীর্ত্ত্যাত্মা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন জগদিদং প্রহৃষ্যতি প্রহৃষ্যচ অনুরজ্যতে অনুরক্তং ভবতীতি

এই নাশ কার্য্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার উচিত যে যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয় জনিত যশঃলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ কর। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধ বীর সকলকে আমি নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর, এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবানের এই সকল বাক্য

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসিভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তিচ সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ॥ ৩৬॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥ ৩৭॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।

যুক্তমেব জগতোঽস্যাত্বদৌন্মুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা রক্ষাংসি রক্ষসা সুর দানব পিশাচাদীনি ভীতানি ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতি পলায়ন্তে ইত্যেতদপি স্থানে যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা ত্বদ্ভক্ত্যা যে সিদ্ধাঃ তেষাং সংঘাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তিচ ইত্যপি যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্ভক্তত্বাদিতি ভাবঃ। শ্লোকোঽয়ং রক্ষোঘ্ন মন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ॥ ৩৬॥

তে কস্মান্নমেরন্ অপিতু নমেরন্নেব আত্মনে পদমার্ষং। সৎকার্য্যমসৎকারণঞ্চ তাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বং॥ ৩৭॥

শ্রবণ করিয়া কম্পিত শরীরে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি পুরঃসর গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

হে হৃষীকেশ! তোমার যশঃ কীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভকরে, রক্ষ সকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধ সকল তোমাকে নমস্কার করে। ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত কার্য্য॥ ৩৬॥

হে মহাত্মন্! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদি কর্ত্তা ও ব্রহ্ম, তোমাকে তাহারা কেন না নমস্কার করিবে! হে অনন্ত দেব! হে জগন্নিবাস! তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত তত্ত্ব এবং তুমি অচ্যুত॥ ৩৭॥

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥ ৩৮ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥ ৩৯ ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসিসর্ব্বঃ ॥৪০॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি।

নিধানং লয় স্থানং পরং ধাম গুণাতীতং স্বরূপং ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটক কুণ্ডলাদিকং অত স্তমেব সর্ব্বঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

হন্তহন্তে তাদৃশ মহা মহৈশ্বর্য্যত্বয্যহংকৃত মহাপরাধ পুঞ্জোঽস্মীত্যনুতাপ মাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি ত্বং বসুদেব নাম্নোনরস্যার্দ্ধরথত্বেনাপ্য প্রসিদ্ধস্য পুত্রঃকৃষ্ণ

তুমি আদিদেব সনাতন পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান। তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত স্বরূপ। হে অনন্ত রূপ! এই বিশ্ব তোমাদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, এবং ব্রহ্মা। অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত বীর্য্য! তুমি অপরিমেয় শক্তি সম্পন্ন, তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ যে তোমাকে সামাজিক অভিমান

অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েনবাপি ॥৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত ! তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়েত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥
পিতাসিলোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু র্গরীয়ান্ ।

ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহন্তু নরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রো হর্জ্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমতু পুরুবংশস্যাস্ত্যেব রাজত্বং হেসখেতি সন্ধিরার্থঃ তদপি ত্বয়া সহ মম যৎসখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো নহেতুঃ নাপি কৌলিকঃ কিন্তু তাবক এব ইত্যন্তি প্রায়তো যৎ প্রসভং স তিরস্কার মুক্তং ময়া তৎক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেনান্বয়ঃ। তবেদং বিশ্বরূপাত্মকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা ॥ ৪১ ॥

পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎকৃতোঽসি ত্বংসত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরম সরল ইতি আদি বক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদাস্থিতঃ তদাজাতং তৎসর্ব্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীতর্থাঃ ॥ ৪২ ॥

সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধি মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়। অতএব কখন প্রমাদ পূর্ব্বক সেই সকল উক্তি করিয়াছি। বিহার, শয়ন ও ভোজন সময়ে তোমাকে পরিহাস পূর্ব্বক অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখন কোন বন্ধুজনের সমক্ষে বা কখন একক স্থিতি সময়ে কৃত হইয়াছে। সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তুমি এই জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু। তোমার সমান কেহই নাই, তোমার অপেক্ষা অধিক হওয়া দূরে থাকুক। এই লোক ত্রয়ে তুমি অপ্রতিম প্রভাব॥ ৪৩ ॥

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো-
লোকত্রয়েঽপ্য প্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়কায়ং
প্রসাদয়েত্বামহমীশমীড্যং।
পিতেবপুত্রস্য সখেবসখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেবসোঢ়ুং ॥ ৪৪॥
অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতো ঽস্মিদৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ৪৫ ॥

কায়ং প্রণিধায় ভূমৌ দণ্ডবন্নিপাত্য প্রিয়ায়ার্হসীতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপাদৃষ্ট পূর্ব্বমিদং তে বিশ্বরূপাত্মকং বপুর্দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি তদপাস্য ঘোরত্বাৎ ভয়েনমনঃ প্রব্যথিত মভূৎ তস্মাৎ তদেবমানুষং রূপং মৎপ্রাণ কোটাধিক প্রিয়ং মাধুর্য্য পারাবারং বসুদেব নন্দনাকারং মে দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈশ্বর্য্যাস্য দর্শনায় ইতি ভাবঃ। দেবেশেতি ত্বং সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ সর্ব্বজগন্নিবাসো ভবসোবেতি ময়া প্রতীতমিতি ভাবঃ। অত্রবিশ্বরূপ দর্শন কালে সর্ব্ব স্বরূপ মূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণ বপুস্তত্রৈবস্থিত মপি যোগমায়াচ্ছাদিতত্বাৎ অর্জ্জুনেন ন দৃষ্টমিতি গম্যতে ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ যদবৈর্য্যং দর্শয়িষ্যসি তদা তব নরলীলত্বেন বসুদেব নন্দনাকারেণৈব যদস্মদাদিতি

তুমি বস্তুতঃ জীবের ঈশ এবং সেব্য। দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতি পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি। জীব ও তুমি নিত্য অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস গত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ। সেই সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্য দাস রূপ জীব সকল তোমার প্রতি যে মমতা ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে দেখি নাই যে তোমার বিশ্বরূপ তাহা দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো নয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে।

কিরীটিনং গদিনংচক্র হস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব।
তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্র বাহো! ভব বিশ্বমূর্ত্তে! ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়াপ্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগং।

দৃষ্টং পূর্ব্বং তদৈবৈশ্বর্য্যং পরম রসময়মস্মাদৃশ লোক মনোনয়নাহ্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরদৃষ্ট পূর্ব্বমিদং দেবলীল বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপেণাদ্য প্রত্যক্ষীকৃত মৈশ্বর্য্য মস্মন্মনোনয়না রোচকং ইত্যভিপ্রায়েনাহ কিরীটিনং দিব্য মহার্ঘ্য রত্ন কিরীটি যুক্তং তথৈবেতি যথা অস্মাভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টং ত্বং জন্মসময়েচ ত্বৎ পিতৃভ্যাং যথাদ্দৃষ্টঃ হে বিশ্ব মূর্ত্তে হে সম্প্রতি সহস্রবাহো ইদং রূপমুপসংহৃত্য তেনৈব চতুর্ভুজরূপেণ ভব আবির্ভব ॥ ৪৬ ॥

ভো অর্জ্জুন দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বরং পুরুষোত্তমেতি ত্বৎ প্রার্থনয়ৈবেদং ময়া মদংশস্য বিশ্বরূপ পুরুষস্য রূপং দর্শিতং কথমত্রতে মনঃ প্রব্যথিত মভূৎ যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্ত্বা তন্মানুষমেব রূপং মে দিদৃক্ষসে তস্মাৎ কিমিদমাশ্চর্য্যং ব্রূমে ইত্যাহ ময়েতি প্রসন্নেনৈব

হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ? তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও ॥ ৪৫ ॥

এখন তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা চক্রাদি আয়ুধ আছে। সেই মূর্ত্তি হইতেই এই বিশ্বরূপ সহস্র বাহু বিশিষ্ট মূর্ত্তি স্থিতি কালে উদয় করিয়া থাক। হে কৃষ্ণ! আমি নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময় রূপই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্ব্বজীবাকর্ষক, এবং সনাতন সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য বিলাস রূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান আছে এবং যখন জগৎ সৃষ্টি হয় তখন সেই চতুর্ভুজ রূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। এই পরম জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে

তেজোময়ং বিশ্বমনন্ত মাদ্যং
যন্মেত্বদন্যেন নষ্টদৃ পূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥
নবেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-
র্নচক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে
দ্রষ্টুংত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর! ॥ ৪৮ ॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবো
দৃষ্ট্বারূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদং।

ময়া তব তুভ্যমেব ইদং রূপং দর্শিতং নান্যস্মৈ যত ত্বক্তোঽন্যেন কেনাপি এতন্ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তদপিত্বং এতন্ন স্পৃহয়সি কিমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

তুভ্যং দর্শিত মিদংরূপন্তু বেদাদি সাধনৈরপি দুর্লভমিত্যাহ নবেদেতি ত্বত্তোঽন্যেন ন কোনপ্যহমেবং রূপো দ্রষ্টুংশক্যঃ। শক্য অহমিতি যত্বয়লোপাবার্ষৌ। তস্মাদলভ্য লাভমাত্মনো মত্বা ত্বমস্মিন্নেবৈশ্বরে সর্ব্ব দুর্ল্লভেরূপে মনোনিষ্ঠাং কুরু। এতদ্রূপং দৃষ্টাপ্যলং তে পুনর্মে মানুষরূপেণ দিদৃক্ষিতে নেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ভোঃ পরমেশ্বর মাং ত্বং কিং নগৃহ্ণাসি যদনিচ্ছতেঽপি মহ্যং পুনরিদমেব বলাদ্দিৎসসি

জড় জগদন্তর্গত আত্ম যোগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম। সেই অনন্ত আদি তেজময় রূপ তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরু প্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারা কেহ আমার আত্মযোগ জনিত বিশ্বরূপ ইহলোকে দর্শন করে নাই। তুমিই কেবল দর্শন করিলে। যে সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে তাহারাই দিব্য চক্ষু ও দিব্য মন দ্বারা এই রূপকে দর্শন ও স্মরণ করে। জড় মধ্যে যাহারা মূঢ় প্রতীতিতে আবদ্ধ তাহারা দেখিতে পায়না। কিন্তু আমার ভক্ত সকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করতঃ আমার নিত্য চিত্তত্ত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাহাতে সুখী না হইয়া, আমার চিন্ময় নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকংরূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

দৃষ্ট্বেদং তবৈশ্বর্য্যং মম গাত্রাণিব্যথন্তে মনো মে ব্যাকুলী ভবতি মুহুরহং মূর্চ্ছামি তবাস্মৈ পরমৈশ্বর্য্যায় দূরত এব মম নমোনমোঽস্তু নকদাপ্যহমেবং দ্রষ্টুং প্রার্থয়িষ্যে ক্ষমস্ব ক্ষমস্ব তদেব মন্নিষাকারং বপুরপূর্ব্ব মাধুর্য্য ধুর্য্যস্মিত হসিত সুধাসার বর্ষি মুখ চন্দ্রং মেদর্শয় দর্শয়েতি ব্যাকুল মর্জ্জুনং প্রতি সাশ্বাস মাহ মা তে ইতি ॥ ৪৯ ॥

যথাস্বাংশস্ত মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস তথামহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভুজং কিরীট গদা চক্রাদি যুক্তং তৎ প্রার্থিতং মধুরৈশ্বর্য্য ময়ং ভূয়ো দর্শয়ামাস। ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ কটককুণ্ডলোষ্ণীষ পীতাম্বরধরো দ্বিভুজো ভূত্বা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০ ॥

আমার ভক্ত সকল শান্তি প্রিয় এবং আমার সচ্চিদানন্দ রূপের পক্ষপাতী। তাঁহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। মূঢ় বুদ্ধি লোকেরা এই বিশ্বরূপ চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক, আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। আমার মাধুর্য্য ভক্ত সকলের বিশ্বরূপের সহিত সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি আমার লীলা পোষক সখা। তোমাকে আমার সকল লীলার উপকরণ হইতে হইবে। তোমার সে রূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমন হইয়া আমার নিত্য রূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ দ্বিভুজ সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ ভীতমনা অর্জ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তবসৌম্যং জনার্দ্দন !।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শ মিদং রূপং দৃষ্টবানসিযন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্খিণঃ ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ মহামধুর মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণমালকানন্দ সিন্ধু স্নাত সন্নাহ। ইদানীমেবাহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোস্মি ॥ ৫১ ॥

দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্মমাহ সুদুর্দর্শ মিতি ত্রিভিঃ। দেবতা অপ্যস্য দর্শনাকাঙ্খিণঃ এব নতু দর্শনং লভন্তে। ত্বন্তু নৈবেদমপি স্পৃহয়সি মন্মূল স্বরূপ নরাকার মহামাধুর্য নিত্যাস্বাদিনে ত্বচ্চক্ষুষে কথমেতদ্রোচতা' অতএব ময়াদিব্যং দাদামিতি চক্ষুরিতি দিব্যং চক্ষুর্দত্তং কিন্তু দিব্য চক্ষুরিব দিব্যং মনো ন দত্তং অতএব দিব্য চক্ষুষাপি ত্বয়া ন সম্যক্‌তয়ারোচিতং মন্মানুষ রূপ মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি মনস্কত্বাৎ যদি দিব্যং মনোঽপি তুভ্যমদাস্যং তদাদেবলোকইব ভবানপ্যেতদ্বিশ্বরূপ পুরুষ স্বরূপ মরোচয়িষ্য দেবেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চযুষ্মদস্পৃহণীয়মপ্যেতৎ স্বরূপ মন্যে পুরুষার্থ সারত্বেন যে স্পৃহয়ন্তি তৈর্বেদাধ্যয়নাদিভিরপি সাধনৈরেতজ্‌জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং্চাশক্য মেবেতি প্রতীহীত্যাহনাহমিতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময় দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করতঃ, অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমার ভক্ত প্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এখন আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা সুদুর্দ্দর্শনীয়। ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতাগণেও এই নিত্য রূপের দর্শনাকাঙ্খী। যদিবল যে এই মানুষ রূপ সকলেই দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল, তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে দর্শক দিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎ প্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি ও যৌক্তিক প্রতীতি। অবিদ্বৎ প্রতীতি অর্থাৎ মূঢ় প্রতীতি দ্বারা মানবগণ আমার এই মায়িক অর্থাৎ

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধোর্দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥ ৫৩॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবং বিধোঽর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!॥ ৫৪॥

তর্হি কেন সাধনেনৈ তৎ প্রাপ্যতে ইত্যত আহ ভক্ত্যাত্বিতি। শক্য অহ মিতি যত্বয়লোপাবার্ষৌ। যদি নির্ব্বাণ মোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্ত্বেন ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা। জ্ঞানিনাং গুণী ভূতাপি ভক্তিরন্তিম সময়ে জ্ঞান সংন্যাসানন্তরমুর্দরিতা অন্নীয়স্য নন্যৈব ভবেত্তয়ৈব তেষাং সাযুজ্যং ভবেদিতি ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর মিত্যত্র প্রতি পাদয়িষ্যাম ঃ॥ ৫৪॥

জড় ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করে। তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাব জানিতে পারে না। যৌক্তিক বা দিব্য প্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড় ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য মনে করিয়া হয় বিশ্বব্যাপি আমার বিরাট মূর্ত্তিকে নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক ভাবগত-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নিত্যতত্ত্বমনে করত আমার এই মানুষাকারকে অর্চ্চোনাপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। বিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা আমার ঐ মানুষ রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ধাম বলিয়া চিচ্চক্ষু বিশিষ্ট ভক্ত গণ আমার সাক্ষাৎ কৃতি লাভ করেন। অতএব এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন দেবতাদেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব আমার শুদ্ধ ভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপ দর্শন লালসা করিয়া থাকে। তুমি আমার শুদ্ধ সখ্য ভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করত নিত্য রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে॥ ৫২॥

তুমি যে আমার নিত্য নরাকার বিজ্ঞান সহকারে দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে শক্য হননা॥ ৫৩॥

হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমি এই রূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎ কৃত হই॥ ৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনোনামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ ভক্তি প্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়াদিষু যে যে ভক্তা উক্তা স্তেষাং সামান্য লক্ষণ মাহ মৎকর্ম্মকৃদিতি সঙ্গবর্জ্জিতঃ সঙ্গরহিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্যৈব মহৈর্য্যং মমৈবাস্মিন্ রণেজয়ঃ।
ইত্যর্জ্জুনো নিশ্চিকায়েত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাস্বেকা দশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং॥

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্ম্মজ্ঞান ফল সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্ব ভূতের প্রতি সদয় হন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বরূপ ও নারায়ণ মূর্ত্ত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের
ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ইহাই এই অধ্যায়ে
বিচারিত হইল ॥

ইতি একাদশ অধ্যায় ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অর্জ্জুন উবাচ।

এবংসতত যুক্তাযে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

দ্বাদশে সর্ব্বভক্তানাং জ্ঞানিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে।
ভক্তেষ্বপি প্রশস্যন্তে যেঽদ্বেষাদিগুণান্বিতাঃ।

ভক্তি প্রকরণস্যোপক্রমে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ" ইতি ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষো যথাশ্রুতঃ তৈথবো পসংহারেঽপি তস্যা এবং সর্ব্বোৎকর্ষং শ্রোতু কামঃ পৃচ্ছতি। এবং সতত যুক্তা মৎকর্ম্ম কৃন্মৎ পরম ইতি ত্বদুক্ত লক্ষণা ভক্তাস্ত্বাং শ্যাম সুন্দরাকারং যে পর্য্যুপাসতে যে চাব্যক্তং নির্ব্বিশেষং অক্ষরং এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বং ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম উপাসতে। তেষামুভয়েষাং যোগ বিদাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগ বিদশ্চ ত্বৎ প্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ং জানন্তি ন লভন্তে বা তে যোগবিত্তমা ইতি বক্তব্যে যোগবিত্তমা ইত্যুক্তির্যোগবিত্তরাণামপি বহূনাং মধ্যে কে যোগ বিত্তমা ইত্যর্থং বোধ য়তি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এপর্য্যন্ত আমাকে যে সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে যোগী দুই প্রকার অর্থাৎ এক প্রকার যোগী সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্ম সকলকে তোমার অনন্য ভক্তির অধীনতার শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মল ভক্তি দ্বারা তোমার উপাসনা করেন। অন্য প্রকার যোগীগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা আবশ্যক মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক যোগ অবলম্বন করেন। ঐ দুই প্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তাউপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমামতাঃ ॥ ২ ॥
যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তংপর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্র গমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলংধ্রুবং ॥ ৩ ॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয় গ্রামংসর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ॥ ৪ ॥

তত্রমদ্ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ ময়ি শ্যাম সুন্দরাকারে মন আবেশ্য আবিষ্টং কৃত্বা নিত্য যুক্তা মন্নিত্য যোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাতীতয়া শ্রদ্ধযা। যদুক্তং সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম শ্রদ্ধাতু রাজসী। তামসা ধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নির্গুণা ইতি। তে মে মদীয়া অনন্য ভক্তা যুক্ততমা যোগ বিত্তমা ইত্যর্থঃ। তেনাননা ভক্তেভ্যোন্যূনা অন্যে জ্ঞান কর্ম্মাদি মিশ্র ভক্তিমন্তো যোগ বিত্তরা ইত্যর্থোঽভিব্যঞ্জিতো ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপ্যনন্য ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুপপাদিতং ॥ ২ ॥

মদীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপোপাসকাস্তু দুঃখিত্বাত্ততোন্যূনা ইত্যাহ যেত্বিতি দ্বাভ্যাং অক্ষরংব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং সর্ব্বত্রগং সর্ব্বদেশব্যাপি অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং কূটস্থং সর্ব্বকালব্যাপি। একরূপতয়াতু যঃ কালব্যাপী সকূটস্থ ইত্যমরঃ। অচলং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং ধ্রুবং নিত্যং। মামেবেতি অক্ষরস্য তস্য মত্তো-ভেদাভাবাৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নির্গুণ শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তি ময় করিয়া আমাতে যিনি মনোনিবেশ করেন সেই ভক্ত ব্যক্তিই সকল যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করতঃ সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু কষ্টের পর আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর উপাস্য বস্তু নাই। অতএব যে যে প্রকারেই পরম বস্তু লাভের যত্ন করুক আমাকেই লাভ করে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহিগতিদুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

তর্হিকেষাংশে তেষামপকর্ষ স্তত্রাহক্লেশইতি। ন কেনাপিব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তং ব্রহ্ম তত্রৈবাসক্তচেতসাং তদেবানুবুভূষূণাং তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোঽধিকতরঃ। হি যস্মাৎ অব্যক্তা গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তি ভবতি সা গতি র্দেহবদ্ভি র্জীবৈর্দুঃখং যথাভবত্যেবং অবাপ্যতে। তথাহিইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদিজ্ঞান বিশেষ এবশক্তিঃ নতু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয় নিরোধঃ তেষাং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমিচ্ছতাং অবশ্যকর্ত্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধস্ত স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্করএব। যদুক্তং সনৎকুমারেণ। যৎপাদ পঙ্কজপলাশ বিলাসভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত মুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়োনিরুদ্ধ স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং। ক্লেশোমহানিহভবার্ণবমপ্রবেশং ষড়্বর্গনক্র মসুখেন তিতীর্ষয়ন্তি। তৎত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণং। ইতিতাবতাক্লেশনাপি সা গতি র্যদ্যবাপ্যতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিং বিনাকেবলব্রহ্মোপাসকানাস্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণা-তেষা মসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যৎযথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং ইতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞান যোগী ও ভক্ত যোগীর ভেদ এই যে উপায় কালে ভক্ত যোগী অতি সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলন পূর্ব্বক নির্ভয়ে ফল কালে তাঁহাকে লাভ করেন। জ্ঞান যোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায় কালে ব্যতিরেক চিন্তার যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতে থাকেন। ব্যতিরেক চিন্তা অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা জীবের পক্ষে সুতরাং দুঃখ জনক। ফল কালেও তাহাতে নির্ভয়তা নাই, যেহেতু সাধন সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারিলে, চরম গতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখ জনক। জীব নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত অবস্থায় লীন হয় তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্বস্বরূপ উদিত হয় তবে বিপরীত স্বরূপ যে অহংগ্রহ বুদ্ধি তাহার পরিত্যাগ কালেও কষ্ঠ হয়। সেই জীব দেহ বিশিষ্ট হইয়া উপায় কালে বা ফল কালে অব্যক্ত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ জীব চৈতন্য স্বরূপ এবং চিদ্দেহ বিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত ভাব কেবল জীবের স্বরূপ বিরোধী ও দুঃখ জনক ভাব বলিয়া জানিবে। জীবের ভক্তি যোগই মঙ্গল জনক, জ্ঞান যোগ ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে

যেতুসর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্যমৎপরাঃ।
অনন্যেনৈবযোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত চেতসাং॥ ৭

ভক্তানান্তু জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যৈব সুখেন সংসারান্মুক্তিঃ ইত্যাহ। যেত্বিতি ময়ি মৎ প্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যাস শব্দস্য ত্যাগার্থত্বাৎ অনন্যেনৈব জ্ঞান কর্ম্মতপাদি রহিতেনৈবযোগেন ভক্তিযোগেন। যদুক্তং। যৎকর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ। ইত্যনন্তরং। সর্ব্বংমদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতীতি। মোক্ষধর্ম্মেনারায়ণীয়েচ। যাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনাতদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ। ইতি। নন্বু তদপিতেষাং সংসার তরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ সত্যং তেষাং সংসার তরণ প্রকারে জিজ্ঞাসানৈব জায়তে যত স্তৎ প্রকারং বিনৈব অহমেব তাংস্তারয়ামীত্যাহ তেষামিতি তেন ভগবতো ভক্তেষ্বেব বাৎসল্যং নতু জ্ঞানিষ্বিতি ধ্বনিঃ॥ ৬॥ ৭॥

গেলে সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপন্ন করে। অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপি ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্ম যোগ সাধিত হয় তাহা প্রশস্ত নয়॥ ৫॥

যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্য ভক্তি যোগ দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্ট চিত্ত পুরুষ দিগকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক সংসার হইতে মুক্তি দান করি এবং মায়া বন্ধ নষ্ট হইলে অভেদ বুদ্ধি রূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি দিগের অভেদ বুদ্ধি জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে অব্যক্ত ধ্যান শীল পুরুষদের অব্যক্ত স্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? অভেদ বাদী জীবের সে রূপ গতি লাভ দ্বারা তাহার স্বস্বরূপ গত উপাদেয়ত্ব দুরীভূত হয়॥ ৬॥ ৭॥

ময্যেবমন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥ ৯ ॥
অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎ কর্ম্ম পরমোভব।

যস্মাদ্ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাত্ত্বং ভক্তিমেব কুর্ব্বিতি তামুপদিশতিমযোবেতি দ্বিভিঃ। এরকারেণ নির্ব্বিশেষ ব্যাবৃত্তিঃ ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে বনমালিনি মন আধৎস্ব মৎস্মরণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথা ময়ি বুদ্ধিং বিবেকবতীং নিবেশয় মন্মননং কুর্ব্বিতার্থঃ। তচ্চ মননং ধ্যান প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্যানুশীলনং ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতিচ্ছান্দসংমৎ সমীপ এব নিবাসং প্রাপ্স্যসীতার্থঃ ॥ ৮ ॥

সাক্ষাৎ স্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায় মাহ। অথেতি অভ্যাসযোগেন অন্যত্রান্যত্র-গতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদ্রূপ এবস্থাপনমভ্যাসঃ স এবযোগস্তেন প্রাকৃতত্বাদিতি-কুৎসিতরূপ রসাদিষু চলন্ত্যা মনোনদ্যাস্তেষু চলনঃ নিরুধ্য অতি সুভদ্রেষু মদীয়রূপ রসাদিষু তচ্চলনং শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ। হেধনঞ্জয়েতি বহূন্ শত্রূন্ জিত্বা ধনমাহৃতবতাত্বয়া মনোপিজিত্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপীতি যথা পিত্তদূষিতা রসনা মৎস্যণ্ডিকাং নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ ত্বদ্রূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহ্নাতীত্যতস্তেন দুর্গ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা সহযোদ্ধুং ময়ানৈব শক্যতে ইতি মন্যসেচেদিভাবঃ। মৎকর্ম্মাণিপরমাণি যস্য সঃ। কর্ম্মাণি মদীয় শ্রবণকীর্ত্ত

আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎ তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধন ভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

যে নিরুপাধিক প্রেমের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহাকে মন্নিষ্ঠ অন্তঃ করণ ব্যাপার বলিয়া জান। তাহা সাধন করিতে হইলে অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অশক্ত হও, তবে তোমার পক্ষে অভ্যাস যোগই শ্রেয় ॥ ৯ ॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মদর্পিত কর্ম্মাচরণ কর। তাহা

মদর্থ মপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈ তদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগ মাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃকুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

নবন্দনার্চন মন্মন্দির মার্জনা তক্ষণ পুষ্পাহরণাদি পরিচরণানিকুর্ব্বন্ বিনাপি মৎস্মরণং সিদ্ধিং প্রেমবৎ পার্শ্বদত্বলক্ষণাং প্রাপ্স্যসীতি। ১০ ॥

এতদপি কর্ত্তুমশক্তশ্চেত্তর্হি মদ্যোগ মাশ্রিত ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্যোগ স্তমাশ্রিতঃ সন্। কুসর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রথমষষ্ঠোক্তং কুরু। অয়মর্থঃ প্রথমষট্কে ভগবদর্পিত নিষ্ককর্ম্ম যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়ষট্কেঽস্মিন ভক্তিযোগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায উক্তঃ। সচ ভক্তিযোগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তঃকরণ ব্যাপারোবহিষ্করণ ব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথম স্ত্রিবিধঃ স্মরণাত্মকো মননাত্মকশ্চ অখণ্ডস্মরণাসামর্থ্যা তদনুরাগিনাং তদভ্যাসাত্মকশ্চ ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমং সুধিয়াং নিরপরাধানান্ত সুগম এব। দ্বিতীয়ং শ্রবণকীর্ত্তনাত্মকস্তু সর্ব্বেষাং এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বতোঽধিকারিণঃ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয়ষট্কেঽস্মিন্ উক্তাঃ। এতৎকৃতাঽসমর্থাঃ ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতাব শ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মিণঃ প্রথমষট্কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি ॥ ১১ ॥

অথোক্তানাংস্মরণ মননাভ্যাসানাং যথা পূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যং স্পষ্টীকৃত্যাহ শ্রেয়োহীতি। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়েত্যুক্তং মন্মননং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং। অভ্যাসেসতি আয়াসতত্ত্বধ্যানংস্যাৎ মননেসতি তু অনায়াসত এব ধ্যানং ইতি বিশেষাৎ। তস্মাৎজ্ঞানাদপিধ্যানং বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। কুতইত্যত আহ ধ্যানাৎ কর্ম্মফলানাং স্বর্গাদি সুখানাং নিষ্কাম কর্ম্মফলস্য মোক্ষস্যাচত্যাগস্তৎ স্পৃহারাহিত্যংস্যাৎ স্বতঃ প্রাপ্তস্যাপিতস্যোপেক্ষা। নিশ্চলধ্যানাৎ

করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ তত্ত্বে চিত্ত স্থৈর্য্য রূপ সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

যদি মদর্পিত কর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান হইয়া সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! নিরুপাধিক প্রেম লাভের উপায় এক মাত্র সাধন ভক্তি, সেই ভক্তি যোগ দ্বিবিধ। অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ও বহিষ্করণ ব্যাপার। ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ত্রিবিধ অর্থাৎ স্মরণাত্মক, মননাত্মক এবং অভ্যাসাত্মক। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি মন্দ তাহাদের পক্ষে

ধ্যানাৎ কর্ম্ম ফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং ॥ ১২ ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃক্ষমী ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বত্তু ভক্তানামজাতরতীনাং মোক্ষত্যাগেচ্ছাভবেৎ। নিশ্চলধ্যানবতাং তু মোক্ষোপেক্ষৈব মোক্ষলঘুতাকারিণী যদুক্তং ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ "ক্লেশঘ্নী শুভদাইত্যাদ্যষ্টভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিত" ইতি। যদুক্তং। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ। ইতি ময্যর্পিতাত্মা মদ্ধ্যাননিষ্ঠঃ। ত্যাগাৎবৈতৃষ্ণ্যাদনন্তরমেবশান্তিঃ মদ্রূপগুণাদিকং বিনাসর্ব্ববিষয়েষ্বেব ইন্দ্রিয়াণামুপরতিঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধেশ্রেয় ইতি বিশিষ্যত ইতি পদদ্বয়ে নান্বয়াৎ। উত্তরার্দ্ধেতু অনন্তরমিত্যনেনৈবান্বয়াৎ এষৈবব্যাখ্যাসমুপপদ্যতে নান্যাইত্যবধেয়ং ॥ ১২ ॥

এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যাঃ ভক্তঃকীদৃশোভবতি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ অদ্বেষ্টা ইত্যাষ্টভিঃ। অদ্বেষ্টা দ্বিষৎস্বপি দ্বেষং ন করোতি প্রত্যুত মৈত্রঃ মিত্রতয়াবর্ত্ততে। করুণঃ এষামসৎগতির্ম্মাভবতু ইতিবুদ্ধ্যাতেষপিকৃপালুঃ। নতুকীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রী কারুণ্যে স্যাতাং তত্রবিবেক বিনৈবেত্যাহ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বা ভাবাৎ দেহেচাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্ভক্তস্য ক্বাপিদ্বেষ এবনৈব কলতি কুতঃ পুনর্দ্বেষজনিত

উক্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণ ব্যাপার দুর্গম। শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ বহিষ্করণ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার সকলের পক্ষেই সুগম।' অতএব আমার সম্বন্ধে মনন বা বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ। অভ্যাসকালে ধ্যান যত্ন পূর্ব্বক কৃত হয়; কিন্তু অভ্যাসের ফল যে মনন তাহা উপস্থিত হইলে অনায়াসে ধ্যান হইয়া থাকে। অতএব কেবল জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা কাজে কাজেই হইয়া থাকে। কেননা ধ্যান স্থির হইলে সামান্য স্বর্গ সুখ বা মোক্ষ সুখ স্পৃহা দূর হয়। সেই স্পৃহাদ্বয় ত্যক্ত হইলে আমার রূপ গুণাদি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপরতি রূপ শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১২ ॥

সেই শান্ত ভক্ত সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃ দ্বেষ শূন্য অর্থাৎ যে সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না। বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন। কুপথ গামী জীবের অসদ্গতি

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতেলোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দুঃখশান্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ ইতি ভাবঃ। নন্বতদপি অন্যকৃতপাদুকামুষ্টি প্রহারাদিভি র্দেহব্যথাধীনং দুঃখ কিঞ্চিদ্ভবত্যেব তত্রাহ সমদুঃখসুখঃ যদুক্তং ভগবতা চন্দ্রার্দ্ধশেখরেণ "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বেনকুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিন ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং তচ্চ মমপ্রারব্ধ ফলং ইদমবশ্য ভোগ্য মিতি ভাবনাময়ং সাম্যেৎপি সহিষ্ণু নৈব দুঃখং সহ্যতে ইতি আহ। ক্ষমী ক্ষমাবান ক্ষমুসহনে ধাতুঃ। নন্ব এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকাকথং সিধ্যেৎ তত্রাহ সন্তুষ্টঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ। নন্বসমদুঃখ সুখ ইত্যুক্তং তৎকথং স্বভক্ষ্য মালক্ষ্য সন্তুষ্টঃ ইতি তত্রাহ সততং যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তি সিদ্ধ্যর্থ মিতি ভাবঃ। যদুক্তং। আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎপ্রাণধারণং। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ। ইতি। কিঞ্চদৈবাদপ্রাপ্তভোক্ষ্যোঽপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ। দৈবাচ্চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থ মষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসাদিকং নৈবকরোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্য ভক্তিরেব মেকর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলী ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ মৎস্মরণ মনন পরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্তু মে প্রিয়ঃ মামতি প্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ ইত্যাদ্যুক্তে মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপিগুণাঃ মদ্ভক্ত্যামুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে তানপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদি নোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান দুর্লভত্ব জ্ঞাপনার্থং পুনরাহ যোনহৃষ্যতীতি ॥ ১৫ ॥

হইতে কিসে রক্ষা হইবে তদ্বিষয়ে কৃপালু। জড়ীয় দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্য। অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও প্রারব্ধ ফল বলিয়া তাহাতে প্রাপ্তহন না। এতএব ক্ষমা বান ॥ ১৩ ॥

যদৃচ্ছা লাভে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। উপায় শৃঙ্খল ক্রমে ফলোদ্দেশ নিষ্ঠ রূপ যোগ পরিনিষ্ঠিত। দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক প্রেম লাভের জন্য যত্ন শীল ॥ ১৪ ॥

যাঁহা হইতে লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং লোক দ্বারা যিনি

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।

অনপেক্ষো ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা রহিতঃ। উদাসীনঃ ব্যবহারিক লোকেষ্বনাসক্তঃ সর্ব্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাং স্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান পরিহর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অনিকেতঃ প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তি শূন্যঃ ॥ ১৯ ॥

উক্তান্ বহুবিধ স্বভক্ত নিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপ সংহরণকাৎস্ন্যেনৈতল্লিপ্সূনাঃ তচ্ছ্রবণ পঠন বিচা-

---

উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শান্ত ভক্ত সকল আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা শূন্য, পবিত্র, নিপুন, উদাসীন, ব্যথা শূন্য এবং আবদ্ধ কার্য্য সকলের ফলাকাঙ্খা রহিত আমার ভক্তগণ আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

যিনি জড়ীয় ফল লাভে আশাবান বা হৃষ্ট চিত্ত হননা, জড়ীয় ফল লাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না, এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন সেই ব্যক্তিই ভক্তিমান আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রুমিত্রের প্রতি এবং মানাপমান, শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখের প্রতি নিঃসঙ্গ সমতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, যাহাতে তাহাতে সন্তোষ, মৌন ধর্ম্ম ও গৃহাপত্তি শূন্যতা ও স্থির মতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মৎপর শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক মদ্বর্ণিত, ধর্ম্মামৃতের পর্য্যু

শ্রদ্দধানামৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্বব্রহ্ম বিদ্যায়াং-যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে ভক্তি যোগোনামদ্বাদশো-ধ্যায়ঃ ॥

গাদি ফলমাহ যেত্বিতি। এতে ভক্ত্যুত্থশান্ত্যাখ ধর্ম্মানপ্রকৃতাগুণাঃ। ভক্ত্যাতুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈ রিতুাক্তিকোটিতঃ। তু ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণাভক্তা একৈক সুস্বভাবনিষ্ঠাঃ এতেতু তত্তৎ সর্ব্বসল্লক্ষণেপ্সবঃ সাধকা অপিতেভ্যঃ সিদ্ধিভ্যোপিশ্রেষ্ঠা অতএব অতীবেতি পদং ॥২০॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্ব্বসাধ্য সুসাধিকা।
ভক্তিরেবাদ্ভুতগুণেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।
নিম্বদ্রাক্ষে ইবজ্ঞান ভক্তী যদ্যপি দর্শিতে।
আদীয়েতে তদপ্যেতে তত্তদাস্বাদ লোভিভিঃ।
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং
গীতাসু দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

পাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয়। মদ্ভক্ত ক্রমোন্নতি প্রথাই জীবের আশ্রয়নীয়। ক্রমোন্নতি পন্থা দ্বারা জীবের নিরুপাধিক প্রেম লাভ হয় ॥ ২০ ॥

ভক্তিই সুখময়ী ও সর্ব্ব সাধ্য সাধিনী
ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎ পর্য্য।

ইতি দ্বাদশাধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃক্ষেত্রজ্ঞ ইতিতদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

নমোঽস্তু ভগবদ্ভক্তৌ কৃপয়াস্বাংশলেশতঃ।
জ্ঞানাদিষ্বপি তিষ্ঠেত্তৎ সার্থকীকরণা যয়া ॥
ষট্কে তৃতীয়েঽত্র ভক্তি মিশ্রং জ্ঞানং নিরূপ্যতে
তন্মধ্যে কেবলাভক্তিরপি ভঙ্গ্যা প্রকৃষ্যতে ॥
ত্রয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
জ্ঞানস্য সাধনং জীবঃ প্রকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে ॥

তদেবং দ্বিতীয়েন ষট্কেন কেবলয়াভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ততোঽন্যা অহংগ্রহোপাসনাদ্যা স্তিস্র উপাসনাশ্চোক্তাঃ। অথ প্রথমষট্কোদিতানাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগিনাং ভক্তিমিশ্র জ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তমপিপুনঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞাদি বিবেচনেন বিবরিতুং তৃতীয়ং ষট্কমারভতে। তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইত পেক্ষায়ামাহ ইদমিতি ইদং সেন্দ্রিয়ং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং সংসারবৃক্ষস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। তৎ যে বেত্তি বদ্ধদশায়া মহংমমেতাভিমন্যমানং স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি। মোক্ষদশায়ান্তু অহং মমেতাভিমান রহিতঃ স্বসম্বন্ধ রহিতমেব যো জানাতি তং উভয়াবস্থং জীবং ক্ষেত্রজ্ঞ মিতিপ্রাহুঃ কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞ স্তৎফলভোক্তাচ। যদুক্তং ভগবতা "অদন্তিচৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্য বাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যো মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং। অস্যার্থ গৃধ্রান্তীতি গৃধ্রাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্যবৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখং অদন্তি পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্য বাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখ মদন্তি সর্ব্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসার বৃক্ষং বহুবিধ নরক স্বর্গাপবর্গ প্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তি সমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ং। ইজ্যৈঃ পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বেদিতারঃ ॥ ১ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে পরম রহস্য স্বরূপ ভক্তি তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ এবং বদ্ধ জীবের কর্ম্মসকল

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত !।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তং পরমাত্মনস্তু ততোঽপি কার্ৎস্ন্যেন সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। সর্ব্বক্ষেত্রেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং মাং পরমাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। জীবানাং প্রত্যেক মেকৈকং ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদপিনকৃৎস্নং। মমত্বেকস্যৈব সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং কৃৎস্নমেবেতি বিশেষোজ্ঞেয়ঃ। কিংজ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ক্ষেত্রেণসহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবাত্ম পরমাত্মনোর্যজ্‌জ্ঞানং ক্ষেত্রজীবাত্ম পরমাত্মনাং যজ্‌জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদেবজ্ঞানং মম মতং সম্মতং চতত্র উত্তমং। পুরুষস্ত্বস্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ইত্যুত্তর গ্রন্থবিরোধাৎ ব্যাখ্যান্তরে- ণৈকাত্মবাদপক্ষো নানুস্মর্ত্তব্যঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা করিয়াছি। নিরূপাধিক ভক্তি স্বরূপও বলিলাম। তাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি রূপ ত্রিবিধ অভিধেয় বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান বিচার দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরূপাধিক ভক্তি তত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। ব্রহ্মাকে আমি যখন ভাগবত শাস্ত্রের মূল রূপ চতুঃ শ্লোক বলিয়াছিলাম, তখনও "জ্ঞানংমে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং। স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।" এই বাক্য দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ এই চারিটী বিষয়ের উপদেশ দিই। এই চিরিটী বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না। অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশ পূর্ব্বক রহস্যোপযোগী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধ ভক্তি উদয় হইলে অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণ পূর্ব্বক ঐ দুইটী আনুসঙ্গিক ফলানুভব কর। হে কৌন্তেয়! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র। যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইবে। সেই তিনটী তত্ত্বের নাম ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত একটী একটী শরীরে জীবাত্মা রূপ একটী একটী ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ সমস্ত জড়জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ ঈশ্বর আমাকেই জানিবে। আমার ঐশী শক্তি দ্বারা আমি পরমাত্মা রূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ আছি। এই রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার পূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব বোধ হয় তাঁহাদের জ্ঞানই বিজ্ঞান ॥ ২ ॥

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চযৎ।
সচ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু॥ ৩॥
ঋষিভির্বহুধাগীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি র্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪॥

সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরিতুমারভতে। তৎক্ষেত্রং শরীরং যচ্চ মহাভূত প্রাণেন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপং যাদৃক যাদৃশমিচ্ছাদি ধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদি বিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ প্রকৃতি পুরুষসংযোগাদুদ্ভূতং যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈ ভিন্ন মিত্যর্থঃ। স ক্ষেত্রজ্ঞো জীবাত্মা পরমাত্মাচ। যত্তদিতি নপুংসকমনপুংসকেনৈক বচ্চেতি একশেষঃ। সমাসেন সংক্ষেপেণ॥ ৩॥

কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ। ঋষিভির্বশি ষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ছন্দোভির্বেদৈশ্চ। ব্রহ্মসূত্রানি অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীনি তস্যৈব পদানি ব্রহ্মপদ্যাতে জ্ঞায়তে এভিরিতি তানি তথা তৈঃ কীদৃশৈর্হেতুমদ্ভিঃ ঈক্ষতেনাশব্দমিত্যানন্দময়োঽভ্যাসাদিতি যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈ॥ ৪॥

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, তাহা কাহা হইতে হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব কি, তাহা আমি সংক্ষেপে বলি শ্রবণ কর॥ ৩॥

সেই ক্ষেত্র তত্বই স্মৃতি শাস্ত্রে ঋষিগণ কর্তৃক বহু প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদবাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে পৃথক পৃথক কথিত হইয়াছে এবং হেতু সহকারে ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাক্যে ব্রহ্ম সূত্র অর্থাৎ বেদান্ত সূত্র দ্বারা পরিগীত হইয়াছে॥ ৪॥

সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদ বাক্য ও বেদান্ত সূত্র বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত, অহংকার, মহত্তত্ব ও মহত্তত্বের কারণ যে প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি দশটী বাহ্যেন্দ্রিয়, মনোরূপ একটী অন্তরেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয়, এবম্ভূত চর্ব্বিশটী প্রাকৃত তত্বই ক্ষেত্র। এই চর্ব্বিশ তত্ব আলোচনা করিলে ক্ষেত্র কি ও তাহা কি প্রকার তাহা জানিবে॥ ৫॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥ ৫॥
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং॥ ৬॥
অমানিত্বমদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম বিনিগ্রহঃ॥ ৭॥

তৎক্ষেত্রস্য স্বরূপমাহ মহাভূতানি আকাশাদীনি। অহঙ্কার স্তৎকারণং বুদ্ধি র্বিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্ব মহঙ্কারকারণং। অব্যক্তং প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বকারণং। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি দশ। একঞ্চমনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়োবিষয়াঃ। তদেবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক মিতি॥ ৫॥

ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূত পরিণামোদেহঃ। চেতনা জ্ঞানাত্মিকামনোবৃত্তিঃ। ধৃতি ধৈর্য্যং ইচ্ছাদয়শ্চতে মনোধর্ম্মা এব নত্বাত্মধর্ম্মাঃ। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব উপলক্ষণং চ এতৎ সংকল্পাদীনাং তথাচ শ্রুতিঃ কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রাদ্ধাধৃতির্হ্রী র্ধী র্ভী রিত্যেতৎ সর্ব্বংমন এব ইতি অনেন যাদৃশিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্র সবিকারং জন্মাদি ষড়্বিকারসহিতং॥ ৬॥

উক্তলক্ষণাৎক্ষেত্রাৎ বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ৌ জীবাত্ম পরমাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানস্য সাধনানি অমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ। অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাং জ্ঞানিনাঞ্চসাধারণানি কিন্তু ভক্তৈঃ ময়িচানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণীইত্যেকমেব ভগবদনুভব সাধনত্বেন যত্নতঃ ক্রিয়তে। অন্যানি সপ্তদশ উক্তাভ্যাসবতাং তেষাং স্বতএবোৎপদ্যন্তে ন তু তেষু যত্নঃ ইতি সাম্প্রাদায়িকাঃ। অন্তিমেন্দ্বেতু জ্ঞানিনামসাধারণে এব। অত্র অমানিত্বাদীনি বিস্পষ্টার্থানি। শৌচং বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চ তথাচ স্মৃতিঃ। শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতংবাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং। ইতি। আত্ম নিগ্রহঃ শরীর সংযমঃ॥ ৭॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ দেহ ব্যাপার, চেতনা অর্থাৎ চিদাভাস রূপ মনো বৃত্তি, ধৃতি-প্রভৃতিকে ক্ষেত্রের বিকার বলিয়া জানিবে; অতএব তাহাও ক্ষেত্র॥ ৬॥

অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসন অর্থাৎ গুরু সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জন সংসদি ॥ ১০ ॥

জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনং অসক্তিঃ পুত্রাদিষু প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখীত্যাধ্যাসাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়ো ব্যবহারিকয়োরূপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ময়ি শ্যাম সুন্দরাকারে অনন্য যোগেন জ্ঞানকর্ম্মতপো, যোগাদ্যমিশ্রণেন ভক্তিঃচকারাৎ জ্ঞানাদি মিশ্রণ প্রাধান্যেনচ। আদ্যাভক্তেরনুষ্ঠেয়া দ্বিতীয়াজ্ঞানিভিরিতি কেচিদন্যেতু অনন্যাভক্তি র্যথাপ্রেম্নঃ সাধনং তথা পরমাত্মানুভবস্যাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্রষষ্ঠেঽপ্যুক্তিরিতি ভক্ত্যা ব্যাচক্ষ্যতে। জ্ঞানিনস্তু অনন্যেন যোগেন সর্ব্বাত্ম দৃষ্ট্যা ইতি। অব্যভিচারিণী প্রতিদিনমেবকর্ত্তব্যা। কেনাপিনিবারয়িতুমশক্যা ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ ॥ ১০ ॥

বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ প্রভৃতির দোষ দর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা, পুত্রাদির সুখ দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিত্যত্ব বুদ্ধি, তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন রূপ মোক্ষানুসন্ধান, এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি গণ ক্ষেত্র বিকার বলিয়া আশঙ্কা করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রত্যক্ জ্ঞান স্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্ব লাভ হয়। ইহারা ক্ষেত্রের বিকার নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিকার নাশক ঔষধ স্বরূপ। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে আমাতে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি একমাত্র অবলম্বনীয়। অন্য উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফল রূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশ পূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পন্ন করে। ভক্তি দেবীর সিংহাসন স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনং।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃত মশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।

আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং অধ্যাত্মজ্ঞানং তস্যানিত্যত্বং নিত্য।নু ত্বম্ ত্বং পদার্থ শুদ্ধি-নিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রযোজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচন মিত্যর্থঃ। এতদ্বিংশতিকংজ্ঞানং সাধারণোন জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ জ্ঞানস্য সাধনং। অসাধারণং পরমাত্মজ্ঞানং ত্বগ্রে বক্তব্যং। তস্তাঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদিকং ॥ ১১ ॥

এবং সাধনৈর্জ্ঞেযো জীবাত্মা পরমাত্মাচ তত্র পরমাত্মৈব সর্ব্বগতো ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং সবিশেষঞ্চ ক্রমেন জ্ঞানি ভক্তয়োরুপাস্যং। দেহগতোঽপি চতু-র্ভুজত্বেনধ্যেযঃ পরমাত্মশব্দেনোচ্যতে। তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ জ্ঞেয়মিতি অনাদি নবিদ্যতে আদির্যস্য মৎস্বরূপত্বান্নিত্য মিত্যর্থঃ। মৎপরং অহমেবপর উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্য তৎব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতি মদগ্রিমোক্তেঃ। তদেবকিমিত্যপেক্ষাযামাহ তদ্ব্রহ্ম নসৎ নাপ্য সৎ কার্য্য কারণাতীত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নম্বেবং ব্রহ্মণং সদসদ্বিলক্ষণত্বেসতি। সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং ইত্যাদি শ্রুতি বিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্কা স্বরূপতঃ কার্য্যকারণাতীতত্বেঽপি শক্তি শক্তি মতোরভেদাৎ কার্য্যাকার

অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিবে। আর যত কিছু আছে সে সমুদায়ই অজ্ঞান ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

হে অর্জ্জুন! তোমাকে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বলিলাম। অর্থাৎ ক্ষেত্র বলিলে যে শরীর বুঝায় তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারয় প্রক্রিয়া বলিলাম। সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবাত্মা ও পরমাত্মা তাহাও বলিলাম। ঐ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জ্ঞানের নাম যে বিজ্ঞান তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান দ্বারায় যে তত্ত্ব জ্ঞেয তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি, মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত তত্ত্ব, সৎ ও অসৎ উভযের অতীত ব্রহ্ম। তাহা অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত ভোগ হয় ॥ ১২ ॥

কিরণ সমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেই রূপ আমার প্রভাব স্বরূপ ব্রহ্ম তত্ত্ব বৃহত্তের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থংচান্তিকেচ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তঞ্চভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।

ণাত্মক মপি তদিত্যাহ। সর্ব্বত এব পাণয়ঃপাদাশ্চ যস্যতৎ ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্তানাং পাণি-পাদ বৃন্দৈঃ সর্ব্বত্র দৃষ্টৈরেব তত্ত্বৈবাসংখ্য পাণিপাদৈর্যুক্তং ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বতো ঽক্ষীত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়ানি গুণান্ ইন্দ্রিয় বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি তচ্চক্ষুষশ্চক্ষু রিত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাস তে বিরাজতীতিতৎ। তদপি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিতং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতং। তথাচ শ্রুতিঃ "অপাণি পাদো যবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ইত্যাদি।" "পরাস্য শক্তি র্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ" "ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ স্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। অসক্তং আসক্তি শূন্যং সর্ব্বভৃৎ শ্রীবিষ্ণু স্বরূপেণ সর্ব্ব পালকং নির্গুণং সত্বাদি গুণ রহিতাকারং কিঞ্চ গুণভোক্তৃ ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য ষড়্গুণা স্বাদকং ॥ ১৪ ॥

ভূতানাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ যথা দেহানামাকাশাদিকং অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমঞ্চ ভূত জাতং তদেব কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ। এবমপিরূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং ইদং

পর্য্যন্ত অনন্ত জীবের অবস্থান স্বরূপ সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব জীবগণের অনন্ত পাণি পাদ ও অনন্ত চক্ষু মুখ নাসিকা ইত্যাদি সংযুক্ত রূপে সকলকেই আবৃত করিয়া সেই তত্ত্ব বিরাজ মান ॥ ১৩ ॥

সেই বৃহত্তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয় গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বভৃত, নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃত গুণ রহিত অথচ ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য ষড়্গুণাস্বাদক ॥ ১৪ ॥

সেই তত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। তাঁহা হইতেই

ভূত ভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ ॥ ১৬ ॥
জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং ॥১৭॥

তদিতি স্পষ্টং জ্ঞানার্হং নভবতীতি অতএবাবিদুষাং যোজন কোটান্তর মিবদূরস্থংবিদুষাং পুনঃ স্বগৃহস্থিত মিবান্তিকেচতৎস্বদেহ এবান্তর্যামিত্বাৎ। দূরাং সুদূরে তদিহান্তিকেচ পশ্যস্বিহৈবং নিহিতং গুহায়াং ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং কারণাত্মনা ভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং,ভিন্নমিব-স্থিতং তদেব শ্রীনারায়ণ স্বরূপং সৎভূতানাং ভর্ত্তৃ স্থিতি কালে পালকং। প্রলয় কালে গ্রসিষ্ণু সংহারকং স্থিতিকালে প্রভবিষ্ণুচ নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলং ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং। যেন সূর্য্য স্তপতিতেজসেদ্ধঃ ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকঃ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতীত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসো হৃজ্ঞানাৎপরং তেনাস্পৃষ্টং উচ্যতে। আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানং তদেব বুদ্ধি বৃত্ত্যাবভিব্যক্তং সৎ-জ্ঞান মুচ্যতে তদেব রূপাদ্যাকারেণ পরিণতং জ্ঞেয়ঞ্চ তদেব জ্ঞান গম্যং পূর্ব্বোক্তেন অমানি-ত্বাদি জ্ঞান সাধনেন প্রাপ্য মিত্যর্থঃ। তদেব পরমাত্ম স্বরূপং সৎ সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া অধিষ্ঠায় স্থিত মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সমস্ত চরাচর। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

সমস্ত ভূতে বিভক্ত রূপে তাঁহাকে বোধ হয় কিন্তু তিনি অবিভক্ত। প্রতি জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টি পুরুষ রূপে অবস্থিতি হইয়াও তিনি সর্ব্ব ভূতের এক অখণ্ড বিরাড়্‌ সমষ্টি স্বরূপ পরমেশ্বর। তিনি সমস্ত ভূতের ভর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা ও প্রভবন শীল তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

তিনি সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশকা। তিনি সমস্ত অন্ধ-কারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ। তিনিই জ্ঞান। তিনি জ্ঞানগম্যজ্ঞেয়। তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮॥
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥১৯॥

উক্তং ক্ষেত্রাদিকং অধিকারি ফল সহিতমুপসংহরতিইতীতি। ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যান্তং। জ্ঞানং অমানিত্বাদি তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনান্তং। জ্ঞেয়ং জ্ঞান গম্যঞ্চ অনাদীত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যান্তং। একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মা শব্দ বাচ্যঞ্চ সংক্ষেপেণোক্তং। মদ্ভক্তঃ ভক্তি মজ্ জ্ঞানী মদ্ভাবায় মৎসাযুজ্যায়। যদ্বা মদ্ভক্তঃ মমৈকান্তিকোদাসং এতদ্বিজ্ঞায় মৎ প্রভো রেতাব-দৈশ্বর্য্যমিতিজ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেম্নে উপপদ্যতে উপপন্নো ভবতি॥ ১৮॥

পরমাত্মানমুক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং জীবাত্মানং কতন্তস্য ময়াসংশ্লেষঃ কদারভ্য অভূদিত্য পেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিং মায়াং পুরুষং জীবঞ্চ উভাবপি অনাদীষং ন বিদ্যতে আদি কারণং যয়োঃ তথাভূতৌ বিদ্ধি অনাদেরীশ্বরস্য মম শক্তিত্বাৎ। ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতি রষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ইতিমদুক্তে মায়াজীবয়োরপি মৎশক্তিত্বেন অনাদিত্বাৎ তয়োঃ সংশ্লেষো প্যনাদি রিতিভাবঃ। তত্রমিথঃ সংশ্লিষ্টয়োরপি তয়োর্ল্লক্ষণতঃ পার্থক্যমস্ত্যেব ইত্যাহ বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণ পরিণাদম্ন ন সুখ দুঃখ শোক মোহাদীন্ প্রকৃতিসম্ভূতান্ প্রকৃত্যুদ্ভূতান্ বিদ্ধিতী ক্ষেত্রাকার পরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভিন মেবজীবং বিদ্ধীভাবঃ॥ ১৯॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী তত্ত্ব বলিলাম। ইহার নামই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান। ভগবদ্ভক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করত আমার নিরূপাধিক প্রেম ভক্তি লাভ করে। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করত যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান আর কিছুই নয় কেবল ভক্তি দেবীর পীঠ স্বরূপ ভক্তির আশ্রয় রূপ জীবাত্মার স্বত্ব শুদ্ধি মাত্র। পুরুষোত্তম তত্ত্ব বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে॥ ১৮॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা কি ফল হইবে তাহা বলিতেছি। জড় বদ্ধ জীব সত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত

কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে ॥২০॥

তস্য মায়া সংশ্লেষং দর্শয়তি কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখ দুঃখ সাধনানীন্দ্রিয়াণি কর্ত্তার ইন্দ্রিয়াধি ষ্ঠাতারো দেবাঃতত্র তথাধ্যাসেন পুরুষস্য তদ্ভাব.পত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিরেষস্যাঃ প্রকৃতি-রেব পুরুষসংসর্গাৎ কার্য্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ অবিদ্যাক্ষয়া স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাস প্রদাচ স্যাদি-ত্যর্থঃ। তৎকৃত সুখ দুখানাং ভোক্তৃত্বেতু পুরুষোজীব এবহেতুঃ। অয়ং ভাবঃ যদ্যপি কার্য্যত্ব কারণত্বকর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বানি প্রকৃতি ধর্ম্মাঃ এবস্যুস্তদপি কার্য্যত্বাদিষু জড়াংশ প্রাধানাৎ সুখ দুঃসংবেদনরূপে ভোগেতু চৈতনাংশ প্রাধানাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়াৎ। কার্য্যত্বাদিষু প্রকৃতি র্হেতু র্ভোক্তৃত্বেতু পুরুষো হেতু রিত্যুচ্যতে ইতি ॥ ২০ ॥

ক্ষেত্রই প্রকৃতি। জীব পুরুষ। পরমাত্মা আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতে আছে। জড়ীয় কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়। আমার পরম অস্তিত্ব স্বরূপ চিন্ময়কালে আমার শক্তি হইতে উহাদের উদয় হইয়াছে। জড়াপ্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করত প্রকাশিত হইয়াছে। জীবও আমার নিত্য শক্তি-গত-তত্ত্ব। আমার প্রতি বৈমুখ্য বশতঃ জড়া-প্রকৃতি মধ্যে প্রবিষ্ট। জীব বাস্তবিক শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব। তাহাতে মদীয় পরা-শক্তি ক্রমে একটু তটস্থ ধর্ম্ম নিহীত হওয়ায়, তাহা জড়াপ্রকৃতিতেও উপ-যোগীতা লাভ করিয়াছে। চিৎ কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে তাহা বদ্ধ যুক্ত ও বদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে বদ্ধ জীবের বিকার সকল ও গুণ সকল জড়া-প্রকৃতি সম্ভূত। জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

জড়ীয়-কার্য্যকারণ ও কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির ধর্ম্ম; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থ স্বভাব বশতঃ জড়াভিমান হইতে সুখ দুঃখের ভক্তৃত্ব উদয় হয়। শুদ্ধ জীবের ভক্তৃত্ব নাই। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়-প্রকৃতিতে আত্মাভিমান বশতঃ সেই ভক্তৃত্ব জীব তটস্থ স্বভাব হইতে স্বীকার করিয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১ ॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তোদেহেঽস্মিন্ পুরুষঃপরঃ॥২২॥

কিন্তু তস্যানাদ্যবিদ্যাকৃতেনাধ্যাসেন এব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিকং তদীয়মপি ধর্ম্মং স্বীয়ং মন্যতে। তত এবাস্য সংসার ইত্যাহ পুরুষ ইতি প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতি কার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন হি স্থিতঃ। প্রকৃতি জান্ অন্তঃ করণ ধর্ম্মান্ শোক মোহ সুখ দুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভিমন্যমানো ভূঙ্‌ক্তে তত্রকারণঃ গুণ সঙ্গঃ গুণময় দেহেষু অস্যাসঙ্গস্যাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোঽবিদ্যা-কল্পিতঃ ক ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ সতীষু দেবাদি যোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদি যোনিষু শুভাশুভ কর্ম্মকৃতাসু যানি জন্মানি তেষু ॥ ২১ ॥

জীবাত্মানমুক্ত্বা পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি যদ্যপি অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিনা হৃদি সর্ব্বস্যাধিষ্ঠিত মিত্যনেনচ সামান্যতো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্ত এব তদপি তস্য জীবাত্ম সাহিত্যেনাপি পৃথগেব স্পষ্টতয়াদেহস্থত্ব জ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তির্জ্ঞেয়া। অস্মিনদেহেপরোঽন্যঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তিঃ পরমাত্মেতি চ নাম্নাপ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র পরম শব্দ একাত্মবাদ পক্ষে স্বাংশ ইতি দ্যোতনার্থা জীবস্য উপসমীপে পৃথক্‌স্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী। অনুমন্তা অনুমোদনকর্ত্তা সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। সাক্ষীচেতাঃ কেবলো-নির্গুণশ্চেতি শ্রুতেঃ। তথা ভর্ত্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ ॥ ২২ ॥

তটস্থ স্বভাব হইতে শুদ্ধ জীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ সকল ভোগ করেন। প্রকৃতির গুণ সঙ্গ বশতই সদসৎ যোনি সমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

জীব আমার সখা। তাহার তটস্থ স্বভাব বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করে। তটস্থ স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা। তদ্দ্বারা আমার বিমল প্রেম লাভ করিলে জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার দ্বারা জীব যখন প্রাকৃতক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও

যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মান মাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

এতজ্জ্ঞান ফলমাহ য ইতি পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃতিং মায়া শক্তিং চকারাৎ জীব শক্তিঞ্চ সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি লয় বিক্ষেপাদি পরাভূতো পি ॥ ২৩ ॥

অত্র সাধন বিকল্পমাহধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং কেচিদ্ভক্তাধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব ভক্ত্যা মামভিজানাতীত্যাদ্রিমোক্তেঃ। আত্মনিমনসি আত্মনাস্বয়মেব নত্বন্যেন কেনাপি উপকারকে নেত্যর্থঃ। অন্যে জ্ঞানিনঃ সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকস্তেন। অপরেযোগিনঃ যোগেনাষ্টাঙ্গেন কর্ম্মযোগেন নিষ্কাম কর্ম্মণাচ। অত্র সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ নিষ্কাম কর্ম্মযোগাঃ পরমাত্মদর্শনে পরম্পরৈব হেতবঃ নতু সাক্ষাদ্ধেতবঃ তেষাং সাত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্তু গুণাতীতত্বাৎ। কিঞ্চ-জ্ঞানঞ্চময়ি সংন্যসেদিতি ভগবদুক্তে জ্ঞানাদি সন্ন্যাসানন্তর মেব ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইত্যুক্তে জ্ঞান বিদুষ্যা তয়া ভক্ত্যৈব পশ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

পরমাত্মারূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্য সকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে পরমাত্মা নামে পরম পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় আমি তাহার ফলদান করি ॥ ২২ ॥

যিনি নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব ও সগুণ প্রকৃতিতত্ত্ব এই প্রণালীতে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্ত্তমান হইয়াও পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করেন না। অর্থাৎ প্রত্যক্ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক আমার সাম্মুখ্যলাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

হে অর্জ্জুন! বদ্ধজীব পরমার্থ সম্বন্ধে দুই প্রকারে বিভক্ত হয় অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী, কেবলনৈতিক, এই প্রকার লোক সকল পরমার্থ বহির্ম্মুখ। পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ, কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহাঁরা অন্তর্ম্মুখ। নিতান্ত অভেদবাদ পরায়ণ সাংখ্যযোগী ও বহির্ম্মুখ মধ্যে পরিগণিত। ভক্তগণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যেহেতু

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতি তরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫॥
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমং।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ!॥ ২৬॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং॥
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭॥

অন্যে ইতস্ততঃ কথা শ্রোতারঃ॥ ২৫॥

উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। যাবদিতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টং উৎকৃষ্টং বা সত্বং প্রাণিমাত্রং॥ ২৬॥

পরমাত্মানং তু এবং জানীয়াদিত্যাহসমমিতি। বিনশ্যৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি স এব জ্ঞানীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্ম তত্ত্বে চিদাশ্রয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধায়ী সাংখ্য যোগী সকল দ্বিতীয় শ্রেণী। তাঁহারা চব্বিশ তত্ত্ব প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়বিংশ তত্ত্ব যে ভগবান তাঁহাকে ক্রমশঃ ভক্তি যোগ করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে কর্ম্মযোগী সকল বর্ত্তমান। তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ সকল ইতস্ততঃ তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। ইহারাও সাধু সঙ্গ ও সদালোচনা ক্রমে অবশেষে ভক্তি লাভ করিবেন॥ ২৪॥ ২৫॥

স্থাবর জঙ্গম মধ্যে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জান॥ ২৬॥

পরমাত্মা রূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশ তাহা স্বীকার করেন না। যিনি পরমাত্মাকে এই রূপে জানেন, তিনি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন॥ ২৭॥

সমংপশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২৮॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
যথাভূত পৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মানং জীবং ন হিনস্তি নাধঃ পাতয়তি॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি আত্মানং জীবং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং নতু স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং তত্তদাকারগতং পার্থক্যং একস্থং একস্যাং প্রকৃতাবেবস্থিতং প্রলয় কালে অনুপশ্যতি আলোচয়তি। ততঃ প্রকৃতেঃ সকশাদেব ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টি সময়ে অনুপশ্যতি তদাব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতির ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া বদ্ধ জীব সকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক দ্বারা সর্ব্বভূত স্থিত আমার ঐশ্বর ভাবকে সর্ব্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথ গামী মন দ্বারা তাঁহার জৈব সত্তার অধঃ পাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে কিন্তু শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ আমি কিছু করিনা এরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি আপনাকে সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে অকর্ত্তা বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

যে সময়ে বিবেকী পুরুষ স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহের সেই সেই আকার গত পার্থক্য প্রলয় সময়ে এক মাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টি সময়ে সেই এক প্রকৃতি হইতেই ভূত সকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তখন তাঁহার প্রকৃতি গত ভেদ বুদ্ধি রহিত হয়। তিনি তখন শুদ্ধ চিত্তত্বে নিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার সম্বন্ধে ঐক্য লাভ করেন। এই অভেদ বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টা স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায় মব্যয়ঃ ॥
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশংনোপলিপ্যতে ।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ! ॥৩৩॥

নমু কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনি জন্মসু ইত্যুক্তং । তত্রদেহগতত্বেন তুল্যত্বেপি জীবাত্মৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি নতু পরমাত্মা ইতি । কুত ইত্যত আহ অনাদিত্বাদিতি ন বিদ্যতে আদিঃকারণং যতঃ স অনাদি যথা পঞ্চম্যন্ত পদার্থেন অনুত্তম শব্দেন পরমোত্তম উচ্যতে । অথৈবানাদি শব্দেন পরমকারণ মুচ্যতে । ততশ্চ অনাদি ত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ নির্গতা গুণাঃ সৃষ্ট্যাদয়ো যত স্তস্য ভাব স্তত্ত্বং তস্মাচ্চ জীবাত্মনো বিলক্ষণোঽয়ং পরমাত্মা । অব্যয়ঃ সর্ব্বদৈব সর্ব্বথৈব স্বীয় জ্ঞানানন্দাদিব্যয় রহিতঃ শরীরস্থোপিতদ্ধর্ম্মা গ্রহণাৎ ন করোতি জীববন্নকর্ত্তা ন ভোক্তাচ ভবতি । নচ লিপ্যতে শরীর গুণ লিপ্তশ্চ ন ভবতি ॥ ৩১ ॥

অথ দৃষ্টান্তমাহ । যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদিষ্বপিস্থিতমপ্যাকাশ সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নলিপ্যতে তথৈব পরমত্মাদৈহিকৈর্গুণৈ র্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রকাশকত্বাৎ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্নযুজ্যতে ইতি স দৃষ্টান্তমাহ যথেতি রবির্যথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্য ধর্ম্মৈর্নযুজ্যতে তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা । সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নযুজ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ । এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে পরমাত্মা অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ। এই শরীরে জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র ধর্ম্মে বদ্ধ জীবের ন্যায় লিপ্ত হননা। ব্রহ্ম সম্পন্ন জীবও সুতরাং উক্তজ্ঞানাশ্রয়ে আর গুলি হন না। লিপ্ত না হইয়াও জীব কিরূপ ক্ষেত্রকে ব্যবহার করেন তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত আকাশ যে রূপ সর্ব্বগত হইয়া অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না সেই রূপ বিবেকী ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব পরমাত্মার ধর্ম্মানুকরণ বশতঃ সর্ব্ব দেহে স্থিত হইয়াও দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেই রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা।
ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থ মুপসংহরতি। ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়ো জীবাত্মপরমাত্মনো যথাভূতানাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদু স্তে পরং পদং যান্তি।

দ্বয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রধর্ম্মভাক্।
বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
ত্রয়োদশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং।

জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই ক্ষেত্র। পরমাত্মা ও আত্মা রূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্র। যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূত সকলের জড় নিষ্ঠ প্রবৃত্তির মোক্ষ এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালী মতে অবগত হন তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরতত্ত্ব যে ভগবান তাঁহাকে অনায়াসে অবগত হন ॥ ৩৪ ॥

দুইটী ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে জীবাত্মারই
ক্ষেত্র ধর্ম্ম স্বীকার ইহা এই
অধ্যায়েকথিত হইল।
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমং।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃসর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ॥ ১ ॥
ইদংজ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য মাগতাঃ।
সর্গেঽপিনোপযায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২ ॥

গুণাঃ স্যুর্বন্ধকাস্তেতু ফলৈজ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশে।
গুণাত্যয়ে চিহ্নতি হে্তুর্ভক্তিশ্চ বর্ণিতা।

পূর্ব্বাধ্যায়ে কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ইত্যুক্তং তত্র কে গুণাঃ কীদৃশো গুণসঙ্গঃ কস্য কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং কিং ফলং সৎ গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মোচনং ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমানমর্থং স্তুবানো বক্তুং প্রতিজানীতে পরমিতি জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞান মুপদেশং পরং অত্যুত্তমং॥ ১ ॥

সাধর্ম্মাং সারূপ্যলক্ষণাং মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন বাধন্তে॥ ২ ॥

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে সমুদায় বলিয়াছি। জ্ঞান দ্বারা সেই ভগবত্তত্ত্ব রূপ উত্তম জ্ঞান যে প্রকারে লব্ধ হয় তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি। জ্ঞান নিষ্ঠ সনকাদি মুনি সকল যাহা অবগত হইয়া পরা সিদ্ধি রূপ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন॥ ১ ॥

জ্ঞান সামান্যতঃ সগুণ। নির্গুণ জ্ঞানকে উত্তম জ্ঞান বলা যায়। সেই নির্গুণ জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সারূপ্য ধর্ম্ম লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম্ম, রূপ ও অবস্থা শূন্য হয়। তাহারা জানেনা যে জড় জগতে যেরূপ বিশেষ নামক ধর্ম্ম দ্বারা বস্তু সকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধাম রূপ বৈকুণ্ঠ আছে তাহাতেও একটী বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই বিশেষ দ্বারা

মমযোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত!॥ ৩ ॥
সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজ প্রদঃপিতা॥ ৪ ॥

অথা নাদ্যাবিদ্যা কৃতস্য গুণ সঙ্গস্য বন্ধ হেতুতা প্রকারং বক্তুং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্ভব প্রকার মাহ। মম পরমেশ্বরস্য যোনিগর্ব্ভাধানস্থানং মহদ্ব্রহ্ম দেশকালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃহংণাৎ কার্য্য রূপেণ বৃদ্ধেহেতো র্ব্রহ্ম প্রকৃতি রিত্যর্থঃ। শ্রুতাবপি কচিৎ প্রকৃতি র্ব্রহ্মেতি নির্দ্দিশ্যতে। তস্মিন্নহং গর্ব্ভং দধামি আদধামি। ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাং জীবভূতাং ইত্যনেন চেতন পুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ তটস্থ শক্তিরূপা নির্দ্দিষ্টাসা- সকল প্রাণি জীবতয়া গর্ব্ভশব্দেনোচ্যতে ততো মৎকৃতাৎ গর্ব্ভধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তিঃ॥ ৩॥

ন কেবলং সৃষ্ট্যুৎপত্তি সময় এব সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতির্মাতা অহংপিতা অপিতু সর্ব্ব দৈবেত্যাহ সর্ব্বাসু যোনিষু দেবাদ্যাসু স্তম্ব পর্য্যন্তাসু যা মূর্ত্তয়ো জঙ্গম স্থাবরাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তিনাং মহৎব্রহ্ম প্রকৃতি র্যোনি রূৎপত্তিস্থানং মাতা অহংবীজ প্রদঃ গর্ব্ভধান কর্ত্তা পিতা॥ ৪॥

অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে। তাহাকে আমার নির্গুণ সাধর্ম্ম্য বলে। নির্গুণ জ্ঞান দ্বারা প্রথমে সগুণ জগৎকে অতিক্রম করত নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণ সকল উদিত হয়। তাহা হইলে আর জীব সৃষ্টি সময়ে জড় জগতে জন্মলাভ করেনা এবং প্রলয়ে আত্ম বিনাশ রূপ ব্যথা পায়না॥ ২॥

জড়া প্রকৃতির মূল তত্ত্বই জগতের মাতৃ যোনি। আমি সেই জগদ্যোনি ব্রহ্মে গর্ভাধান করি। তাহাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। আমার ...প্রকৃতির জড় প্রভাবই ঐ ব্রহ্ম। তাহাতেই ঐ প্রকৃতি তটস্থ প্রভাব রূপ ...ধান করি। তাহা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয়॥ ৩॥

...র্য্যগাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্ম রূপ ...লের মাতা এবং চৈতন্য স্বরূপ আমিই সে সকলের বীজপ্রদ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিন মব্যয়ং॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ!॥ ৬ ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাং॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং।

তদেবং প্রকৃতি পুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং কে গুণা উচ্যন্তে। তেষু সঙ্গাৎ জীবস্য কীদৃশোবন্ধ ইত্যপেক্ষায়া মাহ। সত্ত্বমিতি দেহে প্রকৃতি কার্য্যে গুণাঃ তদাত্মোনস্থিতং দেহিনং জীবং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যয়া কৃতাদ্গুণ সঙ্গাদেব হেতোর্গুণা নিবধ্নন্তি॥ ৫॥

তত্র সত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্ব প্রকারঞ্চাহ তত্রেতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবংশান্ত মিত্যর্থঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃসঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎস্বকার্য্যেণ জ্ঞানেনচ য সঙ্গোঽহং সুখী অহং জ্ঞানী চেত্যুপাধি ধর্ম্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিদ্যয়ৈব জীবস্যাভিমানঃ তেন তং বধ্নাতি। হে অনঘেতি ত্বন্তু অহং সুখী অহংজ্ঞানীত্যভিমান লক্ষণং অঘং মা স্বীকুর্ব্বিতি ভাবঃ॥ ৬॥

রজোগুণং রাগাত্মকং অনুরঞ্জন রূপং বিদ্ধি। তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে আসক্তিঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্রজঃ দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেন আসক্ত্যা বধ্নাতি। তৃষ্ণা সঙ্গাভ্যাং কর্ম্মস্বাসক্তি র্ভবতি॥ ৭॥

অজ্ঞানজং অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতং অনুমিতং ভবতীত্য জ্ঞানজং অজ্ঞান-

---

সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ব,রজ ও তম এই তিনটী গুণ নিসৃত হয়। তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয় সেই অব্যয় চিৎ স্বরূপ জীবকে দেহী রূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটী গুণ বন্ধন করে॥ ৫॥

প্রকৃতির সত্ব গুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপ শূন্য। সত্ব গুণই চৈতন্য স্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে।। ৬॥

রজগুণকে তৃষ্ণা-সঙ্গ-জাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। হে কৌন্তেয়! সেই রজ গুণই দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে আবদ্ধ করে॥ ৭॥

সমস্ত দেহীর মুগ্ধকারী, অজ্ঞান জাত গুণকেই তম বলিয়া

প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ! ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত ! ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
রজস্তম শ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ! ।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১॥

জনক মিত্যর্থঃ। মোহনং ভ্রান্তিজনকং প্রমাদোঽনবধানং আলস্য মনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্ত-স্যাবসাদঃ ॥ ৮ ॥

উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেন পুনর্দর্শয়তি। সত্ত্বং কর্ত্তৃসুখে স্বীয় কলে আসক্তং জীবং সংজয়তি বশী করোতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ। রজঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণি আসক্তং জীবং বধ্নাতি। তমঃ কর্ত্তৃপ্রমাদেভিবতঃ তংজ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞান মুৎপাদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উক্তং স্বস্বকার্য্যং সুখাদিকং প্রতি গুণাঃ কথং প্রভবন্তি ইত্যপেক্ষায়ামাহ রজ স্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ং অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি। অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ং অভিভূয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি। তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি ॥ ১০ ॥

বর্দ্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্ষীণৌ বিতরৌ গুণাভিভবতীতি ইত্যুক্তং অতস্তেষাং বৃদ্ধি লিঙ্গান্যাহসর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্যাৎ কীদৃশঃ জ্ঞানং বৈদিক শব্দাদি যথার্থ জ্ঞানাত্মকঃ তদা তাদৃশ জ্ঞানলিঙ্গেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ। উত শব্দাদাত্মোত্থ সুখাত্মকঃ প্রকাশশ্চ যদেতি ॥ ১১ ॥

জানিবে। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা সহকারে তমগুণ জীবকে বদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

সত্বগুণ জীবকে সুখদিয়া বদ্ধকরে, রজ গুণ জীবকে কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

যেখানে সত্বগুণ প্রবল সেখানে রজ ও তম পরাজিত। যেখানে রজ গুণ প্রবল সেখানে সত্ব ও তম পরাজিত এবং যেখানে তমগুণ প্রবল সেখানে সত্ব ও রজ অভিভূত থাকে। এই রূপ গুণ সকলের পৃথক স্থিতি ও পরস্পর সম্বন্ধে স্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সত্ব গুণের বৃদ্ধি দ্বারা এই জড় দেহের ইন্দ্রিয় রূপ দ্বার সকলে প্রকাশ গুণ বৃদ্ধি হয়। তাহাই ঐন্দ্রিয় জ্ঞান ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহএব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥
যদাসত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ় যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলংফলং ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্তির্নানা প্রযত্নপরতা। কর্ম্মণামারম্ভঃ গৃহাদি নির্ম্মাণোদ্যমঃ অশমো বিষয় ভোগানুপরতি ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশো বিবেকাভাবঃ শাস্ত্রাবিহিত শব্দাদি গ্রহণং। অপ্রবৃত্তিঃ প্রযত্নমাত্র রাহিত্যং। প্রমাদঃ কণ্ঠাদি ধৃতেঽপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ। মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ ॥ ১৩ ॥

প্রলয়ং যাতি মৃত্যুং প্রপ্নোতি। তদা উত্তমং বিন্দতি লভন্তে ইতি উত্তম বিদো হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকাঃ তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখ প্রদান্ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যেষু ॥ ১৫ ॥

যাহার রজ গুণ বৃদ্ধি হয় তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরাম্ভ, কর্ম্মাগ্রহতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

হে কুরুনন্দন ! তম বৃদ্ধি হইতে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির দেহ ত্যাগ হইলে হিরণ্য গর্ভাদির উপাসকদিগের সুখ প্রদ লোক লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রজগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম হয়। তম গুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনিতে জন্ম প্রাপ্তি হয় ॥১৫॥

সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলকে নির্ম্মল বলা হইয়াছে। রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনা ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎসংজায়তেজ্ঞানং রজসোলোভ এবচ।
প্রমাদ মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃকর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্।
জন্ম মৃত্যু জরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিক মেব নির্ম্মলং নিরুপদ্রবং অজ্ঞানমচেতনতা ॥১৬॥১৭॥

সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ব তারতম্যেন ঊর্দ্ধং সত্যলোক পর্য্যন্তং। মধ্যে মনুষ্য লোক এব। জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চেতি তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ তত্রস্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যান্তি ॥ ১৮ ॥

গুণকৃতং সংসার দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি দ্বাভ্যাং। গুণেভ্যঃ কর্ত্তৃকরণ বিষয়াকারেণ পরিণতেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং দ্রষ্টা জীবো যদা ন অনুপশ্যতি কিন্তু গুণা এব সদৈব কর্ত্তার ইত্যেব মনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ। গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্ত মেবাত্মানং বেত্তি তদা স দ্রষ্টামদ্ভাবং ময়ি সাযুজ্যং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তত্র তাদৃশ জ্ঞানানন্তর মপি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বৈব ইত্যুপান্ত শ্লোকার্থ দৃষ্ট্যাজ্ঞেয়ং ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ সোঽপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ গুণানিতি ॥ ২০ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজ গুণ হইতে লোভ; এবং তমগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধ গতি লাভ করে অর্থাৎ সত্য লোক পর্য্যন্ত যায়। নরলোকে রাজস লোকেরা স্থান লাভ করে। তামস ব্যক্তি গণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

গুণ সকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কর্ত্তা নাই, এই রূপ জীব সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা অনুভব করিয়া গুণ সকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাব রূপ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

দেহ বিশিষ্ট জীব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী দেহোদ্ভূত গুণ নির্গুণ নিষ্ঠা দ্বারা অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতোভবতিপ্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চমোহ মেবচ পাণ্ডব !।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টং অপ্যর্থং পুনস্ততোঽপি বিশেষ বুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। কৈর্লিঙ্গৈরিত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চি হ্নৈ স্ত্রিগুণাতীতঃ স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চৈতানিতি তৃতীয়ঃ গুণাতীতত্ব প্রাপ্তেঃ কিংসাধন মিত্যর্থঃ। স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদৌ স্থিত প্রজ্ঞোগুণাতীতঃ কথং স্যাদিতি তদানীং ন পৃষ্টং ইদানীং তু পৃষ্টং ইতি বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

তত্রকৈর্লিঙ্গৈ র্গুণাতীতো ভবতীতি প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ। প্রকাশং সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ইতি সত্ত্ব কার্য্যং। প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃ কার্য্যং। মোহঞ্চ তমঃ কার্য্যং উপলক্ষণ মেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপিকার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রাপ্তানি দুঃখ বুদ্ধ্যা ন দ্বেষ্টি। গুণকার্য্যাণ্যেতানি নিবৃত্তানি ভবন্ত্বিতি সুখবুদ্ধ্যা চ ন কাঙ্ক্ষতি সগুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থে নান্বয়ঃ সংপ্রবৃত্তানীতি ক্লীবত্বমার্ষং ॥ ২২ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার কি লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন, তিনি কিরূপ আচার করেন এবং ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া কিরূপে বর্ত্তমান হন ?॥ ২১ ॥

অর্জ্জুনের তিনটী প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন। তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি ? তাহার উত্তর এই যে দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ। বদ্ধ জীব জড়জগতে অবস্থিত হইয়া জড়াপ্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম গুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন। সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি কেবল সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ ভঙ্গরূপ মুক্তি ভগবৎ ইচ্ছা ক্রমে না লাভ কর সে পর্য্যন্ত নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহ সত্ত্বে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ হইতে ঐ তিনটী উদিত হয়) অবশ্যই দেহের অনুস্যূত থাকিবে। কিন্তু

উদাসীন বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥
সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ উদাসীন বদিতি ত্রিভিঃ। গুণকার্য্যৈঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবস্থানান্নপ্রচ্যাব্যতে অপিতু গুণাএব স্বস্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে ইত্যেবেতি। এভির্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি পরস্মৈপদ মার্ষং। নেঙ্গতে ন কাপি দৈহিক কৃত্যে যততে। ২৩॥ ২৪॥

গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারাংশ্চ দৃষ্ট্বৈব গুণাতীতো বক্তব্যঃ নতু গুণাতীতত্বোপপত্তি বাবদূকো গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ২৫॥

ঐ সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। এই লিঙ্গ দ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত হয় তিনি নির্গুণ। চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে মিথ্যা জানিয়া যাহারা চেষ্টা পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নির্গুণ নয় ॥ ২২ ॥

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি? তাঁহার আচার এইরূপ। গুণ সকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন কার্য্য করিতেছে তিনি গুণ দিগকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদিগের হইতে পৃথক্ চৈতন্য স্বরূপ উদাসীনগণের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ২৩ ॥

তাঁহার দেহ চেষ্টা দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি এই সমস্ত উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন ॥২৪॥

তাঁহার সংসারিক ব্যবহার দ্বারা মান, আপমান, শত্রু ও মিত্র সংঘটন হয়, সে সকল তিনি ব্যবহারে গ্রস্ত করিয়া স্বীয় চৈতন্য সম্বন্ধে কিছুই নয়

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মমৃতস্যাব্যয়স্যচ।

কথঞ্চৈতান্ গুণানতি বর্ত্ততে ইতি তৃতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চ এবার্থে মামেব শ্যামসুন্দরাকারং পরমেশ্বরং ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় ব্রহ্মানুভবায় ইতি যাবৎ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি মদ্বাক্যে একয়েতি বিশেষণোপন্যাসাৎ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ইত্যত্রাপি এবকার প্রয়োগাৎ ভক্ত্যাবিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মানুভবো নভবতীতি নিশ্চয়াৎ। ভক্তিযোগেন কীদৃশেন অব্যভিচারেণ কর্ম্মজ্ঞানাদ্য মিশ্রেণ নিষ্কাম কর্ম্মণো ন্যাস শ্রবণাৎ। জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি জ্ঞানিনাং চরমদশায়াং জ্ঞান স্যাপি ন্যাস শ্রবণাৎ ভক্তি যোগস্যতু কাপিন্যাসাশ্রবণাৎ ভক্তিযোগ এব স ব্যভিচারঃ তেন কর্ম্মযোগমিব জ্ঞান যোগমপি পরিত্যজ্য যদ্যব্যভিচারেণ কেবলেনৈব ভক্তি যোগেন সেবতে তর্হি জ্ঞানী অপি গুণাতীতো ভবতি নান্যথা। অনন্য ভক্তস্ত নির্গুণোমদপাশ্রয় ইত্যেকাদশোক্তেঃ গুণাতীত ভবেত্যব। অত্রেদং তত্ত্বং "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধোরাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতি বিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ,ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্ম্মিণঃ জ্ঞানিনোবা সাত্ত্বিকত্বেনৈবসাধকত্বাবগতেঃ তৎ সাহচর্য্যাৎ নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি, ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্নেব সাত্ত্বিক ত্বং পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি। ভক্তস্ত সাধক দশামারভ্যৈব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থে লভ্যতে। অত্র চকারে হ্যবধারণার্থ ইতি স্বামি চরণাঃ। মামেবেশ্বরং নারায়ণ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যন্তেস্ম॥ ২৬॥

ননুত্বদ্ভক্তা কথং নির্গুণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিঃ সাতু অদ্বিতীয় তদেকানুভবেনৈব সম্ভবেত্তত্রাহ ব্রহ্মণোহীতি যস্মাৎ পরম প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা পদস্য তথার্থ ত্বাৎ। তথা অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয় সুধায়াঃ ন অব্যয়স্য নাশরহিতস্য মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ। তথা শাশ-

এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যত প্রকার আরম্ভ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হন॥ ২৫॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে অব্যভিচারী ভক্তি যোগ অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্ম ভাব তাহা লাভ করেন॥ ২৬॥

যদি বল ব্রহ্ম সম্পত্তিই জীবের সর্ব্ব প্রকার সাধনের ফল,তবে কিরূপে

শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে গুণত্রয় বিভাগ যোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

তস্য ধর্ম্মস্য সাধনফল দশয়োরপি নিত্য স্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যস্য পরমধর্ম্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথাতৎ প্রাপ্যস্যৈকান্তিক ভক্ত সম্বন্ধিনঃ সুখস্য প্রেম্নশ্চাহং প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্ব্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়াকৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণিলীয়মানো ব্রহ্মত্ব মপি প্রাপ্নোতি। অত্র ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলংতদ্বদিত্যর্থঃ ইতি স্বামিচারণাঃ। সূর্য্যস্যতেজোরূপত্বেঽপি যথাতেজস আশ্রয়ত্ব মপ্যুচ্যতে এবমে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বমপি। অত্র শ্রীবিষ্ণু পুরাণ মপি প্রমাণং। শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ ইতি ব্যাখ্যতঞ্চ তত্রাপিস্বামিচরণৈঃ সর্ব্বগস্য আত্মানঃ পরং ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং ভগবতা ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতীতি। তথা বিষ্ণুধর্ম্মে ঽপি নরক দ্বাদশী প্রসঙ্গে "প্রকৃতৌ পুরুষেচৈব ব্রহ্মণ্যপিচ স প্রভুঃ। যথৈক এব পুরুষো বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ। ইতি তত্রৈব মাসর্ক্ষ পূজা প্রসঙ্গে যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ সব্রহ্ম ভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা। ইতি তথা হরিবংশেঽপি বিপ্রকুমারানয়ন প্রসঙ্গে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং। তৎপরং পরমং

ব্রহ্ম ভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে। তবে শুন! আমার নিত্য নির্গুণ অবস্থাতে আমি স্বরূপতঃ ভগবান। আমার জড়া শক্তিতে আমার তটস্থা শক্তির চৈতন্য বীজ আধান কালে প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি প্রকাশ তাহাই আমার ব্রহ্ম স্বভাব। জড় বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনা ক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করে তখন নির্গুণ অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হয়। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড় বিশেষ ত্যাগ রূপ একটী নির্ব্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ ভক্তিরস রূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। যাহাদের মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনা বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি না হয় তাহারাই চরমে নির্গুণ ভক্তি লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্গুণ

ব্রহ্ম সর্ব্ব বিভজ্যতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।। ইতি। ব্রহ্মসংহিতাপি "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং। তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্ত মশেষভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।" ইতি। অষ্টমস্কন্ধে "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি। ইতি ভগবদুক্তিশ্চ। মধুসূদন সরস্বতী পাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যতেস্ম যথা নমুভক্তস্তত্ত্বস্তাব মাপ্নোতু নামকথং ব্রহ্ম ভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তবানাত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। ব্রহ্মণোহীতি প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি রহমেবেতি। পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ। "পরাকৃত মনবন্দ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্য্যসার সর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজংমহঃ ইত্যুপ শ্লোকয়া মাসুশ্চ।। ২৭।।

অনর্থ এব ত্রৈগুণ্যং নিস্ত্রৈগুণ্যং কৃতার্থতা।
তচ্চ ভক্ত্যৈব ভবতীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
চতুর্দ্দশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং।

সবিশেষ তত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম, এবং ঐকান্তিক সুখ রূপ ব্রজরস সমুদায়ই এই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ত্রৈগুণ্যই অনর্থ এবং নিস্ত্রৈগুণ্যই জীবের
কৃতার্থতা এবং তাহারই অন্য নাম
ভক্তি ইহা এই অধ্যায়ে
উপদিষ্ট হইল।
ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।



শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃ শাখামশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥

সংসারচ্ছেদকোঽসঙ্গ আত্মেশাংশঃ ক্ষরাক্ষরাৎ।
উত্তমঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ ইতি পঞ্চাদশে কথা॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে "মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" ইত্যুক্তং। তত্র তব মনুষ্যস্য ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ সত্যং। অহং মনুষ্য এব কিন্তু ব্রহ্মণোঽপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয় ইত্যস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তি স্থানীয়োঽয়ং। পঞ্চদশাধ্যায় মারভ্যতে। তত্র সগুণান্ সমতীত্য ইত্যুক্তং ইতি গুণময়োঽয়ং সংসারঃ কঃ কুতোবায়ং প্রবৃত্তঃ স্বভক্তাসংসার মতি ক্রামান্ জীবোবা কঃ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পত ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বং বা কঃ ইত্যাদ্যপেক্ষায়াং প্রথম মতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ সংসারোয় মদ্ভুতোঽশ্বত্থবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি। ঊর্দ্ধ্বে সর্ব্বলোকোপরিতলে সত্যলোকে প্রকৃতি বীজোত্থ প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মকঃ চতুর্ম্মুখ এক এব মূলং যস্য তং। অধঃ স্বর্ভুবো ভূর্লোকেষু অনন্তাদেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরাসুর রাক্ষস প্রেত ভূত মনুষ্য গবাশ্বাদি পশু পক্ষি কৃমি-কীট পতঙ্গ স্থাবরান্তাঃ শাখা যস্য তং অশ্বত্থং ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধকত্বাৎ অশ্বত্থমুত্তমং বৃক্ষং। শ্লেষেণ ভক্তিমতাং ন শ্বঃ স্থাস্যতীত্যশ্বত্থং নষ্ট প্রায়মিত্যর্থঃ। অভক্তানাং তু অব্যয়ং অনশ্বরং। ছন্দাংসি বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ। ইত্যাদ্যাঃ কর্ম্ম প্রতিপাদকাবেদাঃ সংসার বর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি 'বৃক্ষোহিপর্ণৈঃ শোভতে যস্তং জানাতি স বেদজ্ঞঃ। তথাচ ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্ শাখ এবোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইতি কঠবল্লী শ্রুতিঃ॥ ১॥

হে অর্জ্জুন! যদি তুমি এরূপ মনে কর যে বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি শুন। কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটী অশ্বত্থ বৃক্ষ বিশেষ। কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই। কর্ম্ম প্রতিপাদক বেদবাক্য সকলই ইহার পত্র স্বরূপ। এই বৃক্ষটী

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণঃ প্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ ।
অধশ্চমূলান্যনু সন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥
ন রূপ মস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদি র্নচ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অধঃ পশ্বাদি যোনিষু উর্দ্ধেদেবাদি যোনিষু প্রসৃতা স্তস্য সংসার বৃক্ষস্য শাখাগুণৈঃ সত্বাদি বৃত্তিভির্জ্জল সেকৈরিব প্রবৃদ্ধা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লব স্থানীয়া যাসাং তাঃ কিঞ্চ তস্য মূলে সর্ব্বলোকৈরলক্ষিতো মহানিধিঃ কশ্চিদস্তীত্যনুমীয়তে যমেব মূল জটাভি রবলম্ব্য স্থিতস্য তস্যাশ্বত্থ বৃক্ষস্যাপি বটবৃক্ষস্যেব শাখাস্বপি বহোজটাঃ সন্তীত্যাহ। অধশ্চেতি ব্রহ্মলোক মূলস্যাপি তস্য অধশ্চ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং বিস্তৃতানি ভবন্তি। কর্ম্মফলানাং ভুক্তস্তো ভোগান্তে পুনর্মনুষ্য জন্মন্যেব কর্ম্মসু প্রবৃত্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চেহ মনুষ্যলোকেঽস্যরূপং স্বরূপং তথা সনিশ্চয়ং নোপলভ্যতে সত্যোঽয়ং মিথ্যায়ং নিত্যোঽয়ং ইতি বাদিমত বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ। নচান্তোঽবসানং অপর্য্যন্তত্বাৎ নচাদি

উর্দ্ধমূল। ইহার শাখা সকল অধোভাগে বিস্তৃত। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী সর্ব্বোর্দ্ধ তত্বস্বরূপ আমা হইতে জীবের কর্ম্মফল প্রাপক রূপ স্থাপিত। এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব যিনি অবগত হন তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

এই বৃক্ষের শাখা সকল কতকগুলি তমগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী হইয়াছে। কতকগুলি রজগুণকে আশ্রয় করিয়া সমান ভাবে আছে। কতকগুলি সত্বগুণকে অবলম্বন করত উর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে। সকল গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয় সমূহই ঐ শাখাগণের পল্লব। বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থ-বৃক্ষের জটা সকল অধোভাগে কর্ম্ম-ফলানুসন্ধান পূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

এই বৃক্ষের-স্বরূপ মনুষ্য লোকে অবগত হওয়া কঠিন, যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। বাস্তব বিনশ্বর এই বটমূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল-
মসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥
নির্ম্মানমোহা জিত সঙ্গদোষা
অধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখসজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্য মূঢ়াঃ পদ মব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

রূপাদিত্বাৎ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ কিমাধাবঃ কোঽয়মিত্যপিনোপলভ্যতে অজ্ঞানাভাবা-দিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

যথা তথায়ং ভবতু জীব মাত্র দুঃখৈক নিদানস্তাস্তচ্ছেদকং শস্ত্রং অসঙ্গং জ্ঞাত্বা তেনৈনং ছিত্বা এব অস্তমূলতলস্থো মহানিধিবন্বেষ্টব্য ইত্যাহ অশ্বত্থমিতি। অসঙ্গোঽত্র অন্যাসক্তিঃ সর্ব্বত্রবৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেণ ছিত্বা স্বতঃ পৃথক কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যং মন্বেষ্টব্যং কীদৃশং তদত আহ। যস্মিন্ গতাঃ যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তোভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে নচাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণ প্রকারমাহ যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজামীতি ভক্ত্যা অন্বেষ্টব্য মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তদুক্তৌ সত্যাং জনাঃ কীদৃশাভূত্বা তৎ পদং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ নির্ম্মানেতি অধ্যাত্ম নিত্যাঃ অধ্যাত্ম বিচারো নিত্যোনিত্য কর্ত্তব্যোযেষাং তেপরমাত্মালোচন তৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

সেই সত্য তত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদ্য-পুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আদ্য-পুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অভিমান ও মোহ শূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্যানিত্য বিচার পরায়ণ,

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

তৎপদমেব কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ। ন তদিতি ঔষ্ণ্য শৈত্যাদি দুঃখরহিতং তৎ স্বপ্রকাশমিতি ভাবঃ তন্মম পরমং ধাম সর্ব্বোৎকৃষ্টং অজড়ং অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্ব্বপ্রকাশকং। বক্ষ্যতি্ং হরিবংশে। "তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম-সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।" ইতি। ন তত্র সূর্য্যো ন চ চন্দ্র তারকে নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তকাম, সুখ দুঃখ প্রভৃতিদ্বন্দ সমূহ হইতে মুক্ত পুরুষ সকল সেই অব্যয় পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর তাহার আনন্দলাভে নিবৃত্তি হয় না। মূল তত্ত্ব এই যে জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি। সংসার দশায় জীব দেহাত্মাভিমান বশতঃ জড় সঙ্গ লিপ্সু। মুক্ত অবস্থায় শুদ্ধ জীব আমার পবিত্র ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড় সম্বন্ধীয় বস্তুতে আসক্তিকে সঙ্গ বলা যায়। জড় মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড় সঙ্গ ত্যাগে সক্ষম তাঁহার স্বভাব নির্গুণ। তিনিই কেবল নির্গুণ ভক্তিলাভ করেন। সৎসঙ্গকেও অসঙ্গ বলি; অতএব সংসারী জীব জড়াসক্তি ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত সঙ্গ আশ্রয় দ্বারা সাংসারকে সমূলে ছেদন করিবে। কেবল সন্ন্যাস লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসার নাশ হয় না। ইতর তৃষ্ণা ত্যাগ পূর্ব্বক পরম রসরূপ মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার নাশরূপ মুক্তিই জীবের অবান্তর ফল স্বরূপ উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে সমস্ত জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবক স্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকল প্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুসঙ্গিক ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্য স্বৎপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ মমৈবাংশ ইতি। যদুক্তং বারাহে। "স্বাংশশ্চাথবিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তুজীবঃ স্যাদিতি। সনাতনো নিত্যঃ সচ বদ্ধদশায়াং মন এব ষষ্ঠ যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতা বুপাধৌস্থিতানি কর্ষতি। মমৈবৈতানীতি স্বীয় ত্বাভিমানেন্ন গৃহীতাংপাদ গলশৃঙ্খলামিব কর্ষতি ॥ ৭ ॥

তান্যাকৃষ্য কিংকরোতীত্যপেক্ষায়ামাহ। শরীরমিতি যৎ স্থূল শরীরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যচ্চ যস্মাচ্চ শরীরাদুৎ ক্রামতি নিষ্ক্রামতি ঈশ্বরঃ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বামি জীবঃ তস্মাত্তত্র এতানী-ন্দ্রিয়াণি ভূত সূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্যথা আশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ স্রক্‌চন্দনাদেঃ সকাশাৎ সূক্ষ্মাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্রযাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যদি বল জীবের এবম্ভূত দুই প্রকার দশা কিরূপে হয় তবে শুন। আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান। আমার অংশ দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ক্রমে আমি রাম নৃসিংহাদি রূপে লীলা করি। বিভিন্নাংশ ক্রমে আমার নিত্য কিঙ্কর রূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে আমার অহং তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে থাকে। বিভিন্নাংশ প্রকাশে আমার পারমেশ্বরী অহং তত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটী স্বসিদ্ধ অহংত্ব উদয় হয়। সেই বিভি-ন্নাংশ-গত-তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের দুইটী দশা। মুক্ত দশা ও বন্ধন দশা। উভয় দশায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্য। বদ্ধ দশায় জীব স্বীয় উপাধি রূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এইরূপ ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

মরণান্তেই যে বদ্ধ দশা শেষ হয় এরূপ নয়। এই স্থূল শরীর জীব কর্ম্মানুসারে লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমন কালে সেই শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম্মবাসনা লইয়া গিয়া থাকেন। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় রূপ পুষ্প চন্দন হইতে গন্ধ লইয়া

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

অত্র গত্বা কিংকরোতীত্যত আহ। শ্রোত্রমিতি শ্রোত্রাদীনিন্দ্রিয়াণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপভুঙ্ক্তে ॥ ৯ ॥

নন্বু যস্মাৎ দেহান্নিষ্ক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তত্রস্থিত্বা বা যথাভোগান ভুঙ্ক্তে ইত্যেবং বিশেষং নোপলভামহে তত্রাহ। উৎক্রামন্তং দেহান্নিষ্ক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্ত্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঞ্চ গুণান্বিত মিন্দ্রিয়াদি সহিতং বিমূঢ়া অবিবেকিনঃ জ্ঞান চক্ষুষো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

তেচ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবেত্যাহ যতন্ত ইতি অকৃতাত্মানোঽশুদ্ধ চিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থূল শরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ভূত সূক্ষ্ম সহকারে ইন্দ্রিয় সকল লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

অন্য স্থূল শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মনই বিষয় সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

এইরূপ জীবের উৎক্রমণ, স্থিতি ও গুণ সম্ভোগ মূঢ়লোকেরা বিবেক সহকারে বিচার করিয়া দেখে না। যাঁহারা শুদ্ধ জ্ঞান নিষ্ঠ তাঁহারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে জীবের বদ্ধ দশাটী জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশ কর ॥ ১০ ॥

যতমান যোগী সকল বদ্ধ জীবের এইরূপ গতি আত্ম তত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন। অশুদ্ধ চিত্ত যতি সকলও চিত্তত্ত্বের আলোচনা অভাবে জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং॥ ১২॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩॥
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥ ১৪॥

তদেবং জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং যং যং প্রাপ্যনস্ত তত্র অহমেব সূর্য্য চন্দ্রাদ্যাত্মকঃ সন্নুপ-করোমীত্যাহ। যদিতি ত্রিভিঃ আদিত্যস্থিতং তেজ এবোদয় পর্ব্বতে প্রাতরুদিত্য জীবস্য দৃষ্টা-দৃষ্ট ভোগ সাধনকর্ম্ম প্রবর্ত্তনার্থং জগদ্ভাসয়তে এবঞ্চ যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌচ তত্তদখিলং মামকমেব সূর্য্যাদি সংজ্ঞোঽহমেব ভবামীত্যর্থঃ। মত্তেজসএবং তত্তদ্বিভূতি রিতি ভাবঃ॥ ১২॥

গাং পৃথ্বীং ওজসা স্ব শক্ত্যা আবিশ্য অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি তথাহমেবামৃতরসময়ঃ সোমোভূত্বাব্রীহ্যাদোষধীঃ সংবর্দ্ধয়ামি॥ ১৩॥

বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ চতুর্ব্বিধং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং। ভক্ষ্যং দন্তচ্ছেদ্যং ভ্রষ্টচণকাদি। ভোজ্যং ওদনাদি। লেহ্যং গুড়াদি। চোষ্যং ইক্ষুদণ্ডাদি॥ ১৪॥

যদি বল সংসার স্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সক্ষম হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে, তবে শুন। জড় জগতেও আমার চিৎ সত্তা দেদীপ্যমান। তাহাকে অবলম্বন করিলে শুদ্ধ চিৎ প্রাপ্তি ও জড়ের নাশ ক্রমশঃই সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ। অপরের নয়॥ ১২॥

পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ আমি স্বীয় শক্তি দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ করিতেছি। রসময় চন্দ্ররূপে আমি ব্রীহ্যাদি ঔষধী সংবর্দ্ধন করিতেছি॥১৩॥

আমি প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ু সংযোগে ভোক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য এইরূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি। অতএব আমিই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যানুসারে ব্রহ্ম॥ ১৪॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান মপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্ত কৃদ্বেদ বিদেব চাহং॥ ১৫ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

যথৈব জঠরে জঠরাগ্নিরহং তথৈব সর্ব্বস্য চরাচরস্য হৃদি সংনিবিষ্টো বুদ্ধি তত্ত্বরূপোঽহমেব যতঃ মত্তোবুদ্ধি তত্ত্বাদেব পূর্ব্বানুভূতার্থ বিষয়ানুস্মৃতির্ভাবতি তথা বিষয়েন্দ্রিয় যোগজং জ্ঞানঞ্চ অপোহনং স্মৃতি জ্ঞানয়োরপগমশ্চ ভবতীতি। জীবস্য বন্ধাবস্থায়াং স্বস্তোপকারত্ব মুক্ত্বা মোক্ষাবস্থায়াং যৎপ্রাপ্যং তত্রাপ্যুপকারকত্বমাহ বেদৈরিতি বেদব্যাস দ্বারা বেদান্তকৃদহমেব যতো বেদ বিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোঽহমেব মত্তোঽন্যোবেদার্থং নজানাতীত্যর্থঃ॥ ১৫॥
যস্মাদহমেব বেদবিৎ তস্মাৎ সর্ব্ববেদার্থ নিষ্কর্ষং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি শৃণু ইত্যাহ। দ্বাবিমাবিতি ত্রিভিঃ। লোকে চতুর্দ্দশভুবনাত্মকে জড় প্রপঞ্চেইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ চেতনৌস্তঃ কৌ তাবত আহ। ক্ষরঃ স্বস্বরূপাৎক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতিক্ষবোজীবঃ স্ব স্বরূপান্নক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীতি শ্রুতেঃ। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষর

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বর রূপে অবস্থিত। আমা হইতেই জীবের কর্ম্ম ফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ওস্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপীব্রহ্ম মাত্র নই। কিন্তু জীব হৃদয়স্থিত কর্ম্ম ফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মা রূপেই জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গল বিধাতা স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা। আমি সর্ব্ব বেদ বেদ্য ভগবান। সমস্ত বেদান্ত কর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধন জন্য প্রকৃতি-গত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পরমার্থ দাতা ভগবান, এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমি বদ্ধ জীবের উদ্ধার কর্ত্তা। ॥১৫॥

যদিবল যে প্রকৃতি এক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ কত গুলি তহা বুঝিতে পারিনা, তবে শুন। বস্তুতঃ লোকে দুইটী বই পুরুষ নাই।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণিভূতানি কূটস্থোঽক্ষরউচ্যতে ॥ ১৬ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মে ত্যুদাহৃতঃ।
যো লোক ত্রয়মাবিশ্যবিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দো ব্রহ্মবাচক এবদৃষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরয়োরর্থং পুন র্বিশদয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি একোজীব এব অনাদ্য বিদ্যয়া স্বরূপ বিচ্যুতঃ সন্ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্ট্যাত্মকো ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি ভূতানি ভবতীত্যর্থঃ। জাত্যাবাএকবচনং। দ্বিতীয় পুরুষোঽক্ষরস্তুকূটস্থ একৈনৈব. স্বরূপেনাবিচ্যুতিমতা সর্ব্ব কালব্যাপী। একরূপতয়াতু যঃ কালব্যাপী সকূটস্থ ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রহ্মোক্ত্বা যোগিভিরুপাস্যং.পরমাত্মান মাহ উত্তম ইতি তু শব্দঃ পূর্ব্ববৈশিষ্ট্যদ্যোতকঃ। জ্ঞানিভ্যশ্চাধিক্যৌ যোগীত্যুপাসক বৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ঠ্যং চ লভ্যতে। পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি য ঈশ্বরঃ ঈশণশীলঃ অব্যয়ো নির্ব্বিকার এবসন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

তাহাদের নাম ক্ষর ও অক্ষর। বিভিন্নাংশ গত চৈতন্য রূপ জীবই ক্ষর পুরুষ। স্বস্বরূপ হইতে ক্ষরণ শীল তটস্থ স্বভাব বশতঃ জীবকে ক্ষর পুরুষ বলা যায়। স্বস্বরূপ হইতে যাঁহার কখন ক্ষরণ হয় না এরূপ স্বাংশ তত্ত্বই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষের অন্য নাম কূটস্থ পুরুষ। সেইকূটস্থ অক্ষর পুরুষের তিনপ্রকার প্রকাশ। জগৎ সৃষ্টি হইলে তাহাতে সর্ব্বব্যাপীত্ব সত্ত্বা স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হন, তিনি ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ। স্বতন্ত্র তত্ত্ব নন। জগতে চিৎ স্বরূপ জীব সকলকে আশ্রয় দিয়া যে প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক হয়, তাহাই পরমাত্মা। তিনিও জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ। স্বতন্ত্র নন ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মা রূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ সামান্যতঃ অক্ষর পুরুষ রূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম। তিনিই ঈশ্বর এবং লোক ত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্ত্তা স্বরূপ বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ।
অতোঽস্মিলোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মান মুক্ত্বা ভক্তৈরুপাস্যং ভগবন্তং বদন্ ভগবত্ত্বেঽপি স্বস্যকৃষ্ণস্বরূপস্য পুরুষোত্তম ইতি নামব্যাচক্ষাণঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাহ। যস্মাদিতি ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মতু উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ। "যোগিনামপিসর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতেযোমাং সমেযুক্ত তমোমতঃ।" ইতি উপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্য বৈশিষ্ট্যলাভাৎ চকারাদ্ভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি। "এতেচাংশকালাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইতি স্মৃতোক্তে রহমুত্তমঃ। অত্র যদাপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপং বস্তু ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ শব্দৈরুচ্যতে নতু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ। তদপিতত্তদুপাসকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চভেদ দর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্তৎ প্রাপ্তি সাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োর্বস্তুতো মোক্ষ এব ভক্তেস্তু প্রেমবৎ পার্ষদত্বঞ্চ তত্র ভক্ত্যাবিনা জ্ঞান যোগাভ্যাং "নৈষ্কর্ম্ম মপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং ন শোভত" ইতি "পুরেহ ভূমন্ বহবোপি যোগিনঃ" ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি। ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ্য ফল সিদ্ধ্যর্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্ত্তব্যৈব ভগবদুপাসকৈস্তুস্বসাধ্য ফল সিদ্ধ্যর্থং ন ব্রহ্মোপাসনানাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে। "ন জ্ঞানং নচবৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি।" "যৎকর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ" ইত্যাদি "সর্ব্বং মদ্ভক্তি যোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদপিবাঞ্ছতি" ইতি। "যাবৈসাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়াবিনা তদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ।" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। অতএব ভগবদুপাসনায়া স্বর্গাপবর্গ প্রেমাদীনি সর্ব্ব ফলান্যেব লব্ধুং শক্যন্তে। ব্রহ্ম পরাত্মোপাসনয়াতু নপ্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্ম পরমাত্মাভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ খলু অভেদেঽপ্যুচ্যতে যথা তেজস্ত্বেনাভেদেঽপি জ্যোতি দীপাগ্নিপুঞ্জেষু মধ্যে শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়াদ্ধেতোরগ্নিপুঞ্জ এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ যথা অগ্নিপুঞ্জা দপি সূর্য্যস্য। যেন ব্রহ্মোপাসনা পরিপাকতোলভ্যো নির্ব্বাণ মোক্ষঃ স্বদ্বেষ্টৃভ্যোঽপ্যঘবক জরসন্ধাদিভ্যো মাহাপাপিভ্যোদত্তঃ ইতি। অতএব ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিত্যত্র যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামি চরণৈঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী পাদৈরপি। "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং-

---

তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম ভগবান। আমি সেই ভগবত্তত্ত্ব। আমি ক্ষর পুরুষ জীব হইতে অতীত। অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্তি

যো মামেব মসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমং।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।।

হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াং।" বিহস্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভ কৃতিনঃ।" ইতি। "বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরা দরুণ বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদর বিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপিতত্ত্ব মহং নজানে" ইতি। "প্রমাণতোঽপিনির্ণীতং কৃষ্ণ মাহাত্ম্য মদ্ভুতং। নশক্নু বন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ।" ইত্যুক্তবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ। দ্বৌইমৌ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়াম স্যাং অভাসূয়া নাবিষ্কর্ত্তব্যা নমোঽস্তু কেবল বিজ্ঞাঃ॥ ১৮ ॥

নম্বেতস্মিংস্ত্বয়া ব্যবস্থাপিতেঽপার্থে বাদিনো বিদন্ত এব তত্র বিবদন্তাং তে মন্মায়ামোহিতাঃ সাধুস্তু ন মুহ্যতীত্যাহ যো মামিতি। অসং মূঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্ত সংমোহঃ। সএবু সর্ব্ববিৎ অনধীতঃ শাস্ত্রোঽপি সত্রব সর্ব্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ.। তদন্যঃ কিলাধীতাধ্যাপিত সর্ব্ব শাস্ত্রোঽপি সংমূঢ়ঃ সমাঙ্ মুর্খ এবেতি ভাবঃ তথা য এবং জানাতি সএব মাং সর্ব্বতোভাবেন ভজতি তদন্যোভজন্নপি নমাং ভজতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

করে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ। অক্ষর পুরুষের তিনটী প্রকাশ। সামান্য প্রকাশ ব্রহ্ম, উত্তম প্রকাশ পরমাত্মা ও সর্ব্বোত্তম প্রকাশ ভগবান ॥ ১৮ ॥

যিনি নানা মতবাদ দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজনা করিতে সক্ষম ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ! এইপুরুষোত্তম যোগটী সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র। ইহা অবগত হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃত কৃত্য হয়। হে ভারত! এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয় গত ও বিষয় গত, সমস্ত কষায় দূর হয়। ভক্তি একটী বৃত্তি বিশেষ। তাহার সুন্দর ক্রিয়া সম্পাদনার্থে তাহার আশ্রয় যে জীব তাহার স্বীয় শুদ্ধতা ও বিষয় যে ভগবান তাঁহার পূর্ণ আবির্ভাব এই দুইটী নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বুদ্ধি বা পরমাত্মা বুদ্ধি থাকে

এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্বুব্রহ্ম বিদ্যায়াং-যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে পুরুষোত্তম যোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি বিংশত্যাশ্লোকৈরেভিরিতি রহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং ময়োক্তং ॥ ২০ ॥

জড়চৈতন্য বর্গানাং বিবৃতং কুর্ব্বতাকৃতং।
কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
গীতাস্বয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং।

সে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভক্তি ক্রিয়া লাভ করেনা। পুরুষোত্তম বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধ ভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য এবং চৈতন্য
তত্ত্বেরপ্রকাশ-ভেদ-বিচার এই
অধ্যায়ে লক্ষিত হয়।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবং॥ ১॥
অহিংসাসত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়াভূতেম্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥ ২॥

ষোড়শে সম্পদং দৈবী মাসুরীমপাবর্ণয়ৎ।
সর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈব মাসুরং প্রভুরক্ষয়াৎ।

অনন্তরাধ্যায়ে ঊর্দ্ধ মূল মধঃ শাখ মিত্যাদিনা বর্ণিতস্য সংসারাশ্বত্থ বৃক্ষস্য ফলানি ন বর্ণিতানি ইত্যনুস্মৃত্যাস্মিন্নধ্যায়েতস্য দ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানিচ ফলানি বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং মোচকান্যাহ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। ত্যক্ত পুত্র কলত্রাদিক একাকী নির্জ্জনেবনে কথং জীবিষ্যামিতি ভয়রাহিত্যমভয়ং। সত্ত্ব সংশুদ্ধিঃ চিত্ত প্রসাদঃ। জ্ঞান যোগ জ্ঞানোপায়ে অমানিত্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠাদানং স্বভোজ্যস্যান্নাদেঃ যথোচিত সংবিভাগঃ। দমোবাহ্যেন্দ্রিয় সংযমঃ। যজ্ঞো দেব পূজা। স্বাধ্যায় বেদপাঠঃ। আদীনি স্পষ্টানি॥ ১॥

ত্যাগঃ পুত্রকলত্রাদিষু মমতাত্যাগঃ অলোলুপত্বংলোভাভাবঃ॥ ২॥

এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে সর্ব্ব শাস্ত্রেই সাত্বিক ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের দুইটী ফল আছে। একটী ফল জীবের গাঢ় বন্ধ-সাধক এবং একটী ফল সংসার মুক্তি জনক। জীব শুদ্ধ সত্ত্ব ময়। বদ্ধ দশায় তাহার শুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মটী গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্ব সংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। সত্ত্ব সংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্র সকল জ্ঞান যোগের ব্যবস্থা করিয়াছে। সত্ত্ব সংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই দৈবী সম্পদ। যে সকল কার্য্য দ্বারা

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তিসম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত! ॥ ৩ ॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ! সম্পদ মাসুরীং ॥ ৪ ॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরীমতা।
মা শুচঃ সম্পদংদৈবী মভিজাতোঽসিপাণ্ডব! ॥ ৫ ॥

এতানিষড়্‌বিংশতি রভয়াদীনিদৈবীং সাত্বিকীং সম্পদ মভিলক্ষ্য জাতস্য সাত্বিকাঃ সম্পদঃ প্রাপ্তি ব্যঞ্জকেক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসোভবন্তি ॥ ৩ ॥

বন্ধকানি ফলানাহ। দম্ভঃ স্বস্যাধার্ম্মিকত্বেপি ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপনং। দর্পো ধনবিদ্যাদি হেতুকোগর্ব্বঃ। অভিমানোঽন্যকৃত সংমাননাকাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিষ্বাসক্তির্বা। ক্রোধ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান মবিবেকঃ। আসুরীমিত্যুপলক্ষণং রাক্ষসী মপি সম্পদ মভিজাতস্য রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তি সূচকক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসঃ এতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়তি দৈবীতি। হন্ত হন্ত শর প্রহারৈর্ব্বন্ধূন্ জিঘাংসোঃ পারুষ্য ক্রোধাদি মতো মমৈবেয় মাসুরী সম্পৎ সংসার বন্ধ প্রাপিকাদৃশ্যতে ইতিখিদ্যন্ত মর্জ্জুনং আশ্বাসয়তি মাশুচ ইতি পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পারুষ্য ক্রোধাদ্যাঃ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিতা এব তদন্যত্রৈব এব তে হিংসাদ্যা আসুরী সম্পদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

জীবের সত্ব সংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয় সেই সকলই আসুরী সম্পদ। দান, দম, যজ্ঞ, তপ, আর্জ্জব, বেদ পাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পর নিন্দাবর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা এই শোলটী গুণকে দৈব সম্পদ বলা যায়। শুভক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সম্পৎলব্ধ হয় ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, অসজ্জাত ব্যক্তিগণের আসুরী সম্পৎ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ দ্বারাই মোক্ষ চেষ্টা সম্ভব এবং আসুরী সম্পদ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক জ্ঞান যোগ দ্বারা সত্ব

দ্বৌভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুরএবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ! মে শৃণু॥ ৬॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপিচাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে॥ ৭॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহু রনীশ্বরং।

তদপি বিষণ্ণ মর্জ্জুনং প্রতি আসুরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ। দ্বাবিতি বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি অভয়ং সত্ব সংশুদ্ধিরিত্যাদি॥ ৬॥

ধর্ম্মেপ্রবৃত্তিং অধর্ম্মা ন্নিবৃত্তিং॥ ৭॥

অসুরাণাং মত, মাহ অসত্যং মিথ্যাভূতং ভ্রমোপলব্ধমেব জগত্তে বদন্তি অপ্রতিষ্ঠং প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তদ্রহিতং। নহি খপুষ্পস্য কিঞ্চিদধিষ্টান মস্তীতি ভাবঃ। অনীশ্বরং মিথ্যাভূতত্বাদেব ঈশ্বর কর্ত্তৃক মেতন্ন ভবতি স্বেদজাদীনাং অকস্মাদেব জাত ত্বাৎ অপরস্পর সম্ভূতং অন্যং কিং বক্তব্যং। কামহেতুকং। কামোবাদিনামিচ্ছৈবহেতুর্য্যস্য তৎ। মিথ্যাভূতত্বাদেব যে যথাকল্পয়িতুং শক্নুবন্তি তথৈবৈতদিতি। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষ্যতে অসত্যং

সংশুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয় বর্ণ লব্ধ তোমার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়াছে। ধর্ম্ম যুদ্ধে বন্ধু নাশ ও শরাঘাতাদি কার্য্য যথা শাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী সম্পদ মধ্যে পরিগণিত নয়, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর॥ ৫॥

হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈব সম্পদ সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষ রূপে বলিয়াছি। এক্ষণে আসুর সম্পদ বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৬॥

আসুর স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ ধর্ম্ম ভেদ জানেনা। শৌচ, আচার ও সত্য তাঁহাদের নিকট আদৃত হয় না॥ ৭॥

আসুর স্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে কার্য্য কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ শূন্য কার্য্য সত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়ো-

অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং ॥ ৮ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্র কর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদগ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা মুপাশ্রিতাঃ।

নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্রতৎতদ্রুক্তং। "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্রতৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপি ভ্রমোপলব্ধাবিতি ভাবঃ। অনীশ্বরং ঈশ্বরোঽপি ভ্রমেণৈবোপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। নমু স্ত্রী পুংসয়োঃ পরস্পর প্রযত্ন বিশেষাৎ জগদিদং উৎপন্নং দৃশ্যতে তত্রনৈতদপীত্যাহ পরস্পর সম্ভূত মিতি মাতা পিতৃভ্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ভ্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনেজ্ঞানমিব মাতা পিত্রোস্তাদৃশ বালোৎপাদনে কিলনাস্তিজ্ঞানমিতি ভাবঃ। কিমন্যাং অন্যৎ কিং বক্তব্য মিতিভাবঃ। তস্মাদিদং জগৎকামহেতুকং কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকাঃ হেতুকল্পকা যএতৎ যুক্তিবলেনযেয়ং হেতুং পরমাণু মায়েশ্বরাদিকং জল্পয়িতুং প্রভবন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এবং বাদিনোঽসুরাঃ কেচিন্নষ্টাত্মানঃ কেচিদল্পজ্ঞানাঃ কেচিদুগ্রকর্ম্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচারাঃ মহানারকিনো ভবন্তীত্যাহ এতামিত্যেকাদশভিঃ। অবষ্টভ্য আলম্ব্য ॥ ৯ ॥

অসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি। অশুচীনি শৌচাচারবর্জ্জিতানি ব্রতানি যেষাংতে ॥ ১০ ॥

জনতা নাই! যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন তিনি কাম পরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের উপাসনার যোগ্য নন ॥ ৮ ॥

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব হীন, অল্প বুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎ ক্ষয় কার্য্যে প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদ যুক্ত সেই পুরুষ গণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহ বশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরম প্রধান কার্য্য জানিয়া শত শত আশা পাশে আবদ্ধ

কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশ শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধ মিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনং ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহংবলবান্ সুখী ॥১৪॥
আঢ্যো ঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥১৫॥
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহ জাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়ান্তাং প্রলয়োমরণং তৎ পর্য্যন্তাং। এতাবদিতি ইন্দ্রিয়াণি বিষয় সুখে মজ্জন্ত নাম কা চিন্তা ইত্যেতাবৎ এব শাস্ত্রার্থতাৎপর্য্যঞ্চমিতি নিশ্চিতং যেষাং তে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায় রূপে কাম ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তাহারা মনে করে যে অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও আমার পুনরায় এই ধনলাভ হইবে ॥ ১৩ ॥

এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

আমি আঢ্য আর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে। আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান ও আনন্দ ভোগ করিব। অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া এই রূপ তাহারা বলে ॥ ১৫ ॥

অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মোহ জাল দ্বারা আবৃত হইয়া কাম ভোগে প্রসক্ত চিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

আত্ম সম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনি মাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।

আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাংনীতাঃ নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ। নাম মাত্রেণৈব যে যজ্ঞা স্তে নাম যজ্ঞা স্তৈঃ ॥ ১৭ ॥

মাং পরমাত্মানং অমানয়ন্ত এব প্রদ্বিষন্তঃ। যদ্বা আত্মপরাঃ পরমাত্ম পরায়ণাঃ সাধবস্তেষাং দেহেষু স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহ দ্বেষাদেব মদ্বেষ ইতি ভাবঃ। অভ্যসূয়কাঃ সাধুনাং গুণেষুদোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মামপ্রাপ্যৈব ইতি নতু মাং প্রাপ্নোতি বৈবস্বত মন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগদ্বাপরান্তে অব-তীর্ণং মাংকৃষ্ণংকংসাদিরূপাস্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোঽপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবন্তীতি। ভক্তিজ্ঞান পরি-পাকতো লভ্যামপিমুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোঽপ্যহং অপার কৃপাসিন্ধুর্দ্দদামি নেতি ভুক্ত মরুন্মনো-ঽক্ষদৃঢ়যোগ যুজো হৃদি যন্মুনয়উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিতি শ্রুতয়োপ্যাহুঃ অতঃ

সেই স্বয়ং সম্মান লব্ধ, অনম্র ও ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নাম মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে॥ ১৭ ॥

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত। স্বীয় দেহ এবং পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে। এবং সাধু দিগের গুণেতে দোষারোপ করে॥ ১৮ ॥

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধম দিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব জনিত ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশই বৃদ্ধি হয়॥ ১৯ ॥

আসুরী যোনী প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিং॥ ২০॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১॥
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈ স্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।

পূর্ব্বোক্তো মমৈব সর্ব্বোৎকর্ষোবরীবর্ত্তীতি ভাগবতামৃত কারিকা যথা। "মাংকৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মমদ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ২০ ॥

তদেব মাসুরীঃ সম্পত্তী র্বিস্তার্য্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধুক্তং। মাশুচঃ সম্পদং দৈবী মভি জাতোহসি ভারত ইতি কিংবাসুরানামেতত্রিকমেব স্বাভাবিক মিত্যাহ ত্রিবিধমিতি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে॥ ২০ ॥

আত্মনাশী নরক দ্বার তিন প্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোক সকল ঐ তিনটী পরিত্যাগ করিবে॥ ২১ ॥

এই তিন প্রকার তম দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয় আচরণ করিবে। তাহা হইলে পরাগতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে সত্ব সংশুদ্ধির উপায় স্বরূপ বৈধ জীবন অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে পরা গতি যে কৃষ্ণ ভক্তি তাহা লব্ধ হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার মূল তত্ব এই যে বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সুষ্ঠু থাকিলে জীবের সত্ব সংশুদ্ধি রূপ অভয় পদ লাভ হয়। তাহাই ভক্তি দেবীর দাসী স্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

শাস্ত্র বিধি এই প্রকার। ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। মূল তত্ব এই যে মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয় তবে সে নরাধম। আর ঐন্দ্রিয় জ্ঞানও নীতি সম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগ যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

আস্তিক্যবত এব শ্রেয় ইত্যাহ য ইতি কামকারতঃ কামচারতঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আস্তিকা এববিন্দন্তি সদ্গতিং সন্ত এবতে ।
নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।
গীতাসুষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধ জ্ঞান সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে সেও পরাগতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয় ॥ ২৩ ॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই এক মাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥

আস্তিক্য দ্বারা সদগতি ও নাস্তিক
সকলের নরক হয়, ইহাই এই
অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—*—

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসীচৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

অথ সপ্তদশেবস্তু সাত্ত্বিকং রাজসং তথা।
তামসঞ্চ বিবিচ্যোক্তং পার্থ প্রশ্নোত্তরং যথা॥

নন্বাসুর সর্গমুক্ত্বা তদুপসংহারে। "যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাংগতিং।" ইতি ত্বয়োক্তং তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ যে ইতি যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য কামচারতোবর্ত্তন্তে কিন্তু কামভোগ রহিতা এব শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তপোযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ জপ যজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বন মিত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্ত্বং অহোস্বিৎ রজঃ অথবা তমঃ তৎক্রহীত্যর্থঃ॥ ১॥

ভো অর্জ্জুন প্রথমং শাস্ত্র বিধিমমুৎসৃজ্য যজতাং নিষ্ঠাং শৃণু পশ্চাৎ শাস্ত্র বিধিত্যাগিনাং নিষ্ঠাং তে বক্ষ্যামীত্যাহ ত্রিবিধেতি। স্বভাবঃ প্রাচীন সংস্কার বিশেষঃ তস্মাৎ জাতা শ্রদ্ধা সাচ ত্রিবিধা॥ ২॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! আমার একটী সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (৪—৩৯) যে শ্রদ্ধাবান্ লোকই জ্ঞান লাভ করেন। পুনরায় বলিলেন যে শাস্ত্র বিধিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কাম সহকারে প্রবৃত্ত হন তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র বিপরীত হয় তবে কি হয়? সেই রূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্ব সংশুদ্ধি তাহা লাভ করিবে কি না? অতএব অমাকে স্পষ্ট বলুন, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্ত্বিক কি রাজসিক কি তামসিক বলা যাইবে? ॥ ১॥

ভগবান কহিলেন, দেহী দিগের স্বভাব জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী॥ ২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসাজনাঃ॥ ৪॥

সত্ত্ব অন্তঃকরণং ত্রিবিধং সাত্ত্বিকং রাজসং তামসঞ্চ তদনুরূপা। সাত্ত্বিকান্তঃকরণানাং সাত্ত্বিক্যেব শ্রদ্ধা রাজসান্তঃকরণানাং রাজস্যেব তামসান্তঃকরণানাং তামস্যেব ইত্যর্থঃ যচ্ছ্রদ্ধ যস্মিন যজনীয়েদেবে অসুরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যোভবতি স সএব ভবতি তত্তৎশব্দে নৈব ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি সাত্ত্বিকান্তঃকরণাঃ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিক শাস্ত্রবিধিনা সাত্ত্বিকান দেবানেব যজন্তে দেবেষ্বেব শ্রদ্ধাবত্ত্বাৎ দেবা এবোচ্যন্তে। এবং রাজসাঃ রাজসান্তঃকরণাঃ ইত্যাদি বিবরীতব্যং॥ ৪॥

হে ভারত! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষের যে প্রকার সত্ত্ব তাহার সেই রূপ শ্রদ্ধা। যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎ স্বরূপ। মূল তত্ত্ব এই যে, জীব স্বভাবতঃ মদংশ; অতএব নির্গুণ। আমার সম্বন্ধ বিস্মৃতি প্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে। বদ্ধদশা প্রবেশ অবধি প্রাচীন সংস্কার, বশতঃ তাহার একটী সগুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই স্বভাব হইতে তাহার অন্তঃকরণের গঠন। সেই অন্তঃকরণকেই সত্ত্ববলি। সত্ত্ব সংশুদ্ধিই অভয় পদ। সংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা নির্গুণ ভক্তি বীজ। অসংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ। শ্রদ্ধা যত দিন নির্গুণ বা নির্গুণ উদ্দেশিনী না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারই নাম কাম। কামাত্মিকা সগুণ শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর॥ ৩॥

সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতা দিগকে; রাজসিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ যক্ষ রাক্ষস গণকে এবং তামস শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ ভূত প্রেত দিগকে যজন করে॥ ৪॥

অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কাম রাগ বলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদ মিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

যত্ত্বয়া পৃষ্টং যে শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধয়া যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠেতি তস্যোত্তর মধুনা শৃণ্বিত্যাহ অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাং ঘোরং প্রাণিভয়করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তীত্যুপ-লক্ষণং ইদং জপযাগাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্ব্বন্তি। কামাচরণরাহিত্যং শ্রদ্ধান্বিতত্বঞ্চ স্বতএব লভ্যতে। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি। দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং বিনাশাস্ত্র বিধ্যুল্লঙ্ঘনানুপপত্তেঃ। কামঃ স্বস্যাজরামরত্ব রাজ্যাদ্যভিলাষঃ। রাগস্তপস্যা সক্তিঃ। বলং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতীনামিব তপঃ করণ সামর্থ্যং তৈরন্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

শরীরস্থমারম্ভকত্বেন দেহস্থিতং। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্ষয়ন্তঃ কৃশী কুর্ব্বন্তঃ মাঞ্চ মদংশভূতং জীবঞ্চ দুঃখয়ন্তঃ। আসুর নিশ্চয়ান অসুরাণামেব নিষ্ঠায়াং স্থিতা নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদেবং যে শাস্ত্র বিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বর্ত্তন্তে পূর্ব্বাধ্যায়োক্তাঃ। যে চাস্মিন্নধ্যায়ে আসুর শাস্ত্র বিধিনা যক্ষ রক্ষ প্রেতাদীন্ যজন্তে যে চ অশাস্ত্রীয়ং তপ আদিকং কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে আসুর সর্গ মধ্যগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ। তথাপ্যাহারাদীনাং বক্ষ্যমাণানাং ত্রৈবিধ্যাৎ তদ্বতাং যথাযোগং দৈব মানুষঞ্চ সর্গং স্বয়মেব বিবিচ্য জানীহি ইত্যাহ আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ ॥ ৭ ॥

যে সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার বিশিষ্ট লোকেরা অবলম্বন করে ॥ ৫ ॥

যাহারা শরীরস্থ ভূত সকলকে উপবসাদি রূপ কঠিন তপস্যা দ্বারা কর্ষন করে এবং সুতরাং তদন্তর্ভূত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আসুর নিষ্ঠায়অবস্থিত ॥ ৬ ॥

মানব গণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ভেদে ত্রিবিধ। তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপ ও দানও তদ্ভেদ ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ ।৮।
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরূক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টাদুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাত যামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

আয়ুরিতি সাত্ত্বিকাহারবতাং আয়ুর্বর্দ্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ। সত্ত্বমুৎসাহঃ রস্যা ইতি কেবল গুড়াদীনাং রস্যত্বেপিরূক্ষত্বং অত আহ স্নিগ্ধা ইতি। দুগ্ধফেনাদীনাং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বেঽপি অস্থৈর্য্যং অত আহ স্থিরা ইতি। পনশ ফলাদীনাং রসত্ব স্নিগ্ধত্ব স্থিরত্বেঽপি হৃদুদরাদ্যাহিতত্বং অতআহ হৃদ্যা হৃদুদর হিতা ইতি। তেন সগব্য শর্করা শালিগোধূমান্নাদুয়ঃ এব রস্যত্বাদি চতুষ্টয়গুণ বত্বাৎ সাত্ত্বিক লোক প্রিয়াজ্ঞেয়াঃ তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ গুণচতুষ্টয়বত্বেঽপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিক প্রিয়ত্বা দর্শনাৎ অত্র পবিত্রা ইত্যপি বিশেষণং দেয়ং। তামস প্রিয়েষু অমেধ্য পদ দর্শনাৎ ।। ৮ ।।

অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। অতিকটু র্নিম্বাদিঃ। অত্যম্ল লবণোষ্ণঃ প্রসিদ্ধ এব। অতি তীক্ষ্ণো মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদির্বা। অতিরূক্ষো হিঙ্গুকোদ্রবাদিঃ। বিদাহী-দাহ করঃ ভ্রষ্ট চনকাদিঃ। এতে দুঃখাদি প্রদাঃ। তত্রদুঃখং তাৎকালিকো রসনা কণ্ঠাদি সন্তাপঃ শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্মনস্যং আময়োরোগঃ ।। ৯ ।।

যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পকস্যোদনাদেস্তৎ যাতযামং শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত মিত্যর্থঃ। গত রসং ত্যক্ত স্বাভাবিক রসং নিষ্পীড়িত রসং পক্কাম্রত্বগষ্ট্যাদিকং বা পূতি দুর্গন্ধং। পর্য্যুষিতং দিনান্তর পকং। উচ্ছিষ্টং গুর্ব্বাদিভ্যোঽন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টং অমেধ্যং অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি।

সাত্ত্বিক প্রিয় আহার সকল আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বিবর্দ্ধক। তাহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্য কারী ও দেহের হিতকারী ॥ ৮ ॥

নিম্বাদি অতি কটু, অতি অম্ল, লবণ ও উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্কামরিচাদি, অতি বিদাহী ভ্রষ্ট চনক সার্শপাদি, দুঃখ. শোক ও রোগকারী আহার সকল রাজস লোকের প্রিয় ॥ ৯ ॥

এক প্রহরের অধিক কাল পক হইয়া থাকিলে যে খাদ্য দ্রব্য শৈত্য লাভ করে, নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতি গন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্ব দিনে

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥
বিধিহীন মসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥
দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

ততশ্চৈবং পর্য্যালোচ্য স্বহিতৈষিভিঃ সাত্ত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ। বৈষ্ণবৈস্তসোঽপি ভগবদনিবেদিত স্ত্যাজ্য এব ভগবন্নিবেদিত মন্নাদিকন্তু নির্গুণ ভক্তলোক প্রিয়ং ইতি শ্রীভাগবতাজ্জ্ঞেয়ং ॥ ১০ ॥

অথ যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যমাহ অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যে কথং যজ্ঞে প্রবৃত্তিরত আহ যষ্টব্যমেবেতি স্বানুষ্ঠেয়ত্বেন শাস্ত্রোক্তত্বাদবশ্যকর্ত্তব্যমেতদিতিমনঃ সমাধায় ॥১১॥১২॥

অসৃষ্টান্নং অন্নদান রহিতং ॥ ১৩ ॥

তপসস্ত্রৈবিধ্যং বদন্ প্রথমং সাত্ত্বিকস্য তপস স্ত্রৈবিধ্যমাহদেবেত্যাদি ত্রিভিঃ ॥ ১৪ ॥

পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত আছে, গুরু জন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য সকল তামস লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥

যজ্ঞের ভেদ এই যে ফলাকাঙ্ক্ষা হীন, বিধি সম্মত, কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

ফলাভি সন্ধির সহিত এবং দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধি হীন, অন্নদান রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা হীন ও শ্রদ্ধা রহিত যজ্ঞই তামস যজ্ঞ। এস্থলে তামস শ্রদ্ধাকে নিতান্ত স্বরূপ ভ্রষ্ট বলিয়া শ্রদ্ধা বলিয়া স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

তপস্যার ভেদ এই যে দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহারা শরীর সম্বন্ধীয় তপ ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনংচৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তংতপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
সৎকার মান পূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থংবা তত্তামস মুদাহৃতং ॥ ১৯ ॥

অনুদ্বেগকরং সম্বোধা ভিন্নানামপ্যনুদ্বেজকং ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ত্রিবিধং উক্তলক্ষণং কায়িক বাচিক মানসং ॥ ১৭ ॥

সৎকারঃ সাধুরয়মিত্যাদৈঃ কর্ত্তব্যা বাক্ পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিভিরন্যৈঃ কর্ত্তব্যা দৈহিকী পূজা। পূজা অনৈঃদীয়মানৈর্ধনাদিভি র্ভাবিনী যা মানসী পূজা। তদর্থং দম্ভেনচ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসং তপঃ চলং কিঞ্চিৎকালিকং। অধ্রুবং অনিয়ত সৎকারাদি ফলকং ॥ ১৮ ॥

মূঢ়াগ্রাহেণ মৌঢ্যগ্রহণেন পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থং ॥ ১৯ ॥

অনুদ্বেগ কর, সত্য, প্রিয় হিতকর বাক্য ব্যবহার ও বেদ পাঠ ইত্যাদি বাঙ্ময় তপ ॥ ১৫ ॥

চিত্ত প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন ও আত্ম নিগ্রহ ভাব সংস্কার ইত্যাদি মানস তপ ॥ ১৬ ॥

এই ত্রিবিধ তপ পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা কৃত হইলে সাত্ত্বিক তপস্যা পর্য্যানুষ্ঠিত হয় ॥ ১৭ ॥

আপনাকে সাধু বলিবে এই মানসে ও মান পূজাপ্রাপ্তির জন্য দম্ভের সহিত যে তপ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপ ॥ ১৮ ॥

মূঢ় বুদ্ধির সহিত আত্ম পীড়া দ্বারা এবং পরের বিনাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশেকালে চ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতং ॥২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দান মপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামস মুদাহৃতং ॥ ২২ ॥
ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

দাতব্য মিত্যেবং নিশ্চয়েন নতুফলাভিসন্ধিনা যদ্দানং ॥ ২০ ॥

পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতং ইতি পশ্চাত্তাপযুক্তং। যদ্বা দিৎসায়া অভাবেপি গুর্ব্বাদাজ্ঞানুরোধবশাদেব দত্তং। পরিক্লিষ্টং অকল্যাণ দ্রব্য কর্ম্মকংবা ॥ ২১ ॥

অসৎকারোঽবজ্ঞায়াঃ ফলং ॥ ২২ ॥

তদেবং তপোযজ্ঞাদীনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যতো মনুষ্য মাত্রমধিকৃত্যোক্তং তত্র যে সাত্ত্বিকেষপি মধ্যে ব্রহ্ম বাদিনঃতেষান্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশ পূর্ব্বকা এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ ওঁতৎ সদিত্যেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ নামব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈদর্শিতঃ। তত্রওমিতি সর্ব্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণোনাম। জগৎকারণত্বেনাতিপসিদ্ধেঃ অতন্নিরসনেনচ প্রসিদ্ধেস্তদিতিচ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি শ্রুতেঃ। সদিতি চ। যস্মাৎ ওঁ তৎসৎশব্দবাচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৩ ॥

দানের ভেদ এই যে যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্ত্তব্য বোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচার পূর্ব্বক যে দান করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ২০ ॥

প্রত্যুপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ সহকারে যে দান, তাহা রাজস ॥ ২১ ॥

যে স্থানে দানের প্রয়োজন নাই সেই স্থানে, যে কালে দান করিলে কাহার উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্ত্তক বেশ্যা ও অভাব শূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহা তামস। সৎপাত্রকেও অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও তামস দান হয় ॥ ২২ ॥

এক্ষণে তাৎপর্য্য বলিতেছি শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার এ সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সগুণ অবস্থায়

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণোনাম উদাহৃত্য উচ্চার্য্য বর্ত্তমানানাং ব্রহ্ম বাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥২৪॥
তদিতি উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ অনভি সন্ধায় ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মবাচকঃ সৎশব্দঃ প্রশস্তেষ্বপিবর্ত্ততে তস্মাৎ প্রশস্ত মাত্রে কর্ম্মণি প্রাকৃতেঽপ্রাকৃতেঽপি সৎশব্দঃ প্রয়োক্তব্যঃ ইত্যাশয়েনাহ সদ্ভাবে ইতি দ্বাভ্যাং। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বেসাধুভাবে ব্রহ্মবাদিত্বে প্রযুজ্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণ ও অকিঞ্চিৎকর। নির্গুণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল কর্ম্ম যখন কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্ব সংশুদ্ধি রূপ অভয় লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ আছে। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী ব্রহ্ম নির্দ্দেশক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। সেই ব্রহ্ম নির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সমুদায় বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে তাহা সগুণ, অব্রহ্ম নির্দ্দেশক এবং কাম ফল দায়ক হইবে। অতএব শাস্ত্র বিধানেই পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যে সংসয় তাহা কেবল অবিবেক জনিত ॥ ২৩ ॥

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্ম বাদী গণ অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

এই জড় বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎ বস্তুর অতীত যে তৎ বস্তু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ, তপ, দানাদি বিবিধ ক্রিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎ ফল ত্যাগ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

সৎশব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থ সংগতি হয়। তদ্রূপ তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্ম সমূহকেও সৎ শব্দে বুঝাইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞেতপসিদানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈবতদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥
তশ্রদ্ধয়া হুতংদত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞাদৌস্থিতিঃ যজ্ঞাদি তাৎপর্য্যেনাবস্থান মিত্যর্থঃ। তদর্থীয়ং কর্ম্মব্রহ্ম পরিচর্য্যোপযোগি যৎকর্ম্ম ভগবন্মন্দির মার্জ্জনাদিকং তদপি ॥ ২৭ ॥

সৎকর্ম্ম শ্রুতং তথা অসৎকর্ম্ম কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ অশ্রদ্ধয়া ইতি হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং। কৃতং যদন্যচ্চাপি কর্ম্মকৃতং তৎ সর্ব্বমসদিতি হুতমপ্যহুতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব তপোঽপ্যতপএব কৃতমপ্যকৃতমেব যতস্তৎ নপ্রেত্য নপর লোকে ফলতিনাপীহলোকে ফলতি ॥ ২৮ ॥

উক্তেষু বিবিধেষ্বেব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়াকৃতং।
যৎস্যাত্তদেবমোক্ষাৰ্হমিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
গীতাস্বয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে সৎ শব্দের তাৎপর্য্য, যেহেতু ঐ সকল ক্রিয়া তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলে সৎ শব্দ লাভ করে। ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া সমস্তই অসৎ। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপ বিরোধী কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়া পরা ভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে তখন ঐ সকল ক্রিয়াও জীবের সত্ত্ব সংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধি রূপ কৃষ্ণ দাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৭ ॥

হে অর্জ্জুন ! নির্গুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায়ই অসৎ। সেই সকল ক্রিয়া ইহ কাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্র সমুদায় নির্গুণ শ্রদ্ধার উপদেশ করেন। শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। নির্গুণ শ্রদ্ধাই ভক্তি লতার এক মাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

এই অধ্যায়ে শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রিত শ্রদ্ধা সহকারে কৃত কর্ম্ম সকল জীবের মোক্ষ সাধনকরে, ইহাই কথিত হইল। ইতি সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্ কেশিনিসূদন! ॥ ১ ॥

সন্ন্যাস জ্ঞানকর্ম্মাদেস্ত্রৈবিধ্যং মুক্তি নির্ণয়ঃ।
গুহ্যসার তমা ভক্তি রিত্যষ্টাদশ উচ্যতে ॥

অনন্তরাধ্যায়ে। "তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তেমোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ইত্যত্র ভবদ্বাক্যে মোক্ষকাঙ্ক্ষিশব্দেন সন্ন্যাসিন এবোচ্যন্তে অন্যেবা যদ্যন্তে এব তে তর্হি সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ইতি ত্বদুক্তানাং সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগিনাং তেষাং স ত্যাগঃ কঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ কোবা সন্ন্যাস ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাসুরাহ সন্ন্যাসস্যেতি পৃথগিতি যদি সন্ন্যাস ত্যাগশব্দৌ ভিন্নার্থৌ তদা সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্যচতত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। যদি ত্বেকার্থৌ তাবপিত্বন্মতে অন্যমতে বা উভয়োরৈকার্থ্যং অর্থাৎ একার্থত্বমিতি পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। হে হৃষীকেশেতি মদ্বুদ্ধেঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ ত্বমেব ইমং সন্দেহমুত্থাপয়সি। কেশি নিসূদন ইতি তঞ্চসন্দেহং ত্বমেব কেশিনমিব বিদারয়সীতি ভাবঃ। মহাবাহো ইতি ত্বং মহাবাহু বলান্বিতোঽহং কিঞ্চিদ্বাহু বলান্বিত ইত্যে তদংশেনৈব মমাসহ সখ্যং তব নতুসার্ব্বজ্ঞ্যাদিভিরংশৈঃ অতস্ত্বদ্দত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবাদেব প্রশ্নে মম নিঃশঙ্কতা ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

সমস্ত কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল ভক্তি ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক, সগুণ নির্গুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এরূপ গীতা শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য পূর্ব্ব মহাজন গণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহার রূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে হৃষীকেশ! হে কেশি নিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসংকবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকেকর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম!।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমং প্রাচাংমত মাশ্রিত্য সন্ন্যাস ত্যাগ শব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থত্বমাহ কাম্যানামিতি পুত্রকামো যজেত স্বর্গকমো যজেত ইত্যেবংকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপে ণৈব ত্যাগং সন্ন্যাসং বিদুঃ নতু নিত্যানামপি সন্ধ্যোপাস্ত্যাদীনা মিতিভাবঃ। সর্ব্বেষাংকাম্যানাং নিত্যানাপি কর্ম্মণাংফল ত্যাগমেব নতু স্বরূপতঃ ত্যাগং কেষামপীতিভাবঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলং। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। ধর্ম্মেণ পাপ মপনুদতীত্যাদ্যাশ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্ত্যেব। ইত্যতঃ ত্যাগে ফলাভিসন্ধিরহিতং সর্ব্বকর্ম্মকরণং। সন্ন্যাসেতু ফলাভিসন্ধি রহিতং নিত্যকর্ম্মকরণ কাম্য কর্ম্মণাংতুস্বরূপেণৈব ত্যাগ ইতি ভেদোজ্ঞেয়ঃ ॥ ২ ॥

ত্যাগে পুনরপিমতভেদ মুপক্ষিপতি ত্যাজ্যমিতি দোষবৎ হিংসাদি দোষবত্বাৎ কর্ম্ম স্বরূপত এব ত্যাজ্য মিত্যেকে সংখ্যাঃ। পরে মীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কর্ম্মশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ নত্যাজ্য মিত্যাহুঃ ॥ ৩ ॥

স্বমতমাহ নিশ্চয়মিতি ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকো রাজ সস্তামসশ্চেতি অত্রত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎক্র-ম্যান্নিয়তস্যতু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কাম রূপে অনুষ্ঠান করার নাম সন্ন্যাস। নিত্য নৈমিত্তিক ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম কাম্য অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ করার নাম ত্যাগ। এই রূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বিচক্ষণ কবি সকল বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

ত্যাগ সম্বন্ধে কতক গুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে কর্ম্মকে দোষ বলিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে। অপর কতক গুলি পণ্ডিত যজ্ঞ দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্ম সকলকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

হে ভরত সত্তম! ত্যাগ সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে ত্যাগ ও ত্রিবিধ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানংতপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সংঙ্গংত্যক্ত্বাফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬ ॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

ইতি তস্য এব তামস ভেদে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগ সন্ন্যাস শব্দয়োরৈকার্থ্য মেবেত্যবগম্যতে ।। ৪ ।।

কাম্যানামপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ কর্ত্তব্যানি ইত্যাহ যজ্ঞাদিকং কর্ত্তব্যমেব তত্রহেতুঃ পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বাদিত্যর্থঃ ।। ৫ ।।

যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়তি এতান্যপীতি সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ। ফলাভিসন্ধি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এবত্যাগঃ সন্ন্যাসশ্চোচ্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

প্রক্রান্তস্য ত্রিবিধত্যাগস্য তামসং ভেদমাহ নিয়তস্য নিত্যস্য। মোহাৎ শাস্ত্র তাৎপর্য্যাজ্ঞানাৎ। সন্ন্যাসী কাম্য কর্ম্মণি আবশ্যকত্বাভাবাৎ পরিত্যজতু নাম নিত্যস্যতু কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যতে ইতিতু শব্দার্থঃ। মোহাদজ্ঞানাৎ। তামস ইতি তামস স্ত্যাগস্য ফলং অজ্ঞান প্রাপ্তিরেব নত্বভীপ্সিত জ্ঞান প্রাপ্তি রিতিভাবঃ ।। ৭ ।।

যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়। মানবের সেই সকলই কর্ত্তব্য কার্য্য। বদ্ধ জীবের সত্ত্ব সংশুদ্ধির উপায় স্বরূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয়। ভ্রম সহকারে যাঁহারা নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগ তামস ত্যাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলংলভেৎ ॥ ৮ ॥
কার্য্য মিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সংঙ্গংত্যক্ত্বাফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥ ৯ ॥
ন দ্বেষ্ট্য কুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
নহি দেহ ভৃতা শক্যংত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তুকর্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দুঃখ মিত্যেবেতি যদ্যপি নিত্যকর্ম্মণামাবশ্যকমেব তৎকরণে গুণএব নতু দোষ ইতি জানা-স্যেব তদপি তৈঃ শরীরং মম কথং বৃথা ক্লেশয়িত্যবং ইতিভাবঃ। ত্যাগফলং জ্ঞানং-নলভেত ॥ ৮ ॥

কার্য্যমবশ্য কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধা নিয়তং নিত্যংকর্ম্ম সাত্ত্বিক ইতি ত্যাগাত্যাগফলং জ্ঞানং স লভেতৈবেতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

এবম্ভূত সাত্ত্বিক ত্যাগ পরিনিষ্ঠতস্য লক্ষণমাহ নদ্বেষ্টীতি। অকুশল মসুখদং শীতে প্রাতঃ স্নানাদিকং নদ্বেষ্টি কুশলে সুখ গ্রীষ্মস্নানাদৌ ॥ ১০ ॥

ইতোঽপি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মণ ত্যাজ্যং ইত্যাহ নহীতিত্যক্তুংন শক্যং নশক্যানি তদুক্তং নহি-কশ্চিৎক্ষণমপিজাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ॥ ১১ ॥

নিত্য কর্ম্মকে ক্লেশ কর জানিয়া ভয়ের সহিত যিনি তাহা ত্যাগকরেন, তাঁহার ত্যাগ রাজস ত্যাগ হয়। তিনি ত্যাগ ফল প্রাপ্ত হননা ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন! যিনি কর্ত্তব্য বোধে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ সাত্ত্বিক ॥ ৯ ॥

অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হননা। এরূপ মেধাবী সত্ত্ব গুণ পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকেনা ॥ ১০ ॥

দেহ ধারী জীবের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। অতএব যিনি সমস্ত কর্ম্ম ফল ত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাংক্কচিৎ ॥১২॥
পঞ্চেমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥১৩॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং ॥ ১৪ ॥
শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

এবম্ভূত ত্যাগাভাবে দোষমাহ অনিষ্টং নরক দুঃখং ইষ্টং স্বর্গ সুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মান সুখদুঃখং অত্যাগিনাং এবম্ভূত ত্যাগ রহিতানাং এব ভবতি প্রেত্য পরলোকে ॥ ১২ ॥

ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং নভবেদিতি আশঙ্ক্য নিরহংকারত্বেনৈতি কর্ম্মলেপোনাস্তী ত্যুপপাদয়িতুমাহ পঞ্চেমানীতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্ব কর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানিপঞ্চকারণানি মে মমবচনান্নিবোধ জানীহি সম্যক্ পরমাত্মানাং কথয়তীতি সংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্ত শাস্ত্রং তস্মিনকীদৃশে কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তোনাশো যস্মাত্তস্মিন প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

তান্যেবগণয়তি অধিষ্ঠানং শরীরং। কর্ত্তা চিজ্জড়গ্রন্থিরহংকারঃ। করণং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি পৃথগ্বিধমনেক প্রকারং। পৃথক চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং পৃথকব্যাপারাঃ। দৈবং সর্ব্ব প্রেরকোহন্তর্যামীচ ॥ ১৪ ॥

শরীরাদিভিরিতি শরীরং বাচিকং মানসং চেতি কর্ম্মত্রিবিধ, তচ্চ সর্ব্বং দ্বিবিধং ন্যায্যংধর্ম্মং বিপরীত মন্যায্যং অধর্ম্মং তস্য সর্ব্বস্যাপি কর্ম্মণ এতেপঞ্চহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

যাঁহারা কর্ম্ম ফল ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম্ম ফল ঘটিয়া থাকে। সন্ন্যাসী দিগের উক্ত ত্রিবিধ ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কর্ম্ম সকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি শুন ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড় গ্রন্থি রূপ অহঙ্কার, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার নিয়ামকের সহায়তা এই পাঁচটী কারণ। এই পাঁচটী কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে কার্য্যই মনুষ্য করিয়া থাকে, তাহা

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানংকেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃত বুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬॥
যস্য নাহং কৃতোভাবোবুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

ততঃ কিমত আহ তত্রসর্ব্বস্মিন কর্ম্মণি পঞ্চৈব হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং বস্তুতোনিঃসঙ্গ-মেবাত্মানং জীবংযঃকর্ত্তারং পশ্যতি সোঽকৃত বুদ্ধিত্বাৎ অসংস্কৃত বুদ্ধিত্বাৎ দুর্ম্মতির্নৈব পশ্যতি সোঽজ্ঞানী অন্ধ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১৬॥

কস্তর্হি সুমতি শ্চক্ষুষ্মান্ ইত্যত আহ যস্যেতি। অহঙ্কৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্যনাস্তি। অতএব যস্য বুদ্ধির্নলিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যাকর্ম্মসুনাসজ্জতি সহিকর্ম্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি কিংবক্তব্যং সহিকর্ম্ম ভদ্রা ভদ্রং কুর্ব্বন্নপিনৈব করোতীত্যাহ হত্বাপীতি স ইমান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনোলোক দৃষ্ট্যাহত্বাপি স্বদৃষ্ট্যানৈবহন্তি নিরভিসন্ধিত্বাদিতি-ভাবঃ অতো নবধ্যতে কর্ম্ম মূলং ন প্রাপ্নোতীতি॥ ১৭॥

তদেবং ভগবন্মতে উক্তলক্ষণঃ সাত্বিক স্ত্যাগ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনাং। তজ্ঞানাস্তু কর্ম্ম যোগস্য স্বরূপেণৈবত্যাগোঽবগম্যতে। যদুক্তং একাদশে ভগবতৈব। আজ্ঞায়ৈবগুণান্-

---

ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক; উক্ত পঞ্চ বিধ কারণ দ্বারা সাধ্য হয়॥ ১৫॥

এ স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কর্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃত বুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি। তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পাননা॥ ১৬॥

হে অর্জ্জুন! তোমার যে যুদ্ধ বিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদয় হয়। উক্ত পাঁচটী কারণকে সকল কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকে হনন করেন না এবং হনন কর্ম্ম ফলে আবদ্ধ হন না॥ ১৭॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটী কর্ম্মচোদনা। করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতেগুণ সংখ্যানে যথাবচ্ছৃণুতান্যপি ॥ ১৯ ॥

দোষান্ ময়াদিষ্টানপিস্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাংভজেৎসচসত্তমঃ। ইত্যসার্থঃ স্বামিচরণৈবাখ্যাতো যথা ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাংভজেৎ সচ সত্তম ইতি কিমজ্ঞানত নাস্তিক্যাদ্বা নধর্ম্মাহরণে সত্ব শুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষান্ প্রত্যবায়াংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যান বিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংতজ্য ইতি। অত্র ধর্ম্মান্ ধর্ম্মফলানি সংত্যজ্য ইতিতু ব্যাখ্যানঘটতে নহিধর্ম্মফল ত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়োভবেদিত্যবধেয়ং। অয়ং ভাবঃ ভগবদ্বাক্যানাং তদ্ব্যাখ্যাতৃণাঞ্চজ্ঞানংহি চিত্তশুদ্ধিমবশ্য মেবাপেক্ষতে নিষ্কাম কর্ম্মভিঃ চিত্তশুদ্ধি তারতম্যেবৃত্তে এব জ্ঞানোদয় তারতম্যং ভবেন্নান্যথা অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয় সিদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসিভিরপি নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মভিঃ সম্যক্তয়া চিত্তশুদ্ধৌবৃত্তায়াং তুতৈরপি কর্ম্মণ কর্ত্তব্য মেব। যদুক্তং। আরুরুক্ষোর্মুনেযোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্যতস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে ইতি। যস্ত্বাত্মরতি রেবস্যাদাত্ম তৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেবচসং তুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে। ইতি। ভক্তিস্তু পরমাস্বতন্ত্রা মহা প্রবলাচিত্তশুদ্ধিং নৈবাপেক্ষতে যদুক্তং। বিক্রীড়িতং ব্রজ বধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোনুশৃণুয়াদিত্যাদৌ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামং হৃদ্রোগ মাশ্বপহিনোত্যচিরেণধীরঃ। ইতি। অত্রত্বান্ন প্রত্যয়েণ হৃদ্রোগবত্যোবাধিকারিণি পরমায়া ভক্তে রপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততস্তত্রৈবকামাদীনা মপগমশ্চ। তথা। প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরদিতি চেত্যতো ভক্ত্যৈব যদি তাদৃশী চিত্ত শুদ্ধিঃ স্যাৎ তদা ভক্তেঃ কথং

এই তিনটী কর্ম্ম সংগ্রহ। মানব কর্ত্তৃক যে কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয় তাহার নাম চোদনা। চোদনা শব্দের অর্থ প্রেরণা। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূল সত্তা প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক সত্তা থাকে, তাহাই প্রেরণা। তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্ব অবস্থায় কর্ম্ম করণের জ্ঞান, কর্ম্মের স্বরূপ গত জ্ঞেয়ত্ব ও কর্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়া গত অবস্থার স্থূল আকারে কর্ম্মের করণত্ব, কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব এই তিনটী বিভাগ ॥ ১৮ ॥

এবম্ভূত জ্ঞান কর্ম্ম ও কর্ত্তার সত্ব, রজ ও তমগুণভেদে ত্রিবিধত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকং ॥২০॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তিসর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥ ২১ ॥

কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ইতি। অথ প্রকৃত মনুসরামঃ কিঞ্চ ন কেবলং দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনো জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাত্মতত্ত্বমপিজ্ঞেয়ং তাদৃশ জ্ঞানাশ্রয় এবজ্ঞানী কিন্ত্বেতত্ত্রিকং কর্ম্ম সম্বন্ধ্য বর্ত্ততেতদপি সন্ন্যাসিভির্জ্ঞেয়ং ইত্যাহ জ্ঞান মিতি। অত্রচোদনা শব্দেন বিধিরুচ্যতে। যদুক্তং ভট্টৈঃ। চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থ বাচিনঃ ইতি উক্তং শ্লোকার্দ্ধংস্বয়মেব ব্যাচষ্টে করণমিতি যজ্ঞ্ঞানং তৎকরণং কারকংজ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং ইতি বুৎপত্তেঃ। যজ্জ্ঞেয়ং জীবাত্ম তত্ত্বং তদেব কর্ম্ম কারকং। যস্তস্য পরিজ্ঞাতা সকর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ করণং কর্ম্মকর্ত্তা ইতি ত্রিবিধং কারক মিত্যর্থঃ। কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মাণা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে নৈবসংগৃহ্যত ইতি কর্ম্মচোদনা পদ ব্যাখ্যা। জ্ঞানত্বংজ্ঞেয়ত্বং জ্ঞাতৃত্বংচ এতত্রয়ং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান মূলকমিতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সাত্ত্বিকং জ্ঞান মাহ সর্ব্বভূতেষ্বিতি। একং ভাবং একমেবজীবাত্মানং নানাবিধ ফলভোগার্থং ক্রমেণ সর্ব্বভূতেষু মনুষ্য দেব তির্য্যগাদিষু বর্ত্তমান মব্যয়ং নশ্বরেষ্বপিতেষ নশ্বরংবিভক্তেষু পরস্পরং বিভিন্নেষ্বপি অবিভক্তং একরূপং যেন কর্ম্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেক্ষতে তৎসাত্ত্বিকং জ্ঞানং ॥ ২০ ॥

রাজসংজ্ঞানমাহ। সর্ব্বভূতেষু জীবাত্মনঃ পৃথকত্বেন যৎজ্ঞানমিতি দেহনাশঃ তবাত্মনোনাশ ইত্যসুরাণাংমতং। অতএব পৃথক পৃথক দেহেষু পৃথক পৃথগেবাত্মা ইতি তথাশাস্ত্র কারণাৎ পৃথক বিধান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রয়ান্। আত্মা সুখ দুঃখাশ্রয় ইতি। সুখ দুঃখাদানাশ্রয় ইতি। জড় ইতি। চেতন ইতি। ব্যাপক ইতি। অণুস্বরূপ ইতি। অনেক ইতি। ইত্যাদি কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদ তদ্রাজসং। ২১ ॥

এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল ভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। তিনি নশ্বর বস্তু মধ্যে থাকিয়াও অনশ্বর। অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে এক রূপ। এই রূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা যায় ॥ ২০ ॥

সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য তির্য্যগাদি যোনিতে যে সকল জীবে আছেন, তাঁহারা পৃথক জাতীয় জীব। তাহাদের স্বরূপ ভাব পৃথগ্বিধ। ঐরূপ জ্ঞান রাজসিক ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥ ২২॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনাকর্ম্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩॥
যত্তু কামেপ্সুনাকর্ম্মসাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥ ২৪॥

তামসং জ্ঞানমাহ। যত্তুজ্ঞান মহৈতুক মৌৎপত্তিকমেব অতএবৈকস্মিন্ কার্য্যে লৌকিকে এবস্নান ভোজনপান স্ত্রীসংভোগেতৎ সাধনেচ কর্ম্মণিসক্তং নতু বৈদিকে কর্ম্মণি যজ্ঞ দানাদৌ অতএব অতত্ত্বার্থবৎ। তত্রতত্ত্বরূপোঽর্থ কোপিনাস্তীত্যর্থঃ। অল্পং পশূনামিব যৎক্ষুদ্রং তৎ তামসং জ্ঞানং দেহাদ্যতিরিক্তত্বেন তৎ পদার্থ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং নানাবাদ প্রতি পাদকং ন্যায়াদি শাস্ত্র জ্ঞানং রাজসং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানং তামস মিতি সংক্ষেপঃ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্ত্বা ত্রিবিধ কর্ম্মাহ নিয়তং নিত্যতয়াবিহিতং সঙ্গরহিতং অভিনিবেশ শূন্যং অতএবারাগদ্বেষতঃ রাগদ্বেষাভ্যাং বিনৈবকৃতং। অফল প্রেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেনৈব কর্ত্রাকৃতংকর্ম্ম যৎ সাত্ত্বিকং॥ ২৩॥

কামেপ্সুনাঽহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ সাহঙ্কারেনাত্যহঙ্কার বতা ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে যিনি আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস। যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভুত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহাতে তত্ত্ব রূপ কোন অর্থ লাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে দেহাদি অতিরিক্ত তৎ পদার্থ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, নানা বাদ প্রতিপাদক ন্যায়াদি শাস্ত্র জ্ঞান রাজস জ্ঞান এবং স্নান ভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞান তামস জ্ঞান॥ ২২॥

রাগ দ্বেষ রহিত, সঙ্গ শূন্য, নিষ্কাম নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম॥ ২৩॥

কামনা সহিত ও অহঙ্কার সহিত, অতিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্ম্মই রাজস কর্ম্ম॥ ২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামস মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মুক্তসঙ্গোঽনহং বাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥
রাগীকর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধোহিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুকর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং আয়ত্যাং ভাবিনং বন্ধং রাজদন্ড্য যমদূতাভির্বন্ধনং ক্ষয়ং ধর্ম্মজ্ঞানাদাপচয়ং হিংসাস্বসা নাশক্ব অনপেক্ষা অপর্য্যালোচ্য পৌরুষং ব্যাবহারিক পুরুষ মাত্র কর্ত্তব্যং কর্ম্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যৎ আরভ্যতে তত্তামসং ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং কর্ম্মোক্তা ত্রিবিধং কর্ত্তার মাহমুক্ত সঙ্গ ইতি ॥ ২৬ ॥

রাগীকর্ম্মণ্যাসক্তঃ লুব্ধো বিষয়াসক্তঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তোঽনৌচিত্যকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব স্ব ভাবে এব বর্ত্তমানঃ যদেবস্বমনসি আয়তি তদেবানুতিষ্ঠতি নতু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীতার্থঃ। নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমান কর্ত্তা তদেবং জ্ঞানিভিরুক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব ত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকমেব কর্ম্মনিষ্ঠং জ্ঞানামাশ্রয়নীয়ং সাত্ত্বিক মেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং সাত্ত্বিকৈনৈবকর্ত্রা ভবিতব্যং এব এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি মেবজ্ঞানং প্রকরণার্থ নিষ্কর্ষঃ। ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীত মেবজ্ঞানং ত্রিগুণাতীত মে কর্ম্ম

ভাবীক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা অর্থাৎ আত্মনাশ এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহ বশত কেবল ব্যবহারিক পৌরষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সেই কর্ম্মকে তামস কর্ম্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

মুক্ত সঙ্গ, অহঙ্কার শূন্য ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার এরূপ কর্ত্তা সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মাসক্ত, কর্ম্ম ফল লুব্ধ বিষয়াসক্ত, হিংসা প্রিয়, অশুচি, হর্ষ শোকাদির বশীভূত যে কর্ত্তা সে রাজস কর্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অনুচিত কার্য্য প্রিয়, জড় চেষ্টা যুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান কার্য্যেরত অলস, সর্ব্বদা বিষাদ যুক্ত, দীর্ঘ সূত্রী যে কর্ত্তা সে তামস কর্ত্তা ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণত স্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমান মশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়! ॥ ২৯ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধংমোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়াধর্ম্ম মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩১ ॥

ভক্তিযোগাখ্যং ত্রিগুণাতীতা এব কর্ত্তারঃ। যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগবতে। কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্টং নির্গুণং স্মৃতং ইতি। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতং ইতি। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীরাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতি বিভ্রষ্টোনির্গুণোমদপাশ্রয়ঃ। ইতি। কিঞ্চ ন কেবলমেতত্ত্রিকমেব ভক্তিমতে গুণাতীত মপি তু ভক্তি সম্বন্ধি সর্ব্বমেব গুণাতীতং। যদুক্তং তত্রৈব সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম শ্রদ্ধাতু রাজসী। তামস্য ধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ। ইতি। বনন্তু সাত্ত্বিকোবাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যুত সদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং ইতি। সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং। ইতি। তদেবং গুণাতীতানাং ভক্তানাং ভক্তি সম্বন্ধীনি জ্ঞান কর্ম্ম শ্রদ্ধাদৌস্বসুখাদীনি সর্ব্বাণ্যেব গুণাতীতানি। সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞান সম্বন্ধীনি তানি সর্ব্বাণি সাত্ত্বিকান্যেব। রাজসানাং কর্ম্মিণাং তানি সর্ব্বাণি রাজসান্যেব। তামসানামুচ্ছৃঙ্খলানাং তানি সর্ব্বাণি তামসান্যেব ইতি শ্রীগীতা ভাগবতার্থদৃষ্ট্যাজ্ঞেয়ং। জ্ঞানিনামপি পুনরন্তিম দশায়াং জ্ঞান সন্ন্যাসানন্তরমূর্দ্ধরি তয়া কেবলয়া ভক্ত্যৈব গুণাতীতত্বং চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উক্তং ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানিভিঃ সর্ব্বমপি বস্তু সাত্ত্বিক মেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতং বুদ্ধ্যাদীনামপি ত্রৈবিধ্যমাহ বুদ্ধেরিতি ॥ ২৯ ॥

ভয়াভয়ে সংসারা সঞ্চার হেতুকে ॥ ৩০ ॥

অযথাবৎ অসম্যক্ তয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ সম্পূর্ণ রূপে বলিতেছি। হে ধনঞ্জয়! তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হয় সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে যে বুদ্ধি দ্বারা স্থিরী কৃত হয় সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃসা পার্থ! তামসী ॥৩২॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যাধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥
যয়াতু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যাধারয়তেঽর্জ্জুন!।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষীধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধাধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥
সুখংত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ!।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যা মন্যত ইতি কুণ্ঠাবশিষ্টনস্তীতি বৎ যয়ামনাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃতে স্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ॥ ৩৩ ॥ ৪৩ ॥ ৩৫ ॥

সাত্বিকং সুখমাহ সার্দ্ধেন অভ্যাসাৎ পুনঃ পুনরনুশীলনাদেবরমতে নতু বিষয়েষ্বিব উৎপত্ত্যৈব রমতে ইত্যর্থঃ। দুঃখান্তং নিগচ্ছতি যস্মিন রমমাণঃ সংসার দুঃখং তরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অর্থ সমুদায়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য্যকরে তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

যে ধৃতি অব্যভিচারী যোগ দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সকলকে ধারণ করে, হে পার্থ! সেই ধৃতিই সাত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে তাহা রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না সেই বুদ্ধি হীন ধৃতিই তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অভ্যাস ক্রমে সেই সুখে রমণ করেন। কোন কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসার দুঃখান্তও লব্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজং ॥ ৩৭ ॥
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাদ্যত্তদগ্রে ঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রেচানুবন্ধেচ সুখং মোহন মাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ৩৯ ॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবিদেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

বিষমিবেতি ইন্দ্রিয়মনোনিরোধোহি প্রথমং দুঃখদ এব ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥
যদমৃতোপমং পরস্ত্রী সংভোগাদিকং ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥
অনুক্ত মপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি নেতি তৎসত্বং প্রাণিজাত মন্যচ্চ বস্তুমাত্রং ক্কাপিনাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং রহিতং স্যাদতঃ সর্ব্বমেব বস্তুজাতং ত্রিগুণাত্মকং তত্র সাত্বিক মেবোপাদেয়ং রাজস তামসেতু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণ তাৎপর্য্যং ॥ ৪০ ॥

প্রথমে কষ্টকর এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ সুখই সাত্ত্বিক সুখ ॥ ৩৭ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষের ন্যায় অনুভূতি হয় তাহাকে রাজস সুখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য প্রমাদাদি জনিত যে সুখ তাহা তামস ॥ ৩৯ ।

এই পৃথিবীতে মানব দিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেব গণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই যে প্রকৃতিজ গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত। জ্ঞানী ও কর্ম্মী সকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতিজ গুণকে স্বীকার করেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা প্রাকৃত গুণ হইতে পৃথক থাকে। অতএব সাক্ষাদ্দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচংক্ষান্তি রার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২ ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপিস্বভাবজং ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চত্রিগুণাত্মকমপি প্রাণিজাতং স্বাধিকার প্রাপ্তেন বিহিত কর্ম্মণা পরমেশ্বর মারাধ্য কৃতার্থী ভবতীত্যাহ ব্রাহ্মণেতি ষড়্‌ভিঃ স্বভাবেনোৎপত্ত্যেব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি যেগুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তৈঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তানি পৃথক্‌ কৃতানি কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র সত্ত্ব প্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ। শম ইতি শমোঽন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। দমোবাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। তপঃ শারীরাদি। জ্ঞানবিজ্ঞানে শাস্ত্রানুভবোধে। আস্তিক্যং শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসঃ। এবমাদি ব্রহ্ম কর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য কর্ম্মস্বভাবজং স্বাভাবিকং ॥ ৪২ ॥

সত্ত্বোপসর্জ্জন রজঃ প্রধানানাং ক্ষত্রিয়াণাং কর্ম্মাহ। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং ধৃতি ধৈর্য্যং ঈশ্বর ভাবোলোক নিয়ন্তৃত্বং ॥ ৪৩ ॥

সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটী গুণই প্রকৃতি বদ্ধ জীবের স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ! সেই স্বভাব জনিত গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম সকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কএকটী ব্রাহ্মণ দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোক নিয়ন্তৃত্ব এই কএকটী ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য এই কএকটী বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্র দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতং সংসিদ্ধিংলভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথাবিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭ ॥

তম উপসর্জ্জন রজঃ প্রধানানাং বৈশ্যানাং কর্ম্মাহ। কৃষীতি গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্তভাবঃ গৌরক্ষ্যং। রজ উপসর্জ্জন তমঃ প্রধানানাং শূদ্রাণাং কর্ম্মাহ। পরিচর্য্যাত্মকং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্য্যারূপং ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

যতঃ পরমেশ্বরাৎ তমেবাভার্চ্চ ইতি অনেন কর্ম্মণা পরমেশ্বর স্তুষ্যত্বিতি মনসা তদর্পণ মেব তদভ্যর্চ্চনং ॥ ৪৬ ॥

নচ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্ম্মং রাজসং তামসং চ বীক্ষ্য তত্রানভিরুচ্যা সাত্বিকং কর্ম্ম কর্ত্তব্য মিত্যাহ শ্রেয়ানিতি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠাদপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স্বধর্ম্মোবিগুণোনিকৃষ্টোপি সম্যগনুষ্ঠাতু মশক্যোপি শ্রেষ্ঠঃ। তেন বন্ধু বধাদি দোষবত্ত্বাৎ স্বধর্ম্মং যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনাদিরূপ পরধর্ম্ম স্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানব গণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল জন্ম দ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

স্বকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি স্বকর্ম্মে অভিরত হইয়া যে রূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্বতা প্রযুক্ত ভূত সকলের পূর্ব্ব বাসনানুরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাঁহাকে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চণ করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম শ্রেয়। যেহেতু স্বভাব বিহিত কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। কোন সময়ে তাহা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও সার্ব্ব কালিক উপকার স্বধর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে। স্বভাব বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! সদোষ মপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥
অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মাবিগত স্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথাব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

নচ স্বধর্ম্ম এব কেবলং দোষোঽস্তীতি মন্তব্যং যতঃ পরধর্ম্মেঽপি দোষঃ কশ্চিত কশ্চিদন্যো বেত্যাহ। সহজং স্বভাব বিহিতং হি যতঃ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভাঃ দৃষ্টাদৃষ্ট সাধনানি কর্ম্মাণি দোষেণা বৃতা এব যথা ধূমেন দোষেণাবৃত এব বহ্নি দৃশ্যতে অতোধূমরূপং দোষমপাকৃত্য তস্য তাপ এব তমঃ শীতাদি নিবৃত্তয়ে যথা সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশংবিহায় গুণাংশ এব সত্ব শুদ্ধয়ে সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং সতি কর্ম্মণি দোষাংশান্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ফলাভিসন্ধি লক্ষণান্ ত্যক্তবতঃ প্রথম সন্ন্যাসিনস্তস্য কালেন সাধন পরিপাকতো যোগারূঢ়দশায়াং কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগ রূপং দ্বিতীয়ং সন্ন্যাসমাহ। অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্রাপি প্রাকৃত বস্তুষু ন সক্তা আসক্তি শূন্যা বুদ্ধির্যস্য সঃ অতোজিতাত্মা বশীকৃতচিত্তঃ বিগতাব্রহ্মলোক পর্যন্তেষ্বপি সুখেষু স্পৃহা যস্য সঃ ততশ্চ সন্ন্যাসে ন কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপিত্যাগেন নৈষ্কর্ম্ম্যস্য পরমাং শ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগারূঢ় দশায়াং তস্য নৈষ্কর্ম্ম্যং অতিশয়েন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মা ভবতি ইত্যর্থঃ যৈবজ্ঞানস্য নিষ্ঠা পরাপরমোঽন্ত ইত্যর্থঃ নিষ্ঠানিষ্পত্তি শান্তা ইত্যমরঃ। অবিদ্যায়ামুপরত প্রায়ায়াং

হে কৌন্তেয় ! সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়। সকল কর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে। অগ্নি থাকিলে ধূম তাহাকে আবরণ করে। তদ্রূপ কর্ম্ম মাত্রকেই দোষ আবৃত করে। দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ব সংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥ ৪৮ ॥

প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি শূন্য বুদ্ধি, বশীকৃত চিত্ত, ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সুখাদিতে নিস্পৃহ হইয়া স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্য রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করত যে রূপে জীব জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা রূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি। ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্ত সেবীলঘ্বাশী যতবাক্কায় মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৫৪ ॥

ষিদা যা অপু পরমারম্ভে যেন প্রকারেণ জ্ঞান সন্ন্যাসং কৃত্বা ব্রহ্মানু ভবেত্তং বুধা স্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিকা ধৃত্যাপি সাত্ত্বিকা আত্মানং মনো নিয়ম্য ॥ ৫১ ॥

ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনে নৈব যঃ পরোযোগঃ তৎপরায়ণঃ ॥ ৫২ ॥

বলং কামরাগ যুক্তং নতুসামর্থ্যং অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরামঃ শান্তঃ সত্ত্বগুণ সাপু পশান্তিমান ইতি কৃত জ্ঞান সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ। জ্ঞানকর্ময়োঃসংন্যাসেদিত্যোক্তা দশোক্তেঃ। অজ্ঞান জ্ঞানয়োরুপরামং বিনা ব্রহ্মানুভবানুপপত্তি রিতিভাবঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মানুভবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চোপাধ্যাপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃত চৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ। গুণ মালিন্যাপগমাৎ। প্রসন্নশ্চাসা বাত্মাচেতিসঃ ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি নচা প্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যাভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক

বিশুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, মনকে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিগত রাগ দ্বেষ, বিবিক্ত সেবী, লঘুভোজী, সংযত কায় বাঙ্মানস, ধ্যান যোগ ও বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ ব্রহ্মানুভবের সমর্থ হন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্ম স্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। ৫৪ ॥

ভক্ত্যামামভি জানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥ ৫৫ ॥

ইবসমঃ বাহ্যানুসন্ধানা ভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপাং লভতে তস্যা মৎস্বরূপ শক্তি বৃত্তিত্বেন মায়া শক্তি ভিন্নত্বাৎ অবিদ্যা বিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানাদ্যুর্দ্ধবিরিতত্বেনকেবলা মিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞান বৈরাগ্যাদিষু মোক্ষ সিদ্ধার্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তং। মাষমুদ্গাদিষু মিলিতা তাঃ তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চন মণিকামিবতেভ্যঃ পৃথক তয়া কেবলাং লভতে ইতি বৎ। সম্পূর্ণায়াঃ প্রেম ভক্তেস্তপ্রায় স্তদানীং লাভ সম্ভবোঽস্তিনাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরাশব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৫৪ ॥

নন্বুতয়া লব্ধয়া ভক্ত্যাতদানীং তস্যাকিংস্যাদিত্যতোঽর্থান্তরন্যাসেনাহ ভক্ত্যেতি। অহং যাবান যশ্চাস্মিতং মাং তৎ পদার্থং জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোঽভি জানাতি। ভক্ত্যাহ মেকয়া গ্রাহ্য ইতি মদুক্তেঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রস্তুতঃ সজ্ঞানী তত্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরামাদুত্তরকাল এব মাংজ্ঞাত্বা মাং বিশতে মৎসাযুজ্যসুখমনুভবতি মম মায়াতীতত্বাৎ অবিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যয়াপ্যহমবগম্য ইতি ভাবঃ। যত্তু সাংখ্য যোগৌচ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চ পর্ব্বৈব বিদ্যেতি নারদ পঞ্চ রাত্রে। বিদ্যা বৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে তৎখলু হ্লাদিনী শক্তি বৃত্তের্ভক্তেরেবকলা কাচিদ্বিদ্যা সাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা কর্ম্ম সাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। যতো নির্গুণা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণময্যা বিদ্যায়া

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা নির্গুণ ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষ রূপে জানিতে পারে। আমার সম্বন্ধে বস্তু জ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে। ইহাই মৎ সম্বন্ধীয় গুহ্য জ্ঞান। ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা বর্ণী দিগের সন্ন্যাসশ্রম গ্রহণ রূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বলে। ইহারও চরম ফল নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। বিশতে মাং এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুষ্ক আত্ম বিনাশ রূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিত্তত্ত্ব রূপ আমার স্বরূপ লাভকেই বিশতে মাং শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বলিলেও হয়॥ ৫৫ ॥

বৃত্তি র্বস্তুতো ন ভবতি। অতোঽস্মজ্ঞান নির্বর্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বং তৎ পদার্থ জ্ঞানেতু ভক্তেরেব। কিঞ্চসত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং ইতি স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব তচ্চ সত্ত্বং বিদ্যা শব্দেনোচ্যতে যথা তথা ভক্ত্যুত্থং জ্ঞানং ভক্তিরেব সৈব কচিৎ ভক্তি শব্দেন কচিৎ জ্ঞান শব্দেন চোচ্যতে। ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং দ্রষ্টব্যং। তত্র প্রথমং জ্ঞানং সংন্যস্য দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্ম সাযুজ্য মাপ্নুয়াদ্বিত্যেকাদশ স্কন্ধ পঞ্চবিংশত্যধ্যায় দৃষ্ট্যাপিজ্ঞেয়ং। অত্রকেচিৎ ভক্ত্যাবিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাযুজ্যার্থিনস্তে জ্ঞানি মানিনঃ ক্লেশ মাত্র ফলা অতি বিগীতা এব। অন্যেতু ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তি মিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবাংস্তু মায়োপধিরেব ইতি ভগবদ্বপুর্গুণময়ং মত্বা মানা যোগারূঢ়ত্ব দশামপি প্রাপ্তাস্তেঽপি জ্ঞানিনো বিমুক্ত মানিনো বিগীতা এব যদুক্তং। "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃসহ। চত্বারো যজ্ঞিরেবর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। যত্রবং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরং। নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" ইতি অস্যার্থঃ যেন ভজন্তি যেচ ভজন্তোঽপ্যবজানন্তি তে সন্ন্যাসিনোঽপি বিনষ্টা বিদ্যা অপ্যধঃ পতন্তি তথাহ্যুক্তং। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন স্ত্বয্যস্তভাবা দবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ। আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ইতি অত্র অঙ্ঘ্রিপদং ভক্ত্যেব প্রযুক্তং বিবক্ষিতংতু অনাদৃত যুষ্মত্তনব ইতি। তনোর্গুণময়ত্ব বুদ্ধিরেব তনো রনাদরঃ যদুক্তং। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং" ইতি। বস্তুতস্তু মানুষী সা তনুঃ সচ্চিদানন্দ ময্যেব তস্যাঃ দৃশ্যত্বন্তু দুস্তর্ক তদীয় কৃপা শক্তি প্রভাবাদেব। যদুক্তং নারায়ণাধ্যাত্ম বচনং "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্নীক্ষতে নিজ শক্তিত। তামৃতে পরমানন্দং কঃপশ্যেত্তমিমং প্রভুং।" ইতি। এবঞ্চ ভগবত্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ত্বে শ্রীগ্রন্থং 'সচিদানন্দ বিগ্রহং শ্রীবৃন্দাবন সুর ভূরুহতলাসীনমিতি। শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দ্দধ দিত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি পরস্সহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সংস্বপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" ইতি শ্রুতি দৃষ্ট্যেব ভগবানপিমায়োপাধিরিতি মন্যন্তে কিন্তু স্বরূপ ভূতয়ানিত্য শক্ত্যামায়াখ্য-য়াযুতঃ "অতোমায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনং ইতি মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতেঃ। মায়ান্তু ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপ ভূতা চিচ্ছক্তিরেবাভিধীয়তে নতু অস্বরূপ ভূতা ত্রিগুণময্যেব শক্তিরিতি তস্যাঃ শ্রুতেরর্থং নমন্যন্তে। যদ্বা প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনন্তুমহেশ্বরং শম্ভুং বিদ্যা দিতর্থমপিনৈব মন্যন্তে। অতোভগবদপরাধেন জীবন্মুক্তত্বদশায়াং প্রাপ্তাঅপিতেঽধঃ পতন্তি। যদুক্তং বাসনাভাষ্য ধৃতং পরিশিষ্ট বচনং। "জীবন্মুক্তাঅপি পুনর্যান্তি সংসার বাসনাং। যদ্য চিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্য পরাধিনঃ।" ইতি তেচ ফল প্রাপ্তৌ অর্থাৎ সত্যাং নাস্তি সাধনো-পযোগ ইতি মত্বাজ্ঞান সন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তি মপিসংত্যজ্য মিথ্যেবাপয়োক্ষ ব্রহ্মানুভবংমন্যন্তে। শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যাঅপি জ্ঞানেনসার্দ্ধং অন্তর্ধানাৎভক্তিং তে পুনর্নৈবলভন্তে ভক্ত্যাবিনাচ ত্বং পদার্থানমুভাবাত্ম্যা সমাধয়ো জীবন্মুক্ত মানিন এবতে জ্ঞেয়াঃ।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

যদুক্তং। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন"ইতি যেতু ভক্তি মিশ্রং জ্ঞান মভ্যস্যন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ী মেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যা বিদ্যায়োরূপরামে পরাং ভক্তিং ন লভন্তে তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিংকুর্ব্বন্তস্তৈব তৎ পদার্থ মপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে তে সংগীতা এব। অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিক শান্ত মহাভাগবত সঙ্গ প্রভাবেনত্যক্ত মুমুক্ষাঃ শুকাদি বদ্ভক্তি রস মাধুর্য্যাস্বাদে এব নিমজ্জন্তি তেতু পরম সংগীতা এব যদুক্তং। "আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূত গুণোহরি" ইতি। তদেবং চতুর্বিধাজ্ঞানিনঃদ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি দ্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসার মিতি ॥৫৫॥

তদেবং জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্ম্মফল সন্ন্যাস কর্ম্ম সন্ন্যাস জ্ঞান সন্ন্যাসৈর্মৎসাযুজ্যং প্রাপ্নোতীত্যুক্তং। মদ্ভক্তস্তু মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শৃণ্বিত্যাহ সর্ব্বেতি। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মাংবিশেষতোঽপকর্ষেণ সকামতয়াপি য আশ্রয়তে সোঽপিকিংপুন র্নিষ্কাম ভক্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যানি পুত্রকলত্রাদি পোষণ লক্ষণানি ব্যবহারিকান্যপি সর্ব্বাণি কুর্ব্বাণঃ কিং পুনস্ত্যক্ত কর্ম্মযোগ জ্ঞান দেবতান্তরোপাসনান্যকামানন্য ভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্রাশ্রয়তে সম্যক্ সেবতে ইতি আঙুপসর্গেণ সেবায়াঃ প্রধানীভূতত্বং। কর্ম্মাণ্যপীত্যপি শব্দেনাপকর্ষ বোধকেন কর্ম্মণাং গুণীভূতত্বং অতোঽয়ং কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান্ নতুভক্তি মিশ্র কর্ম্মবান্ ইতি প্রথমষট্কোক্তেঃ কর্ম্মণি নাতি ব্যাপ্তিঃ। শাশ্বতং মৎপদং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠ মথুরা দ্বারকাঽযোধ্যাদিকং অবাপ্নোতি নমু মহা প্রলযে তত্তদ্ধাম কথং স্থাস্যতি তত্রাহঅব্যয়ং মহাপ্রলয়ে মদ্ধামঃ কিমপি ন ব্যয়তি মদতর্ক্য প্রভাবাদিতি ভাবঃ। নমু জ্ঞানী খলু অনেকৈর্জন্মভি রনেকতপআদি ক্লেশৈঃ সর্ব্ব বিষয়েন্দ্রিয়োপরামেনৈব নৈষ্কর্ম্মেসত্যেব যৎ সাযুজ্যং প্রাপ্নোতি তস্যাতে নিত্যংধাম সকর্ম্মকত্বে সকামকত্বেঽপিত্বদাশ্রয়ণ মাত্রেণৈব কথং প্রাপ্নোতি তত্রাহমৎপ্রসাদাদিতি মৎপ্রসাদস্যাতর্ক্যং এব প্রভাবত্বং জানীহি ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা ভক্তিলাভ রূপ যে বৈদিক প্রণালী তাহা মৎ প্রাপ্তির গুহ্য পথ বলিয়া বলিলাম। যে তিনটী প্রণালীর কথা আমি স্পষ্টরূপে বলিতেছি তন্মধ্যে এইটী প্রথম প্রণালী। এক্ষণে ঈশোপাসনা রূপ দ্বিতীয় প্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর। আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষের সহিত আশ্রয় করত সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ঈশ্বর বোধে অর্পণ করিলে আমার প্রসাদে অব্যয় ও শাশ্বত পদ রূপ নির্গুণ ভক্তি চরমে লাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়িসংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততংভব ॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতিমন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥৫৯ ?

ননু তর্হি মাং প্রতিত্বং নিশ্চয়েন কিমাজ্ঞাপয়সি কিমহ মনন্যভক্তো ভবানি কিম্বা অনন্তরোক্ত লক্ষণঃ সকাম ভক্ত এব তত্র সর্ব্ব প্রকৃষ্টোঽনন্যভক্তো ভবিতুং ত্বং নপ্রভবিষ্যসি নাপি সর্ব্ব ভক্তেম্বপকৃষ্টঃ সকামভক্তোভব কিন্তুত্বং মধ্যম ভক্তোভব ইত্যাহ চেতসা ইতি। সর্ব্বকর্ম্মাণিশ্রমধর্ম্মান্ ব্যবহারিক কর্ম্মাণিচ ময়ি সংন্যস সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্য পুরুষার্থো যস্যসঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং পূর্ব্বমেব। "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসিকৌন্তেয় তৎ কুরুষ্বমদর্পণং" ইতি। বুদ্ধিযোগং ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাযোগং সততং মচ্চিত্তঃ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেঽন্যদপিমাং স্মরন্ভব ॥ ৫৭ ॥

ততঃ কিমত আহ মচ্চিত্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

ননু ক্ষত্রিয়স্য মমযুদ্ধমেব পরোধর্ম্মঃ তত্র বন্ধুবধ পাপাদ্ভীত এব প্রবর্ত্তিতুং নেচ্ছামীতি তত্র-সতর্জ্জনমাহ যদহমিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। অধুনা ত্বং মদ্বচনং ন মানয়সি যদাতু মহাবীরস্য

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার ত্রিবিধ প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। বুদ্ধি যোগকে আশ্রয় পূর্ব্বক পরমাত্মা রূপ আমাতে চিত্ত স্থাপন করত চিত্তদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপর হও ॥ ৫৭ ॥

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবন যাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে। তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমান রূপ অহঙ্কার দ্বারা নিজে কর্ত্তা বলিয়া আপনাকে মনে কর, তবে অমৃত স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া তুমি সংসার রূপ বিনাশকে লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবনা মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞ হইবে, কেননা তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৫৮ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয়। নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥ ৬২ ॥

তব স্বাভাবিকো যুদ্ধোৎসাহো দুর্ব্বার এব উদ্ভবিষ্যতি তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মাদীন্ গুরূন্ হনিষ্যন্ ময়াহসিষ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

উক্তমেবার্থং বিবৃণোতি স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ব্বসংস্কারঃ তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা নিবদ্ধোযন্ত্রিত; ॥ ৬০ ॥

শ্লোকদ্বয়েন স্বভাববাদিনাং মতমুক্ত্বা স্বমত মিত্যাহ ঈশ্বরোনারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী যঃ পৃথিব্যাংতিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং নবেদঃ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী মন্তরোঽয়ময়তি। "যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বংব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত;" ইত্যাদি শ্রুতি পাদিত ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদিতিষ্ঠতি কিংকুর্ব্বন্ সর্ব্বাণি ভূতানিমায়য়া নিজ শক্ত্যা ভ্রাময়ন্ ভ্রময়ন্ তত্তৎ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়ন্ যথাসূত্র সঞ্চারাদি যন্ত্র মারূঢ়ানি কৃত্রিমানি পাঞ্চালিকারূপাণি সর্ব্বভূতানি মায়াবী ভ্রময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বাযন্ত্রারূঢ়াণি শরীরারূঢ়ান্ সর্ব্বজীবানিতার্থ; ॥ ৬১ ॥

এতজ্জ্ঞাপন প্রয়োজনমাহ তমেবেতি। পরাং অবিদ্যাবিদায়ো নির্বৃত্তিং। ততশ্চ শাশ্বতং স্থানং বৈকুণ্ঠং। য ইয়মন্তর্যামি শরণাপত্তিরন্তর্যাম্যুপাসকানামেব ভগবদুপাসকানান্তু ভগব-

---

মোহ পূর্ব্বক তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু স্বভাব জাত স্বকর্ম্ম দ্বারা তুমি অবশ হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীব সকল যত কর্ম্ম করেন তদনুরূপ ঈশ্বর ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয় জীব সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

হে ভারত! তুমি সর্ব্ব ভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরংময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

চ্ছরণাপত্তিরগ্রেবক্ষ্যতে এবেতি কেচিদাহুঃ। অন্যস্ত যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মদগুরুর্মাং ভক্তিযোগঃ তদনুকূলং হিতং কোপদেশমুপদিশতি চ তমহং শরণং প্রপদ্যে। তথা কৃষ্ণ এব মদন্তর্যামী সোঽপিমাং তত্র তত্র প্রবর্ত্তয় তু তস্মাহং শরণং প্রপদ্যে ইত্যানিশং ভাবয়তি। যদুক্তং উদ্ধবেন। "নৈবোপযান্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাঽপিকৃত মৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতা মশুভং বিধুন্‌ন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষাস্বগতিং ব্যনক্তীতি ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বগীতার্থ মুপসংহরতি ইতীতি। কর্ম্মযোগস্যাষ্টাঙ্গযোগস্য জ্ঞানযোগস্য চ জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেন ইতি জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ইতি অতিরহস্যত্বাৎ কৈরপি বশিষ্ট বাদরায়ণ নারদাদৈরপি স্ব স্ব কৃত শাস্ত্রেণাপ্রকাশিতং। যদ্বা তেষাং সর্ব্বজ্ঞা মাপেক্ষিকং মমত্বাতাত্ত্বিক মিত্যতস্তে তু এতদপি গুহ্যত্বান্নজানান্তি ময়াপ্যাতি গুহ্যত্বাদেবতে সর্ব্বথৈব নৈতদুপদিষ্টা ইতি ভাবঃ। এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমৃষ্য যথা যেন প্রকারেণ স্বাভিরুচিতং তৎকর্ত্তুমিচ্ছসি তথা তৎকুরুইত্যন্তং জ্ঞানষট্‌কং সম্পূর্ণং। ষট্‌কত্রিকমিদং সর্ব্ববিদ্যা শিরোরত্নং শ্রীগীতা শাস্ত্রং মহানর্ঘ্য রহস্যতম ভক্তি সম্পুটং ভবতি প্রথমং কর্ম্মষট্‌কং যস্যাধারপিধানং কানকং ভবতি অন্ত্যং জ্ঞানষট্‌কং যস্যোপর পিধানং মণিজটিতং কানকং ভবতি তয়োর্ম্মধ্য বর্ত্তিষট্‌কগতা ভক্তি স্ত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মতল্লিকা বিরাজতে। যস্যাঃ পরিচারিকা তদুত্তরপিধানার্দ্ধ গতামন্মনা ভবেত্যাদি পদ্যদ্বয়ী চতুঃষষ্ঠ্যক্ষরা শুদ্ধা ভবতীতি বুধ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি পূর্ব্বে যে ব্রহ্ম জ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি তাহা গুহ্য। এখন যে পরমাত্ম জ্ঞান তোমাকে বলিলাম তাহা গুহ্য তর। অশেষ রূপে বিচার করত তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে যদি নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎ ক্রমে আমার নির্গুণ ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম কর্ম্ম রূপ যুদ্ধ কর। আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও তবে ঈশ্বর প্রেরিত নিজ ক্ষাত্র স্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি সহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। তাহা হইলে মদবতার রূপ ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নির্গুণ মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং ॥৬৪॥
মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥

ততশ্চাতি গম্ভীরার্থং গীতা শাস্ত্রং পর্য্যালোচয়িতিতুং প্রবর্ত্তমানং তুষ্ণী ভূয়ৈব স্থিতং স্ব প্রিয়সখমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রবচ্চিত্ত নবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্র সার-মহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলংতে তত্তৎ পর্য্যালোচনক্লেশেন ইত্যাহ। সর্ব্বেতি। ভূয় ইতি রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্ব্বমুক্তং। মন্মনাভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যাসিযুক্তৈবমাত্মানং মৎ পরায়ণঃ। ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্ব্ব শাস্ত্রার্থসারস্য গীতা শাস্ত্রস্যাপিসারং গুহ্যতমমিতি। নাতঃ পরং কিঞ্চ ন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুত্রশ্চিৎ কথমপ্যথণ্ড মিতি ভাবঃ। পুনঃকথনেহেতুমাহ ইষ্টোসি দৃঢ়মতি শয়েন এব প্রিয়োমে সখাভবসীতি তত এব হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতি রহস্যং ন কমপিকশ্চিদপি ব্রুতে ইতি ভাবঃ। দৃঢ়মতি ইতিচ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভবেতি মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাংচিন্তয় নতু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মন্মনাভব মহ্যং শ্যাম সুন্দরায় সুস্নিগ্ধাকুঞ্চিত কুন্তলকায় সুন্দর ভ্রূবল্লিমধুর কৃপাকটাক্ষা-মৃত বর্ষিবদন চন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেণ মনোযস্য তথা ভূতোভাব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানি দেহীত্যাহ মদ্ভক্তো ভব শ্রবণ কীর্ত্তন মন্মূর্ত্তি দর্শন মন্মন্দিরমার্জ্জনলেপন পুষ্পাহরণ মন্মালা

গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বর জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই গীতা শাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর। কর্ম্ম যোগী, জ্ঞান-যোগী ও ধ্যানযোগীগণ যেরূপ চিন্তা করেন সে রূপ করিবেনা। সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎ স্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে তাহা হইলে তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

লঙ্কারচ্ছত্র চামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মন্তজনং কুরু অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবে-দ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্যাজীভব মৎপূজনংকুরু অথবা মহ্যং নমস্কার মাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু।•এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তন সেবন পূজন প্রণামানাং সমুচ্চয় মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি মনঃ প্রদানং শ্রোত্রাদী-ন্দ্রিয় প্রদানং গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানং বা ত্বং কুরু তুভ্য মহমাত্মান মেব দাস্যামীতি সত্যং তে তবৈবমাত্র সংশয়নিষ্ঠা ইতি ভাবঃ। সত্যং শপথ তথ্যয়োরিত্যমরঃ। নমু মাথুরদেশোদ্ভূ-তালোকাঃ প্রতি বাক্যমেবশপথং কুর্ব্বন্তি সত্যং তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমিত্বং মে প্রিয়োসি নহি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ ॥৫৬॥

নমু ত্বদ্ধ্যানাদিকং যৎকরোমি তৎ কিং স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বকং বা কেবলং বা তত্রাহ সর্ব্ব ধর্ম্মান বর্ণাশ্রম ধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একংমামেব শরণং ব্রজ। পরিত্যজ্য সংন্যস্য ইতি নব্যাখ্যেয়ং অর্জ্জুনস্যক্ষত্রিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকারাৎ নচ অর্জ্জুনং লক্ষীকৃত্যান্যজন সমুদায়ং এবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যং। লক্ষ্য ভূত মর্জ্জুনং

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর জ্ঞান লাভের উপদেশ স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতি ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান যোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি সে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ স্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের যে সকল পাপ সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃত কর্ম্মা বলিয়া শোক করিবেনা। আমাতে নির্গুণ ভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎ স্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানা-ভ্যাসে কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধ অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যা-ত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্ম নিষ্ঠা ও ঈশ্বর নিষ্ঠা ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অব-লম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে শরীরী জীব জীবন নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায় তিন প্রকার উচ্চ নিষ্ঠা হইতে করে অথবা ইন্দ্রিয় সুখ নিষ্ঠারূপ অধম নিষ্ঠা হইতে করে। অধম নিষ্ঠা হইতে অকর্ম্ম

প্রতি উপদেশ বাক্যস্য যোজয়িতু মৌচিত্যো সত্যোবান্ স্যাপ্যুপদেষ্টবাক্যং সম্ভবেন্ন-ন্যথা। নচ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফল ত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়ং। অস্য বাক্যস্য। "দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করোনায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনাযঃ শরণং শরণ্যং গতো-মুকুন্দং পরিহৃত্যকৃত্যং।" ইতি। "মর্ত্ত্যোযদাত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতোমে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতেবৈ। তাবৎ কর্ম্মাণিকুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টা-নপিস্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ। ইতি ভগবদ্বাক্যৈঃ সহৈকার্থ স্যাবশ্য ব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। অত্রচ পরিশব্দ প্রয়োগাচ্চ। অত একংমাং শরণং ব্রজ নতু ধর্ম্ম জ্ঞানযোগ দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হি মদনন্ত ভক্তৌ সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়াং ত্বদধিকা-রোনাস্তীত্যত ত্বং যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যাদি বচনেন ময়াকর্ম্ম মিশ্রায়াং ভক্তৌ ত্বদধিকার উক্তঃ সম্প্রতিত্বতি কৃপায়াত্বভ্যমনন্য ভক্তাবেবাধিকারঃ তস্যাঃ অনন্য ভক্তেঃ যাদৃচ্ছিক মদৈকা-ন্তিক ভক্তকৃপৈক লভ্যত্বলক্ষণং। নিয়মং স্বকৃত মপি ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামিবাপনীয় দত্ত ইতি ভাবঃ। নচ মদাজ্ঞয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগে তব প্রত্যবায় শঙ্কাসম্ভবেৎ। বেদ রূপেণ ময়ৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমাদিষ্টং অধুনাতুস্বরূপে নৈবতত্ত্যাগ আদিশ্যতে ইতি অতঃ কথংতে নিত্যকর্ম্মাকরণেপাপানি সম্ভবন্ত প্রত্যুত অতঃপরং নিত্যকর্ম্মণিকৃতে এব পাপানি ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্মদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনাদিত্যবধেয়ং। ননু যোহি যচ্ছরণো ভবতি সহি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ সঃ তং যৎকারয়তি তদেব করোতি যত্রস্থাপয়তি তত্রৈবতিষ্ঠতি যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে ইতি শরণাপত্তি লক্ষণস্যধর্ম্মস্য তত্ত্বং। যদুক্তং বায়ু পুরাণে। আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতিবিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণমকা-

---

বিকর্ম্ম। তাহা অনর্থ জনক। উত্তম তিন প্রকার নিষ্ঠার নাম ব্রহ্ম নিষ্ঠা, ঈশ্বর নিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা, বর্ণাশ্রম, বৈরাগ্য, ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠার অধীন তখন কর্ম্মও জ্ঞান ভাবে প্রকাশ হয়। যখন ঈশ্বর নিষ্ঠার অধীন তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মও ধ্যান যোগাদি রূপ ভাবের উদয় হয়। যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন তখন উহারা শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব। এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন ইহাই এই গীতা শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত ইহাদের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা অত্যন্ত পৃথক॥ ৬৬॥

ইদন্তে না তপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

র্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ" ইতি ভক্তি শাস্ত্রবিহিতা স্বাভীষ্টদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তি রানুকূল্যং। তদ্‌বিপরীতং প্রতিকূল্যং। ভর্তৃত্ব ইতি স এব মমরক্ষকোনান্য ইতি যঃ। রক্ষিষ্যতীতি স্বরক্ষণ প্রতিকূল্য বস্তুষূপস্থিতেষপি স মাং রক্ষিষ্যতে বেতি দ্রৌপদী গজেন্দ্রাদীনামিব বিশ্বাসঃ। নিঃক্ষেপণং স্বীয় স্থূলসূক্ষ্ম দেহসহিতস্য এব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ। অকার্পণ্যং নান্যত্রকাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনং। ইতিষণ্ণাং বস্তূনাং বিধাত্রনুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণাগতিরীতি। তদদ্যারভ্যা যদাহংত্বাং শরণংগত এববর্ত্তে। তর্হিত্বদুক্তং ভত্রমভত্রং বা যত্তবেত্তদেবমমকর্ত্তব্যং তত্রযদিত্বং মাং ধর্ম্ম মেব কারয়সি তদা ন কাচিচ্চিন্তা যদি তু ঈশ্বরাত্বাৎ স্বৈরাচার ত্বং মামধর্ম্ম মেব কারয়সি তদা কা গতি স্তত্রাহ অহমিতি প্রাচীনার্ব্বাচীনানি যাবন্তিবর্ত্তন্তে যাবন্তিবাহং কারয়িষ্যামিতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এব পাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি নাহমন্যঃ শরণ্য ইব তত্রাসমর্থ ইতি ভাবঃ। ত্বামালক্ষ্যৈব শাস্ত্র মিদং লোকমাত্র মেবোপদিষ্টবানস্মি। মা শুচ স্বার্থং পরার্থং বা শোকং মাকার্ষীঃ যুষ্মদাদিকঃ সর্ব্ব এবলোকঃ স্ব পরধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য মচ্চিন্তনাদিপরঃ মাং শরণমাপদ্য সুখেনৈব বর্ত্ততাং তস্য পাপমোচন ভারঃ সংসারমোচন ভারঃ স্বংপ্রাপনোভারঃ ময়া প্রতিজ্ঞায়ৈবাঙ্গীকৃতঃ কিং বহুনা দেহব্যবহার ভারোঽপি ময়াঙ্গীকৃত এব যদুক্তং। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যেজনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং" ইতি। হন্ত এতাবানভারোময়াত্বপ্রভৌ নিক্ষিপ্ত ইতি অপি শোকং মাকার্ষীঃ ভক্তবৎসলস্য সত্য সঙ্কল্পস্য মম তত্রায়াস লেশোপীতি নাতঃ পরমধিকমুপদেষ্টব্যমস্তীতি শাস্ত্রং সমাপ্তীকৃতং ॥ ৬৬ ॥

এবং গীতা শাস্ত্রমুপদিশ্য সংপ্রদায় প্রবর্ত্তনে নিয়ম মাহ ইদমিতি অতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ ইতিস্মৃতেঃ। সংযতেন্দ্রিয়ত্বে সত্যপি অভক্তায় ন বাচ্যং সংযতেন্দ্রিয়ত্বেঽপি ভক্তত্বে ঽপিচসতি অশু শ্রূষবে ন বাচ্যং সংযতেন্দ্রিয়ত্বাদি ধর্ম্ম ত্রয়বত্বেঽপি যো মামভ্যসূয়তি ময়িনিরুপাধি পূর্ণ ব্রহ্মণি মায়া সাবর্ণ্য দোষ মারোপয়তি তস্মৈ সর্ব্বথৈব ন বাচ্যং ॥ ৬৭ ॥

অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যাহীন, ও ভগবৎ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেক। ইহা দ্বারাগীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

যইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিংময়ি পরাংকৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভূবি ॥ ৬৯ ॥
অধ্যেষ্যতে চ যইমংধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহ মিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভান্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্ম্মণাং॥৭১
কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রনষ্টস্তেধনঞ্জয়! ॥ ৭২ ॥

এতদুপদেষ্টুঃ ফলমাহ য ইতি দ্বাভ্যাং পরাং ভক্তিং কৃত্বেতি প্রথমং পরম ভক্তি প্রাপ্তিঃ ততোমৎ প্রাপ্তিঃ এতদুপদেষ্টু র্ভবতি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোঽতি প্রিয়ঙ্করঃ অতি প্রিয়শ্চনাস্তি ॥ ৬৯ ॥

এতদধ্যয়ন ফলমাহ অধ্যেষ্যতে ইতি ॥ ৭০ ॥

এতচ্ছ্রবণ ফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি ॥ ৭১ ॥

সম্যগ্‌বোধানুপপত্তৌ পুনরূপদেক্ষ্যামীত্যাশয়ে নাহ কচ্চিদিতি ॥ ৭২ ॥

যিনি আমার ভক্ত দিগকে এই পরম গুহ্য গীতা বাক্য উপদেশ করিবেন তিনি আমার নির্গুণ ভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্তহইবেন ॥ ৬৮ ॥

এই নরলোকে তাহা অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য সাধক ও আমার প্রিয় কেহ নাই ও কখন হইবেনা॥ ৬৯ ॥

যিনি আমাদের এই পরম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন তিনি জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্ত নন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া রহিত তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপ মুক্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ॥ ৭২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যেবচনংতব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্যচ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥
ব্যাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহংপরং।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃস্বয়ং ॥৭৫॥
রাজন্! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদ মিমমদ্ভুতং।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামিচ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

কিমতঃপরং পৃচ্ছামি অহন্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিন্ত এবত্বয়িবিশ্রন্তবান্নস্মীত্যাহ নষ্ট ইতি .করিষ্য ইতি অতঃপরং শরণ্যস্য তবাজ্ঞায়াং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য মমধর্ম্মো নতুস্বাশ্রমধর্ম্মো নাপিজ্ঞান যোগাদয়ঃ তেতু অদ্যারভ্য ভক্তাএব ততশ্চ ভো প্রিয় সখ অর্জ্জুন মমভূভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্তি তত্তুত্বদ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে স তি গাণ্ডীব পাণিরর্জ্জুনঃ যোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি ॥ ৭৩ ॥

অতঃপরং পঞ্চশ্লোকাব্যাখ্যা সর্ব্ব গীতার্থ তাৎপর্য্য নিষ্কর্ষেঽন্তিমশ্লোকাঃ যত্রবর্ত্তন্তে তাং পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা অপহৃতবানিত্যতঃ পুনর্নালিখং। তাংতন্মাত্র বাদাং সপ্রসীদতু তস্মৈনমঃ। ইতি শ্রীভগবদ্গীতা টীকা সারার্থ বর্ষিনী সমাপ্তীভূতা সতাংপ্রীতয়েঽস্তাদিতি ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই যে সর্ব্ব প্রধান জৈব ধর্ম্ম তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতি পালনকরিব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, কৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সম্বাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্য তম পরম যোগ আমি ব্যাস প্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামিচ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭॥
যত্রযোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়োভূতি ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্বব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশো ঽধ্যায়ঃ ॥

সাবার্থ বর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান।
মাধুরীধিমূতাদস্যা মাধুরী ভাতু মে হৃদি।
ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং।
গীতাস্বষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং।

হে রাজন! কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত সম্বাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারম্বার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥৭৭॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, এবং যেখানে পার্থ ধনুর্দ্ধর সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি, ন্যায় ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

সমস্ত গীতার নিষ্কার্ষ এই অধ্যায়ের
তাৎপর্য্য। ইতি অষ্টা-
দশ অধ্যায়।

সমাপ্তেষা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।